উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 29 November 2024 Friday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 190

সংবিধান হাতে সাংসদ পদে শপথ প্রিয়াংকার

সাতের পাতায়

অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টে ভাষণ রোহিতের

এগারোর পাতায়

শ্রদ্ধা কাণ্ডের ছায়া

লিভ-ইন সঙ্গিনীকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে শ্বাসরোধ করে খুনের পর দেহ ৫০ টুকরো করে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ঝাড়খণ্ডের এক তরুণের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

নিন্দা মমতার

হিন্দু সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার বার্তা দিয়েছে মোদি সরকার। বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের ঘটনার নিন্দা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

সিজিএসটি ইনপুট ট্যাক্স কেলেঙ্কারি

ভুয়ো ব্যবসায় কর হাপিস

উত্তরবঙ্গের জনা পনেরো আমদানি-রপ্তানিকারকের সম্পর্কে অভিযোগ এসেছে। আলাদা করে তদন্ত শুরু প্রত্যেকের বিষয়ে।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : বাস্তবে হচ্ছে না কোনও পণ্য কেনাবেচা। কারবার হচ্ছে শুধুমাত্র কাগজ-কলমেই। এভাবেই 'ভুয়ো ব্যবসা' দেখিয়ে জিএসটির ইনপুট ট্যাক্স হিসাবে সরকারের কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে একটি প্রতারণাচক্র। শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে গোটা উত্তরবঙ্গে সক্রিয় হয়েছে চক্রটি। একশ্রেণির অসাধু আমদানি-রপ্তানিকারক ছাড়াও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশ সেই চক্রে জড়িয়ে পড়েছে। চক্রটিকে ধরতে তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁর ব্যবসায়ী রণজিৎ প্রসাদকে গ্রেপ্তার করেছেন সেন্ট্রাল জিএসটি আধিকারিকরা। তাঁর বিরুদ্ধে 'ভুয়ো ব্যবসা' দেখিয়ে ১৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ইনপুট ট্যাক্স হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এদিন অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

সিজিএসটি'র আইনজীবী রতন বণিকের বক্তব্য, 'রণজিৎ দীর্ঘদিন থেকে ভুয়ো ব্যবসা দেখিয়ে সিজিএসটি আধিকারিকদের ফাঁকি দিয়ে ইনপুট ট্যাক্স বাবদ কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে ধরা পড়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে সিজিএসটি আইনের ১৩২ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। ভুটানে পণ্য কেনাবেচা দেখালেও বাস্তবে কোনও পণ্যই ভুটানে যেত না। গোটা কারবারটাই হত শুধু কাগজে-কলমে।' সিজিএসটি'র অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার এক আধিকারিকের কথায়, 'একটা বড় চক্র রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জনা পনেরো এক্সপোর্টার সম্পর্কে অভিযোগ এসেছে। প্রত্যেকের বিষয়ে আলাদা করে তদন্ত শুরু হয়েছে। ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের নামে উত্তরবঙ্গেই সরকারি কোষাগার থেকে কয়েকশো কোটি টাকা লোপাট হওয়ার আশঙ্কা করছি আমরা।'

রণজিতের বাড়ি জয়গাঁর বিবেকানন্দপল্লিতে। এদিন বাড়ি থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় জিএসটি'র আধিকারিকরা জানিয়েছেন, রণজিৎ নিজের এবং তাঁর স্ত্রীর নামে সিজিএসটি-তে দুটি আলাদা ফার্মের রেজিস্ট্রেশন করিয়েছিলেন। নথিপত্রে পানমশলা, তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবসার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। কাগজে-কলমে সেইসব পণ্য ভুটানে রপ্তানি করতেন রণজিৎ। নিয়মানুসারে সিজিএসটি পোর্টালে ব্যবসার যাবতীয় নথি আপলোড করলে তবেই ইনপুট ট্যাক্স বাবদ অর্থ পেতে পারেন কোনও ব্যবসায়ী। রণজিতের ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাঁচ কোটি টাকা ছাড়াতেই সন্দেহ হয় জিএসটি কর্তাদের। বিষয়টি তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় সিজিএসটি'র অ্যান্টি ইভেশন ইউনিটকে। অভিযুক্তের বাড়ি ও অফিসে দফায় দফায় তল্লাশি চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বহু নথিপত্র উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। তাঁদের রিপোর্টের ভিত্তিতে পদ্ধতি মেনে সিজিএসটি কমিশনারের নির্দেশে গ্রেপ্তার করা হয় ওই ব্যবসায়ীকে।

সিজিএসটি সূত্রের খবর, রণজিতের তদন্তের সূত্রেই জয়গাঁ ও শিলিগুড়ির তিনজন ব্যবসায়ীর নাম পেয়েছেন অ্যান্টি ইভেশন ইউনিটের সদস্যরা। শিলিগুড়ির নয়াবাজার ও সেবক রোডের ওই ব্যবসায়ীদের অফিস রয়েছে। দুটি অফিসে ইতিমধ্যেই তল্লাশি চালানো হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

ছবি : এআই

প্রতারণার জাল

- ভুটানে ব্যবসা দেখিয়ে ১৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ইনপুট ট্যাক্স হাতানো
- জয়গাঁর এক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার
- সিজিএসটি কর্তাদের আশঙ্কা, উত্তরবঙ্গে এভাবে লোপাট হয়েছে কয়েকশো কোটি টাকা
- জয়গাঁ, ধূপগুড়ি ও শিলিগুড়ির ব্যবসায়ীদের জড়িত থাকার প্রমাণ

উত্তরবঙ্গ এক্সক্লুসিভ সংবাদ

কাজের আড়ালে টার্গেট অপরাধ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : কেউ সকালে করছে হোটেলে বাসন ধোয়ার কাজ, কেউ আবার দিনমজুরি। আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ মনে হলেও রাত বাড়তেই বদলে যাচ্ছে তাদের চালচলন। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, প্রকাশ্যে আসছে 'আসল উদ্দেশ্য'।

শহর শিলিগুড়িতে বিভিন্ন সময়ই বহিরাগত দুষ্কৃতীরা ঘাঁটি গেড়েছে। চালিয়েছে অপরাধমূলক কার্যকলাপ। কিন্তু ইদানীং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা বেছে নিচ্ছে শহরের বাসস্ট্যান্ড ও রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকা। সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনার তদন্তে নেমে এমন তথ্যই পাচ্ছে পুলিশ। স্টেশন, বাসস্ট্যান্ডের মতো জনবহুল এলাকায় লোকের ভিড়ে মিশে যাওয়া সহজ বলেই, তারা এই পথ বেছে নিচ্ছে বলে মত পুলিশের। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর অবশ্য বলছেন, 'দুষ্কৃতীরা কোথাও আশ্রয় নিলে আমাদের কাছে গোপন সূত্র মারফত খবর আসে। আমরা সেই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালাই।'

শহর শিলিগুড়িতে সম্প্রতি বেশ কিছু ঘটনায় ভিনজেলা কিংবা ভিনরাজ্যের দুষ্কৃতীদের যোগ সামনে এসেছে। কেউ উত্তর দিনাজপুর, কেউ আবার কিশনগঞ্জ থেকে এসে দুষ্কৃতীমূলক কার্যকলাপ করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। মাস কয়েক আগে শহরে পরপর এসি'র তার চুরির ঘটনা রীতিমতো

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

বাংলা দখলে পদ্মের শান 'সনাতনী' বাংলাদেশে

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বাংলাদেশ থেকে এক একদিন এক একটা খবর আসে। আর এই বাংলায় হৃৎকমল রক্তাক্ত হয়ে ওঠে অনেকেরই। পদ্মাপারের বহুজন এসবের মাঝে কটাক্ষে ভরিয়ে দেওয়ার রসদ পাবেন। বলতে পারেন, ঢং। বলতে পারেন, আপনারা তো অন্য দেশের মানুষ, আমাদের নিয়ে এত মাথাব্যথার কী আছে?

তাঁরা এই আবেগ বুঝবেন না। তাঁদের পূর্বসুরিদের একবস্ত্রে মুহূর্তের মধ্যে নিজের গাঁ-গঞ্জ ছেড়ে আসতে হয়নি যে! দেশভাগের কষ্ট, জমি ও স্বজন হারানোর যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়নি। বাংলাদেশে একটি পাতা খসলে অন্য দেশে বসে দ্যাশের জন্য মন কাঁদে বাপ! আজও মনে হয়, এই বুঝি বুকের পাঁজরে কেউ মেরেছে।

এবং বাংলাদেশে আতঙ্ক ছড়ালে তীব্রতম সমস্যা এই পশ্চিমবঙ্গে। সামাজিক ও রাজনৈতিক দুটো দিক থেকে। তা ভেবেই আরও আতঙ্কে গঙ্গাপারের অনেক নাগরিক। বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সীমান্ত সবচেয়ে বেশি। ৪০৯৬ কিলোমিটারের প্রতি ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে এর প্রভাব পড়তে বাধ্য।

নয়াদিল্লির কাছেও আপাতত সবচেয়ে বড় সমস্যার নাম বাংলাদেশ। কানাডা ভুলে যান। ভুলে যান রাশিয়া-ইউক্রেন। ভুলে যান ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন। আগ্নেয়গিরির শিখরে বসে থাকা বাংলাদেশে একটি স্ফুলিঙ্গ ছড়ালে লাভাস্রোত আসবে এই বাংলায়, এই ভারতে। বাংলাদেশ এখন এতটাই তপ্ত, তা নিয়ে একটা উলটোপালটা শব্দ ব্যবহার ভয়ংকর ঝুঁকির।

এখানেই রাজ্য বিজেপির অন্যতম মুখ শুভেন্দু অধিকারীর কিছু কথা শুনে একটা প্রশ্ন মনে আসবে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি কি বিধানসভা ভোটের কাজে লাগাতে মরিয়া তিনি? মুসলিম ভোট যে তাঁর দল আপাতত পাবে না, এটা নিশ্চিত জানেন শুভেন্দু। তাই এখন থেকে হিন্দুদের ভোট এক করতে মরিয়া। সে উদ্দেশ্যেই কলকাতায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে মিছিল। যদিও তিনি ভালো করে জানেন, হাইকমিশনের সামনে স্লোগান দিয়ে কোনও লাভ নেই।

বাংলাদেশ অবশ্যই বিজেপির তুরুপের তাস হতে পারে বঙ্গের নির্বাচনে। তবে একটা ব্যাপার দেখারও আছে। বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে বাংলাদেশ কী জায়গায় দাঁড়ায়। অস্থিরতা, সহিংসতা কতটা থাকবে। এই সংঘাত-বিশৃঙ্খলা সহজে বাংলাদেশ থেকে মুছে যাবে, আশা করা উচিত নয়।

শুভেন্দু এত বিপ্লবী মার্কা কথা বলেছেন, নিশ্চয়ই মোদি-শা'র অনুমোদন নিয়ে।

এরপর দশের পাতায়

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রতিবাদ। কলকাতার বেকবাগানে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

" অসাংবিধানিক এই সরকার যদি দোষীদের শাস্তি দিতে ব্যর্থ হয়, তবে তাদের ঘাড়ে মানবাধিকার রক্ষা না করতে পারার দায় বর্তাবে। -শেখ হাসিনা

ইসকন নিষিদ্ধে 'না' আদালতের

ঢাকা, ২৮ নভেম্বর : বাংলাদেশে ইসকনকে নিষিদ্ধ ঘোষণায় না আদালতের। বিষয়টি পুরোপুরি সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত জানিয়ে বাংলাদেশ হাইকোর্ট জানিয়ে দিল, 'শান্তিরক্ষায় সরকার যাবতীয় পদক্ষেপ করবে। কিন্তু ইসকনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে না। রাষ্ট্র কাজ করে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে কোনও নির্দেশ দেওয়া সমীচীন হবে না।'

ঘরে-বাইরে লাগাতার চাপ, বিক্ষোভ, প্রতিবাদের জেরে সুর নরম করতে বাধ্য হল ইউনূস সরকারও।

সরকারপক্ষের আইনজীবী বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে জানান, ইসকনের ব্যাপারে সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে। জবাবে আদালতের বক্তব্য ছিল, বাংলাদেশে সমস্ত ধর্মের মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে সকলে বসবাস করছে এবং আগামীদিনেও করবে। চট্টগ্রামে আইনজীবী হত্যায় সরকারের বক্তব্য, সিসিটিভির বিভিন্ন ফুটেজ থেকে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পদক্ষেপে সন্তোষ প্রকাশ করেছে হাইকোর্ট।

মামলাকারী মনিরউদ্দিন অবশ্য ইসকনকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করার দাবিতে অনড় ছিলেন। কিন্তু তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি বিচারপতি ফারাহ মেহবুব এবং বিচারপতি দেবাশিস রায় চৌধুরীর বেঞ্চ। চিন্ময় কৃষ্ণদাসের গ্রেপ্তারি এবং তাঁর জামিন নামঞ্জুর হওয়ার পর অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে। যার জেরে ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে বাংলাদেশ হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল।

তবে যাঁর গ্রেপ্তারি ঘিরে বাংলাদেশে এত অস্থিরতা, এমনকি ঢাকা-নয়াদিল্লি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে আঁচ পড়ছে, সেই চিন্ময় কৃষ্ণদাসের থেকে দূরত্ব বাড়িয়েছে ইসকন। কার্যত তাঁর দায় ঝেড়ে ফেলেছে। বৃহস্পতিবার ঢাকায় ইসকন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী বলেন, 'অনেক মাস আগেই প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের অধ্যক্ষ লীলারাজ গৌরদাস এবং সদস্য স্বতন্ত্র গৌরাঙ্গ দাস এবং চট্টগ্রামের পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণদাসকে সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে ইসকন বাংলাদেশ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের কার্যক্রম ইসকনের নয়।'

ইসকন বাংলাদেশের কার্যনির্বাহী কমিটি ও শিশু সুরক্ষা দলের সদস্য হৃষীকেশ গৌরাঙ্গ দাস বলেন, 'চিন্ময় কৃষ্ণদাসের বিরুদ্ধে শিশুদের হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছিল। তদন্তের স্বার্থে তিন মাসের জন্য তাঁকে সংগঠন এবং পুণ্ডরীক ধামের পদ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

হাইকোর্টের যুক্তি

- দেশে সমস্ত ধর্মের মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আছে
- রাষ্ট্র কাজ করে যাচ্ছে, শান্তিরক্ষায় সরকার যাবতীয় পদক্ষেপ করবে
- এই পরিস্থিতিতে ইসকন নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া সমীচীন নয়

হাসিনার নিশানায় ইউনূস

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর : ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধান থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা আপাতত মুখ থুবড়ে পড়েছে বাংলাদেশে। সে দেশের হাইকোর্ট আর্জিটি খারিজ করার দিনই শেখ হাসিনার বিবৃতি আরও অস্বস্তি বাড়াল ইউনূস সরকারের। অন্তর্বর্তী সরকারকে কার্যত অপদার্থ বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। আওয়ামি লিগ তাঁর যে বিবৃতি প্রচার করেছে, তাতে বর্তমান শাসক বেআইনিভাবে ক্ষমতা দখল করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

হাসিনার বয়ানে বলা হয়েছে, 'এখনও পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে বর্তমান শাসক ব্যর্থ হয়েছে।' ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর হাসিনা প্রথম আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিলেন। এর আগে তাঁর একটি অডিও ভাইরাল হলেও তার সত্যতা নিশ্চিত নয়। হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাসের গ্রেপ্তার ও চট্টগ্রামে এক আইনজীবীকে খুন পরবর্তী পরিস্থিতিতে মুজিব-কন্যা যে বাংলাদেশ সরকারকে চেপে ধরতে চাইছেন, তা স্পষ্ট।

শেখ হাসিনার বিবৃতি ভারতের পক্ষেও স্বস্তিদায়ক। তাঁর ভাষায়, 'হিন্দু সমাজের একজন নেতাকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চট্টগ্রামে একটি মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। লুঠ, হামলা, ভাঙচুর চলছে। অসাংবিধানিক এই সরকার যদি দোষীদের শাস্তি দিতে ব্যর্থ হয়, তবে তাদের ঘাড়ে মানবাধিকার রক্ষা না করতে পারার দায় বর্তাবে। বাংলাদেশে মানবাধিকার চরমভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছে।'

ইউনূস সরকারের ওপর চাপ বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট বিএনপি'র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগিরের বিবৃতি। তিনি বলেন, 'ফ্যাসিবাদ পরাজিত হলেও তার ফিরে আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।' বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ভারতের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলছে বারবার।

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

স্বামীর গ্রেপ্তারিতে ষড়যন্ত্র দেখছেন নেত্রী

তিনের পাতায়

ট্যাব দুর্নীতিতে ধৃত সিএসপি'র মালিক

চারের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সারমেয়-সেবার প্রোটোকলে শঙ্কা শহরে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : পথকুকুরদের খাওয়াতে গিয়ে নিজের বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল শেফালি মজুমদারকে। পড়শিদের রোষে ঠিকানা পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেও পথকুকুরদের জন্য তাঁর ভালোবাসা এতটুকুও কমেনি। এখনও রোজ নিয়ম করে চিকেন ও চিঁড়ে পৌঁছে দেন ভুলু, টুটু, কালুদের পাতে। দেশবন্ধুপাড়ার জয়ন্তী চক্রবর্তীও দীর্ঘদিন ব্রতী সারমেয়-সেবায়। প্রত্যেকেই ঝড়-জল-রোদ উপেক্ষা করে নিয়মিত খাবার তুলে দেন ওদের মুখে। কিন্তু প্রায়শই সাধারণের কটুকথা শুনতে হয় তাঁদের। তেড়েও আসেন অনেকে।

সমস্যাটা শুধু শেফালি কিংবা জয়ন্তীদের নয়। গোটা বাংলাতেই সারমেয়দের খাবার দিতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হতে হয় অনেককেই। এমন সমস্যা এড়াতে এবার স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিভ প্রোটোকল এনেছে রাজ্য সরকার। প্রতিটি পুরসভা এবং পুরনিগম এলাকায় পথকুকুরদের খাওয়ানোর জন্য বেঁধে দেওয়া হচ্ছে সময়। আর তাতেই অশনিসংকেত দেখছেন শিলিগুড়ির সারমেয়প্রেমীরা। শুধু তাই নয়, এলাকা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার ক্ষেত্রেও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না তাঁরা।

পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের তৈরি নতুন বিধিনিষেধ অনুযায়ী, সকাল সাতটার আগে ও সন্ধ্যা সাতটার পর দু'ঘণ্টার জন্য খাবার দেওয়া যেতে পারে সারমেয়দের। প্রতিটি এলাকায় একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে খাবার দেওয়ার জন্য। খাওয়ানো হয়ে গেলে জায়গা পরিষ্কার করে দিতে হবে ওই ব্যক্তিকেই। তবে, যাঁরা কুকুরদের খাবার দেবেন তাঁদের যাতে কেউ হেনস্তা না করতে পারেন, সেটা সুনিশ্চিত করা হবে।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা শেফালি প্রতিদিন প্রায় ২০০ পথকুকুরের মুখে খাবার তুলে দেন। আশ্রমপাড়ার সারদামণি স্কুল থেকে শুরু করে ভুটিয়া মার্কেট, শিলিগুড়ি কলেজ সহ বিভিন্ন জায়গায় টোটোয় করে ঘুরে খাবার বিলি করেন তিনি। রাজ্য সরকারের নতুন নির্দেশিকায় নিরাপত্তা সুনিশ্চিতের কথা শুনে কিছুটা স্বস্তি পেলেও মাথাব্যথা শুরু হয়ে গিয়েছে তাঁর। বলছিলেন, 'এতগুলো কুকুরকে তো আমি নিজে গিয়ে খাবার দিতে পারি না। তাই লোক রাখা রয়েছে, যে টোটোতে করে গিয়ে গিয়ে খাবার দেয়। তবে এক্ষেত্রে তাঁদের সময়মতো আমাদের খাবার দিতে হয়। সরকার নির্দিষ্ট সময় করে দিলে আমাদের সমস্যা হবে।'

কিছুটা বিস্মিত ও চিন্তিত বিশ্বদ্বীপ ভট্টাচার্যও। সীমিত আয়ের মধ্যেই রোজ প্রায় ১৫০ সারমেয়কে খাওয়ান তিনি। সারাদিন কাজের পর বাড়ি গিয়ে নিজের সুবিধামতো রান্না করে খাবার নিয়ে বের হন। কোনওদিন দুপুরে, তো কখনও রাত ১০টার পর। কাজ সামলে পথকুকুরদের খিদে মেটাতে হয় তাঁকে।

এরপর দশের পাতায়

টক অফ দ্য টাউন

পাত পেড়ে খাওয়ানো হচ্ছে পথকুকুরদের। শিলিগুড়িতে।

ভাড়া কমিয়ে প্রায় অর্ধেক করল বন দপ্তর

১ ডিসেম্বর থেকে খুলছে তিন কটেজ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : ভ্রমণ মরশুমে পর্যটকদের জন্য সুখবর নিয়ে এল বন দপ্তর। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে জলপাইগুড়ির ধূপঝোরায় খুলে যাচ্ছে দপ্তরের তিন কটেজ। সেগুলি হল এলিফ্যান্ট ক্যাম্প, কালীপুর ও মৌচুকি ইকো কটেজ। শুধু খোলাই নয়, থাকার খরচ আগের থেকে এবার কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, জলপাইগুড়ির গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এই কটেজগুলি কোভিডের সময় থেকেই বন্ধ ছিল। কিছু মেরামতি করেই বৃহস্পতিবার এগুলির ট্রায়াল রান চলে। চিরাচরিত বিদ্যুৎ সংযোগ বাতিল করে এখন থেকে এগুলি চলবে সম্পূর্ণ সৌরবিদ্যুতে। এগুলির থাকার খরচ ৪০ শতাংশ কমিয়ে চালু করা হচ্ছে বলে ওই বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতীম সেন জানান।

ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে খতিয়ে দেখা হচ্ছে সোলার লাইটের ট্রায়াল রান।

ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পের গাছবাড়ির আরও মেরামতি দরকার। ছ'টি কটেজের সংস্কার করা হয়েছে। এছাড়াও কালীপুর ও মৌচুকিতে এতদিন দ্বিশয্যা ঘরের দৈনিক ভাড়া ছিল ২২০০ টাকা। এখন হাজার টাকা কমিয়ে ভাড়া হল দৈনিক ১২০০ টাকা। ধূপঝোরায় পর্যটকদের কুনকি হাতিদের স্নানের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে রাজ্য দপ্তরে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন এলেই সামান্য খরচে সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পাবেন পর্যটকরা।

কালীপুর ও মৌচুকি ইকো কটেজের দ্বিশয্যার দৈনিক ভাড়া কমিয়ে করা হয়েছে ১২০০ টাকা। তবে, কালীপুর ইকো কটেজে থাকা পর্যটকদের মেদলা ওয়াচটাওয়ারের গেট দিয়ে যাতায়াতে জনপ্রতি বাড়তি ২০০ টাকা করে দিতে হবে না।

জলদাপাড়ার হলং বনবাংলোয় অগ্নিকাণ্ডের পর বাংলো ও ইকো কটেজের অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থায় বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই তিন ইকো কটেজে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কটেজগুলিতে থাকার খরচ কমানোয় পর্যটকদের ভিড় বাড়বে বলে বন দপ্তর আশাবাদী।

ডিএফও জানান, পর্যটক নিরাপত্তায় গুরুত্ব দিতেই সোলার লাইটের ব্যবস্থা করে হয়েছে। খুব শীঘ্রই কটেজগুলিতে সোলার প্যানেল বসানো হবে। ইকো পর্যটন পরিষেবা চালু ও পর্যটকদের পরিবেশবান্ধব করতেই এমন উদ্যোগ বলে তাঁর দাবি।

পড়শি দেশে পা রাখতে আতঙ্ক

সাগর বাগচী

ফুলবাড়ি, ২৮ নভেম্বর : মেয়ে কলকাতার কলেজে পড়ে। বৃহস্পতিবার নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে গিয়েছিলেন মেয়েকে কলকাতার ট্রেনে তুলে দিতে। তারপর বাড়ি ফেরার জন্য ফুলবাড়ি সীমান্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন ওপারের দিনাজপুরের বীরগঞ্জের এক বাসিন্দা। কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স শেষে বেরিয়ে আসার পর থেকে তাঁর চোখেমুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট।

সেদেশে সংখ্যালঘুরা যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন তা ভেবেই বুক কাঁপছিল তাঁর। বাংলাদেশে পা রাখার আগে বললেন, 'দেশে অরাজকতা চলছে। চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। আমাদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লুটপাট চলছে। ভারত থেকে ফিরতে ইচ্ছে করছে না।'

সংখ্যালঘুদের ওপর লাগাতার আক্রমণে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ। এর জেরে সীমান্ত দিয়ে দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত তলানিতে। পড়শি দেশে এই পরিস্থিতিতে ভারতে থাকা সেখানকার সংখ্যালঘুরা সন্ত্রস্ত। এদিন ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ৩৮ জন এদেশে এসেছেন। ৪০ জন সীমান্ত পেরিয়ে সেদেশে গিয়েছেন। সংখ্যাটা কিছুদিন আগেও প্রায় ২০০ ছিল।

কয়েকদিন আগে পড়শি দেশের ঠাকুরগাঁওয়ের বাসিন্দা দম্পতি চিকিৎসা করাতে ভারতে এসেছিলেন। বাংলাদেশ ফেরার আগে তাঁরা বলে যান, 'শুনলাম ঠাকুরগাঁওতে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ হয়েছে। অনেকে রাত জেগে এলাকা পাহারা দিচ্ছেন। ফিরে গিয়ে কী হবে জানি না।'

বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জে থাকেন দাদা। বয়স ৯০। অসুস্থ। তাঁকে দেখতে এদিন বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা দেন মাটিগাড়ার একজন। পেশায় রাজমিস্ত্রি তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের পরিস্থিতি এখন জটিল। খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। আমার যখন পাঁচ বছর বয়স, বাবা মারা যান। দাদাই বড় করেছেন। সেই দাদা অসুস্থ। তাঁকে দেখতে যাব না, তা হয় না।'

তিনি আরও জানালেন, দাদার পরিবার সেখানে চাষাবাদ করে। কিন্তু দুষ্কৃতীরা কিছুদিন আগে জমিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তাঁর কথায়, 'আমি কাজের খোঁজে ভারতে চলে এসেছিলাম। কিন্তু দাদা ও তাঁর পরিবার চেষ্টা করলেও এদেশে আসতে পারবেন না। কেবলমাত্র সেখানকার সরকার পারে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে।'

পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে তাতে সীমান্তে যাতায়াত আরও কমার আশঙ্কা ইমিগ্রেশনের কর্তাদের। এখন চিকিৎসা, পড়াশোনা ছাড়া অন্য কোনও ভিসা দেওয়া হচ্ছে না। বিএসএফের নর্থবেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের ডিআইজি কুলদীপ সিং জানিয়েছেন, সীমান্তে শান্তি রয়েছে। সর্বত্র নজরদারি চালানো হচ্ছে।

ওপার বাংলায় পরিস্থিতি জটিল হওয়ায় সীমান্তে বিএসএফের নজরদারি আরও জোরালো হয়েছে। বিশেষ করে কাঁটাতারবিহীন সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে অনুপ্রবেশ রুখতে নজরদারি চালানো হচ্ছে।

আজ টিভিতে

তিতিরের জন্য বিয়ের সম্বন্ধ আসে রঞ্জনার বাড়ি থেকে। কিন্তু তিতির না করে দেয়- **চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা** সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭ **আকাশ আট**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ মিত্তির বাড়ি, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি
আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় – অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, বিকেল ৪.০০ সিঁদুরের বন্ধন, সন্ধ্যা ৭.৩০ জোর, রাত ১০.৩০ দাদা
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ বাহাদুর, বিকেল ৩.০০ গুরুদক্ষিণা, সন্ধ্যা ৬.০০ কমলার বনবাস, রাত ১০.৫০ বস ২
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ প্রতিশোধ, দুপুর ১.০০ সঙ্গী, বিকেল ৪.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, সন্ধ্যা ৭.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.০০ গয়নার বাক্স
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ভালবাসা ভালবাসা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ভালবাসার রাজপ্রাসাদে
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সৈকতসঙ্গীত

খট্টা মিঠা দুপুর ২.০৭ অ্যান্ড পিকচার্স

দ্য হিরো – লাভ স্টোরি অফ আ স্পাই দুপুর ২.২২ জি বলিউড

৩০০ সন্ধ্যা ৭.১২ সোনি পিক্স

গয়নার বাক্স রাত ১০ কালার্স বাংলা সিনেমা

মেলা পুলিশ ক্যাম্প থেকে বলছি ...

রাত পোহালেই যবনিকা নামবে ২০০ বছরেরও বেশি প্রাচীন কোচবিহার রাসমেলার। এখন তাই কোচবিহারবাসীর মনে শুধুই বিষাদের সুর।

রাসমেলার পুলিশ ক্যাম্পে হারানো প্রাপ্তির ঘোষণায় সুনীতি দাস।

রাসমেলা এলেই ডাক পড়ে তাঁর। তাঁর গলার স্বর কত মানুষকে যে মিলিয়ে দিয়েছে, তার হিসেব নেই। মাইকের মুহুর্মুহু ঘোষণায় ফের মিলন হয় হারিয়ে যাওয়া মানুষের। সেই ফিরে পাওয়ার উচ্ছ্বাসে তাঁর মনও ভরে ওঠে। লিখছেন **তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস**

কোচবিহার, ২৮ নভেম্বর : রাসমেলার মাইকে ঘনঘন ঘোষণা, 'মেলা পুলিশ ক্যাম্প থেকে বলছি, দিনহাটা গোসানিমারির উত্তর সিঙ্গিমারি থেকে এসেছেন জ্যোৎস্না সরকার। মেলা পুলিশ ক্যাম্পে যোগাযোগ করুন। আপনার জন্য লিটন সরকার এখানে অপেক্ষা করছেন।' একটু পরেই আবার ঘোষণা, 'জ্যোৎস্না সরকার, আপনি পুলিশ ক্যাম্প খুঁজে না পেলে মেলায় থাকা পুলিশকর্মীদের বলুন ওঁরা আপনাকে পৌঁছে দেবেন।' এই ঘোষণার পর আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে, লিটন তখনও তাঁর পিসি জ্যোৎস্নাকে খুঁজে পাচ্ছেন না। আর তাতে উৎকণ্ঠিত স্বয়ং ঘোষিকাও।

তিনি কোচবিহার পুলিশের এএসআই সুনীতি দাস। অন্য সময় থানায় ডিউটি থাকলেও রাসমেলার ১৫ দিন মেলা পুলিশ ক্যাম্পের ঘোষিকা তিনি। দুপুর ২টো থেকে রাত পর্যন্ত যতক্ষণ মেলা চলবে ততক্ষণ মেলা ওই অস্থায়ী ঘরে তাঁকে মাইকের সামনে ঠায় বসে থাকতে হয়।

এই যে সবাই মেলা ঘুরছে, নানা জিনিস কিনছে খারাপ লাগে না? 'একদমই না।' জবাব, সুনীতির। তাঁর কথায়, 'আমি কাজ করতে ভালোবাসি। একটা বাচ্চা হারিয়ে গিয়ে কান্নাকাটি করছে। মা এসে নিয়ে গেল। মায়ের হাতে বাচ্চাকে তুলে দেওয়ার আনন্দ, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সেটা মেলা ঘোরার আনন্দ থেকেও অনেকগুণ বেশি।' এর আগে মিসিং স্কোয়াডে ছিলেন তিনি। জানালেন, দীর্ঘ ৩১ বছর পুলিশের চাকরি করছেন, কিন্তু এই দায়িত্বটা একদমই অন্যরকম।

মেলা ছাড়ার মুখেও কানে আসে সুনীতি দাসের ঘোষণা, 'মেলা পুলিশ ক্যাম্প থেকে বলছি...'।

রিলায়েন্স ডিজিটালে ব্ল্যাক ফ্রাইডে ডিল

নিউজ ব্যুরো

২৮ নভেম্বর : রিলায়েন্স ডিজিটালের ব্ল্যাক ফ্রাইডে সেল শুরু হল বৃহস্পতিবার। চলবে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মোবাইল ফোন, ট্যাব, স্মার্টওয়াচ, ল্যাপটপ, টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজ, এয়ার ফ্রায়ার ইত্যাদির উপর আকর্ষণীয় ছাড় থাকছে।

এছাড়া আইসিআইসিআই, আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক এবং ওয়ানকার্ডের সিলেক্টেড ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের উপর থাকছে দশ হাজার টাকার ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট অফার। ক্যাশব্যাক পাওয়ারও সুযোগ থাকছে। আইফোন ১৬ পাওয়া যাবে মাত্র ৭০,৯০০ টাকায়। আইপ্যাডের ইএমআই শুরু হচ্ছে ১৩৭১ প্রতি মাসে। সাইড-বাই-সাইড ফ্রিজ কিনলে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট থাকছে, তার সঙ্গে ৮৯৯৫ টাকার ফিলিপস এয়ার ফ্রায়ার পাওয়া যাবে মাত্র ১৯৯৯ টাকায়। ফ্রন্ট লোড ওয়াশিং মেশিনে থাকছে ১২ হাজার টাকার ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট। 'বাই মোর সেভ মোর' অফার থাকছে ঘরের সরঞ্জামে। একটা কিনলে ৫% ছাড়, দুটো কিনলে ১০% এবং তিনটে কিনলে ১৫% ছাড় এবং আরও আকর্ষণীয় অফার থাকছে রিলায়েন্স ডিজিটাল স্টোরে।

e-Tender Notice
Office of the BDO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT NO: BANARHAT/EO/NIT-022/2023-24. Last date of online bid submission : 02-12-2024 at 6:00 P.M. respectively. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
BDO, Banarhat Block

পার্সেল পরিচালনা চুক্তি
জিইএম বিড নম্বরঃ জিইএম/২০২৪/বি/৫৬৩৮৪৮৩, তারিখ : ২২-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর পক্ষ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। আইটেম ক্যাটাগরি : নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে সার্ভিস-পার্সেল পরিচালনা চুক্তির জন্য কাস্টম বিড। আনুমানিক বিড মূল্যঃ ৪০,২৬,৩২৩.৭৬/- টাকা; ইএমডি মূল্যঃ ৮০,৫৫০/- টাকা। বিড সমাপ্তির তারিখ/সময়ঃ ১৬-১২-২০২৪ তারিখের ১৭.০০ ঘণ্টা। বিড খোলার তারিখ/সময়ঃ ১৬-১২-২০২৪ তারিখের ১৭.৩০ ঘণ্টা। টেন্ডার ইতিমধ্যেই জিইএম পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে।
ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

BENFED
Southend Conclave, 3rd Floor 1582, Rajdanga Main Road Kolkata - 700107
NOTICE INVITING e-TENDER
e-Tenders are invited from eligible contractors for Construction of 3 Nos. 100MT Godown, Construction of 2 Nos. of SHG work shed cum sales counter, Installation of 1 No. of Oil Mill under RKVY 2024-2025. Details are available in the website: https://wbtenders.gov.in/nicgep/app
Sd/-
General Manager (Admin)

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ৬৩-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৪-২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১. আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: অভয়াপুরী-গৌরীপুর (এসএল)-সেক্‌স মেরামতি ও রেইন কাট লোকেশনের সাইড স্লপ উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য: ২৮,২৭,৭২,৮১০.০৬ টাকা। বায়নার ধন: ১৫,৬৩,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৮-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ১৮-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Tender Notice
Notice Inviting e-Tender by undersigned vide NIT No - 06/(e)/EGP/24, Dt - 22/11/24 and 07/(e)/EGP/24, Dt - 27/11/24 of Enayetpur Gram Panchayat. For details Visit www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Pradhan
Enayetpur Gram Panchayat

রঙিয়া ডিভিশনে বিদ্যুতের কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : আরএনওয়াই-ইএল-টি-১১-২০২৪-২৫; তারিখ : ২৫-১১-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম : রঙিয়া ডিভিশনে - ডিইএন/III/রঙিয়া -এর অধীনে ১১টি (এগারো) ট্র্যাক মেশিন সাইডিং -এর ব্যবস্থার সাথে যুক্ত বিদ্যুতের কাজ। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ১,২০,৭৮,৫৪৩/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,১০,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৩-১২-২০২৪ তারিখে ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২৩-১২-২০২৪ তারিখে বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথিসহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই/রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

ABRIDGE e-N. I.T. NOTICE
e-N.I.T. Memo No. 944 /KCK-IIIPS & 943/KCK-III PS, Sl No-01 to 10 and 1 to 19 Dated-26.11.2024 invited by the E.O Kaliachak-III P.S from Bonafide bidder. Last date of application on 06.12.2024 upto 17:30 pm. Details are available in the office notice board & https://wbtenders.gov.in/nicgep/app
Sd/-
Executive Officer
Kaliachak-III P. Samity
Baishabnagar, Malda

OFFICE OF THE
Office of the Executive Officer
Gazole Panchayet Samity
Gazole, Malda
email- gazole.bdo@gmail.com
Abridged E-Tender Notice
NIT No EO/GPS/NIET-13(e) of 2024-25, Dated-28.11.2024
EO, Gazole Panchayet Samity, Malda, invites E-tender for various development works under SBM (G) Fund 2024-25 from Eligible and resourceful contractors having required credential and financial capability for execution of work of similar nature. Details of e-tender notice will be available in website **www.wbtenders.gov.in** or **http://etender.wbprd.nic.in**
Sd/- Executive Officer
Gazole Panchayet Samity
Gazole, Malda

টেন্ডার নোটিস ... www.ireps.gov.in ...
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
EXAMINATION NOTIFICATION
[P.G. & U.G. under D.E. Mode]
The students are requested to visit www.nbu.ac.in or https://cdoe.nbu.ac.in for detailed information regarding P.G. & U.G. Odd & Even Semester Examinations (under Distance and Online Education Mode) held in January, 2025
Advt. No. 73/R-2024
Dated : 29.11.2024
Registrar (Addl. Charge)

e-Tender Notice
DDP/N-27/2024-25 & DDP/N-28/2024-25 Dt.-28/11/2024 e-Tenders for 26 (Twenty Six) no. of works under 5th SFC, BEUP & 15th FC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT is 12/12/2024 at 16.00 Hours Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.
Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE PROJECT OFFICER CUM DISTRICT WELFARE OFFICER, DAKSHIN DINAJPUR
Applications are invited from the ST students (Boys& Girls) of West Bengal, (Preferable-Dakshin Dinajpur) for admission to EKLABYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL, KUARSAI, BUNIADPUR, DAKSHIN DINAJPUR (English Medium) for the Academic Session 2025 as per vacancy.

Sl No	Date	Time	Scheduled Programme
1	06.12.2024-18.12.2024	12 PM-3PM	Distribution of admission form
2	10.12.2024-18.12.2024	12 PM-3PM	Submission of form (Except Holiday)
3	20.12.2024	12 PM-1.30 PM	Lottery and result
4	23.12.2024-24.12.2024	12 PM	Counselling and admission

For further details please log into district website www.ddinajpur.nic.in or visit EMRS, Buniadpur
Sd/-
PO-Cum-DWO, BCW&TD, Dakshin Dinajpur

ডিজেল রেল ইঞ্জিন ক্রয়ের জন্যে ইওআই আমন্ত্রণ
নোটিস সংখ্যা. মেক/ডিএসএল/কনডেমনেশন/২০১৫/২০ ভিওএল। তারিখঃ ২৬-১১-২০২৪
প্রধান মুখ্য বৈদ্যুতিক অভিযন্তা, বৈদ্যুতিক বিভাগ, উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে প্রত্যাশিত ক্রেতাগণ থেকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ১৮ টি ডব্লিউডিজি৩এ ডিজেল রেল ইঞ্জিন ক্রয়ের জন্যে আগ্রহের অভিব্যক্তি (ইওআই) আমন্ত্রণ করছে (মালদা টাউন ডিজেল শেডের ইঞ্জিন নং. ১৩২০০, ১৩২১০, ১৩২৪১, ১৩২১৯, ১৩২২০, ১৩২২৭, ১৩২২৮, ১৩২৪২, ১৪৭৫৫, ১৪৭৫৭, ১৪৭৬১ এবং ১৪৮৫৯ ও নিউ গুয়াহাটি ডিজেল শেডের ইঞ্জিন নং. ১৩০০৪, ১৩০১০, ১৩০১৪, ১৩০৮৭, ১৪৮৩৬ এবং ১৪৮৪৪)। এই রেল ইঞ্জিনসমূহ এলকো ডিজেল ইঞ্জিনের অতিরিক্ত ইঞ্জিন এবং চলাচল করা অবস্থায় থাকা ১৫ বৎসর থেকে অধিক আয়ুর ইঞ্জিন। ইঞ্জিনসমূহ ডিজেল শেড, মালদা টাউন এবং ডিজেল শেড, নিউ গুয়াহাটিতে পরিদর্শন করতে পারবেন। যেকোনো প্রশ্নের জন্যে অনুগ্রহ করে যেকোনো কার্যশীল দিনের (সোমবার - শুক্রবার) সকাল ১০.০০ ঘণ্টা থেকে বিকাল ৫.০০ ঘণ্টার ভেতরে ডিওয়াই.সিএমই/ডিএসএল/এনএফআরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন (যোগাযোগ নং. ৯১৫৭৫৫০৪০৮)। প্রতিক্রিয়া একটি লেফাফার ওপরে "EOI FOR PURCHASING DIESEL LOCOMOTIVES IN RUNNING CONDITION" রূপে বড় অক্ষরে লিখে অনতিম ১৪-১২-২০২৪ তারিখের ভেতরে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে। প্রস্তাবটি পিসিইই, উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১ কার্যালয়ের ই-মেইল ssedslmlg@gmail.com এও পাঠাতে পারবেন।
ঠিকানা: পিসিইইর কার্যালয়, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১।
ডিওয়াই.সিএমই/ডি.এইচকিউ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অ্যাফিডেভিট

জন্ম শংসাপত্রে আমার পুত্রের নাম ভুল থাকায় গত 27.11.24 তারিখে E.M. কোর্ট, জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Rohit Al Hasan এবং Md. Rohit Al Hasan এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। Rafik Ali। (C/112897)

আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে নাম ভুল থাকায় গত ১৪/১১/২৪ তারিখে J.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে সঠিক নাম Rasel Alam করা হইল। Rasel Alam এবং Rasel Hossain একই ব্যক্তি। আনোয়ার হোসেন, জল। (C/112899)

ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম ভুল থাকায় গত 19.11.24 তারিখে Jalpaiguri EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Subhash Singha এবং Subash Singh একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/113602)

আমার আধার কার্ড নং 405069280987 নাম ভুল থাকায় গত 25-11-24, সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Kapina Bibi এবং Kapila Bibi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম - বড় নলধোন্দা, পোঃ বামনীরবিল, থানা- কোতোয়ালি, জেলা-কোচবিহার। (C/113109)

কর্মখালি

Required Female Candidate for Back office at 'Novelty Pharmaceuticals', Siliguri. Requirement : Computer Knowledge, Experience in Accounting/Tally. Contact : 8167630489. (C/113469)

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont : M-9647610774. (C/113471)

ময়নাগুড়ি বাইপাস, জলপাইগুড়ি (মোহিত নগর), ফাটাপুকুর, শিলিগুড়ি, ইসলামপুরের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন 11,500/- (PF+ESI), থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, ছুটি আছে। M:- 7908445958. (C/113473)

শ্রদ্ধাঞ্জলি

তাম্রপত্র প্রাপ্ত, বিশিষ্ট প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী সত্যরঞ্জন দে-এর প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম। - দীপিকা পাত্র (জ্যেষ্ঠ কন্যা), রবীন্দ্রনাথ পাত্র (জামাতা), আশ্রমপাড়া, সারদামণি রোড, শিলিগুড়ি। (C/113320)

CINEMA সিনেমা

Now Showing at BISWADEEP
AMARAN
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.
From 05.12.24
PUSPA-2

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৭৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৭৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দীর্ঘদিন পরে কোনও প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হতে পারে। নতুন অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। বৃষ : ব্যবসার জন্যে টাকা ধার করতে হতে পারে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত। মিথুন : পুরোনো কোনও সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। পথে কোনওরকম তর্কে যাবেন না। কর্কট : সামাজিক কাজে অংশ নিয়ে প্রতিপত্তি বাড়বে। হারানো দ্রব্য ফিরে পাওয়ায় নিশ্চিন্ত হবেন। সিংহ : দূরে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে আজ। ভাইবোনেদের সঙ্গে আইনি লড়াইয়ে জয়ী হতে পারেন। কন্যা : বাবার শরীর নিয়ে সারাদিন উৎকণ্ঠা থাকবে। অধ্যাপক ও চিকিৎসকদের জন্যে শুভ দিন। তুলা : পুরোনো কোনও বিনিয়োগ থেকে বিপুল লাভবান হবেন। পেটের সমস্যায় দুর্ভোগ। বৃশ্চিক : আজ অফিসের কাজে সাফল্য আসায় জনপ্রিয়তা বাড়বে। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা। ধনু : পুরোনো কোনও সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। পড়শীদের সঙ্গে অকারণে ঝামেলায় জড়াবেন। মকর : নিজের শরীর নিয়ে অযথা উৎকণ্ঠা। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে আনন্দ। কুম্ভ : কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। সংসারে নতুন অতিথির আগমন। মীন : বাবার শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখুন। বাড়ি সারানোর কাজে নেমে আর্থিক সংকট হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ৮ অগ্রহায়ণ, ২৯ নভেম্বর ২০২৪, ১৩ অঘোন, সংবৎ ১৩ মার্গশীর্ষ বদি অধিক, ২৬ জমাঃ আউ। সূঃ উঃ ৬।৪, অঃ ৪।৪৭। শুক্রবার, ত্রয়োদশী দিবা ৮।৮। স্বাতীনক্ষত্র দিবা ১০।৪২। শোভনযোগ রাত্রি ৫।৪১। বণিজকরণ দিবা ৮।৮ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৯।১ গতে শকুনিকরণ। জন্মে-তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১০।৪২ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ১০।৪২ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ৮।৮ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৮।৪৫ গতে ১১।২৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৬ গতে ৯।৪৬ মধ্যে। যাত্রা-মধ্যম পূর্বে পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৮।৮ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম-দিবা ৮।৮ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ দীক্ষা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বীজবপন কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৮।৮ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমৃতযোগ-দিবা ৭।২ মধ্যে ও ৭।৪৪ গতে ৯।৫০ মধ্যে ও ১১।৫৭ গতে ২।৫১ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৪।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৫ গতে ৯।২১ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ৩।৩৮ মধ্যে ও ৪।৩২ গতে ৬।৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

কী ঠান্ডা।। উত্তরপ্রদেশের পিলিভিট টাইগার রিজার্ভে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির শংকর দে।

এসজেডিএ'র কাছে উন্নয়নের আর্জি

বাগডোগরা, ২৮ নভেম্বর : লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অশোকনগর, লোকনাথ মন্দির এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি। এমনটাই দাবি সেখানকার বাসিন্দাদের। এবার এসজেডিএ'র কাছে এলাকায় উন্নয়নের আর্জি জানালেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার এসজেডিএ'র চেয়ারম্যানকে পুরো বিষয়টি জানিয়ে গণস্বাক্ষর সংবলিত একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেছেন, 'বাসিন্দারা এলাকার উন্নয়নের জন্য আর্জি জানাতেই পারেন। এসজেডিএ যদি এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ করে তবে সকলকেরই উপকার হবে।'

ঠিক কী ধরনের উন্নয়নমূলক কাজের কথা বলা হয়েছে চিঠিতে? বাসিন্দাদের তরফে বিনয় ঘোষ জানালেন, অশোকনগরে এশিয়ান হাইওয়ে টু'র সংযোগস্থল থেকে রূপসিংজোত মমতানগরের লোকনাথ মন্দির পর্যন্ত রাস্তাটি পাকা করা, রূপসিংজোতের বিনোদন পার্কে আলোর ব্যবস্থা, নিকাশিনালায় গার্ডওয়াল, পথবাতি সহ একাধিক কাজের আর্জি জানানো হয়েছে।

কিশোরদের পাশে পুলিশ

ইসলামপুর, ২৮ নভেম্বর : এলাকার কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে দক্ষ করতে ইসলামপুর পুলিশ জেলা এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, শীতের সময়ে একটি দ্বি-মাসিক প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হতে চলেছে। এই শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের লন টেনিস, ফুটবল এবং ক্যারাটের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

ইসলামপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেনডুপ শেরপা জানিয়েছেন, এবারই প্রথম এমন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরফলে এলাকার কিশোর-কিশোরীরা অনেকটাই লাভবান হবে। সমস্ত নিয়ম মেনে যতজন ফর্ম জমা দেবে তাদের সকলকেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

জানা গিয়েছে, লন টেনিস এবং ফুটবল শিবিরে যোগদানের জন্য ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সি কিশোর-কিশোরী এবং ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবিরে ৮ থেকে ১৮ বছর বয়সি কিশোর-কিশোরীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শিবিরে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে কোর্ট ময়দান সংলগ্ন ইসলামপুর ট্রাফিক গার্ড অফিস থেকে ফর্ম সংগ্রহ করতে হবে। প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হবে ১৪ ডিসেম্বর থেকে।

এই শিবিরের মাধ্যমে এলাকার কিশোর-কিশোরীদের শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস এবং দলগত দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা করা হবে। অংশগ্রহণকারীরা একদিকে যেমন নিজেদের শারীরিক দক্ষতা বাড়াতে পারবে, অন্যদিকে আত্মরক্ষা এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রেও দক্ষতা অর্জন করবে।

টোটো উলটে জখম যাত্রী

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : জাতীয় সড়ক দিয়ে তিন যাত্রী নিয়ে প্রচণ্ড জোরে যাওয়ার সময় উলটে গেল একটি টোটো। ঘটনায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় এক যাত্রী নার্সিংহোমে ভর্তি। এক যাত্রীর পরিবারের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে টোটোচালককে গ্রেপ্তার করল উত্তরায়ণ ফাঁড়ির পুলিশ। ওই পরিবারের দাবি, বুধবার সন্ধ্যায় মাটিগাড়া থানার এক হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট থেকে বাড়ি ফেরার সময় তাঁদের মেয়ে একটি টোটোয় ওঠে। তাতে আরও দুজন ছিলেন। স্থানীয় এক শপিং মলের কাছে যেতেই টোটোটি উলটে যায়। সব যাত্রী চোট পান। এরমধ্যে ওই পড়ুয়ার অবস্থা আশঙ্কাজনক। পরিবারের অভিযোগ, দুর্ঘটনার পর সহযোগিতা না করে ওই টোটোচালক অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। এরপরই ওই পড়ুয়াকে স্থানীয় নার্সিংহোমে ভর্তি করার পর পরিবার উত্তরায়ণ ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করে। তার ভিত্তিতেই টোটোচালক মিঠুকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত ধৃতের জামিন মঞ্জুর করে।

বিদেশযাত্রা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ

স্বামী গ্রেপ্তারে 'ষড়যন্ত্র' দেখছেন নেত্রী

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : স্বামীর গ্রেপ্তারির পিছনে দলেরই একটি গোষ্ঠীর হাত দেখছেন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূল নেত্রী অমৃতা এক্কা। বৃহস্পতিবার তিনি দাবি করেন, 'আমার স্বামী কোনও দেশবিরোধী কাজকর্মে যুক্ত নন। আমাদের বাড়িতে এসব তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং দেশের সুরক্ষার নথিপত্র কিছুই ছিল না। দলেরই কেউ চক্রান্ত করে আমাদের ফাঁসিয়েছে।' তবে, পুলিশ এদিনও দিনভর দফায় দফায় মিরিক থানায় অভিযুক্তকে জেরা করেছে। মাঝেমধ্যেই তাঁর বিদেশযাত্রা নিয়ে সন্দেহ ছিল। সেইজন্য পাসপোর্ট সহ অন্য নথিপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মঙ্গলবার রাতে বেলগাছি চা বাগানের চার্চ লাইনে হানা দিয়ে সেনা ও পুলিশের যৌথবাহিনী ফ্রান্সিস এক্কাকে গ্রেপ্তার করেছে। সেনা সূত্রের খবর, ধৃত ফ্রান্সিসের ঘর থেকে প্রতিরক্ষামন্ত্রকের অধীনস্থ ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (ডিআরডিও) নথিপত্র এবং ক্যালিফোর্নিয়াম নামক রেডিওঅ্যাক্টিভ পদার্থ পাওয়া গিয়েছে। সেগুলি পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। দেশের সুরক্ষার স্বার্থে এই ঘটনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কর্প। এক সেনা আধিকারিকের বক্তব্য, 'সব সময় যে ডিআরডিও'র আসল নথিপত্র পাচার হয় তা নয়, ভুয়ো নথি বানিয়ে সেটা বিদেশে পাচার করে টাকা হাতানোর চক্রও সক্রিয় রয়েছে। একইভাবে রেডিওঅ্যাক্টিভ পদার্থ বলে যেগুলি কন্টেনারে ভরে পাচার করা হয়, সেগুলিও অনেক সময়ই নকল বের হয়। বেলগাছির ঘটনায় উদ্ধার হওয়া সামগ্রী পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট আসার পরই সমস্তটা বলা যাবে।'

ধৃতকে মিরিক থানার পুলিশ পাঁচদিনের হেপাজতে নিয়ে জেরা করছে। সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কর্প এবং পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ব্যক্তির পাসপোর্ট রয়েছে। নিয়মিত নেপাল ছাড়াও অন্য দেশে যেতেন বলে খবর। কাজেই তাঁর পাসপোর্ট সহ অন্য নথিপত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে।

এদিন ফ্রান্সিসের স্ত্রী বলছেন, 'আমার স্বামী কোনও অনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত নন। মাঝেমধ্যে বিদেশ যাওয়ার যে অভিযোগ করা হচ্ছে সেটাও ঠিক নয়। নেপালে আমাদের এক আত্মীয় রয়েছে, সেখানেই যায়। আমাদের বাড়িতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ সহ যে সমস্ত জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে সেটাও মিথ্যা। পুরোটাই সাজানো ঘটনা।'

তাঁর সাফাই, 'দলের কেউ ছক কষে আমাদের ফাঁসিয়েছে। এখনই এসব নিয়ে কিছু বলতে চাইছি না। আগে স্বামী বাড়ি ফিরুক। তারপরই সমস্তটা যথাস্থানে জানাব।' তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ এমন অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তিনি বলছেন, 'এই বিষয়ে এখনই কিছু বলব না। সেনা এবং পুলিশ যৌথভাবে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। আইন আইনের মতোই চলবে।'

অতিসম্প্রতি ফ্রান্সিসের বিলাসবহুল জীবনযাপন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পড়শিরা। চা বাগানের শ্রমিক আবাসের হালও বদলে ফেলেছিলেন তিনি। স্ত্রী অমৃতার যুক্তি, 'বাগানের শ্রমিক লাইনে থাকলেও আমরা ২০১৫ সালে ইন্দিরা আবাস যোজনার টাকা পেয়েছিলাম। সেই টাকায় ঘর করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন ক্ষুদ্র সমবায় থেকে ঋণ নিয়ে বাড়ি সাজানোর কাজ করেছি, গাড়িও কিনেছি। সেই ঋণের এখনও মাসে মাসে মোটা টাকার কিস্তি দিতে হয়।'

শুনসান ধৃতের বাড়ির চারপাশ।

নতুন সাফাই

- সেনার তল্লাশিতে ধৃত ফ্রান্সিসের বিলাসবহুল জীবনযাপন প্রশ্নে
- স্ত্রী অমৃতার সাফাই, ঋণ নিয়ে বাড়ি সাজানো আর গাড়ি কিনেছেন তাঁরা
- বৃহস্পতিবার স্বামী নির্দোষ বলে দাবি করে তৃণমূলের চক্রান্তের তত্ত্ব সামনে আনেন
- বিরোধী একটি গোষ্ঠী তাঁর স্বামীকে ফাঁসাচ্ছে বলে অমৃতার অভিযোগ
- বিদেশযাত্রার কারণ জানতে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ ফ্রান্সিসকে

বাইক উদ্ধার নেপাল সীমান্তে

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : শিলিগুড়িতে কি নেপাল বাইকচক্র সক্রিয়? এক বাইক চুরির তদন্তে নেমে পুলিশের এমনই অনুমান। যদিও এখন অবধি ওই চক্রের কারও নাগাল পাওয়া যায়নি। কিন্তু চুরির প্রকৃতি অন্তত তেমনটাই ভাবাচ্ছে পুলিশকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরের শিবমন্দিরের হালেরমাথায় এক বেসরকারি সংস্থার কর্মী বুধবার সন্ধ্যায় পার্কিং প্লেসে বাইক রেখে কাজ করতে যান। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখেন তাঁর বাইক উধাও। এরপর সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, দুই তরুণ স্কুটারে পার্কিং প্লেসে আসে। তারা বাইকটির লক ভেঙে সেটি নিয়ে চম্পট দেয়। বৃহস্পতিবার সকালে ওই তরুণ মাটিগাড়া থানায় এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নামে পুলিশ। নানা সূত্রে পুলিশ জানতে পারে, তারা বাইক নিয়ে নেপালের দিকে গিয়েছে। পুলিশ নেপাল সীমান্তের কাছাকাছি যেতেই রাস্তায় বাইকটিকে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পায়। বাংলাদেশের ঘটনার প্রেক্ষিতে সীমান্তে কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। বাদ যায়নি দেবীগঞ্জের নেপাল সীমান্তও। তাই দুষ্কৃতীরা নেপাল সীমান্তের কাছে বাইক ফেলে গা-ঢাকা দেয়। অভিযোগ দায়েরের পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে বাইক উদ্ধার করে এদিন সন্ধ্যায় সেটি মালিকের হাতে তুলে দেয়।

তিন চুরিতে গ্রেপ্তার ৪

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : পৃথক তিন চুরির ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। এরমধ্যে একটি চুরি হয়েছিল গত ২৪ সেপ্টেম্বর। পুলিশ সূত্রে খবর, ওইদিন এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে এসির পাইপ ও তার চুরি হয়। তিনি ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ আশরফনগরের বাসিন্দা মহম্মদ ছোট্টু ও শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রামপ্রসাদ মণ্ডল নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করে। গত ১২ নভেম্বর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে দ্বিতীয় চুরির ঘটনায় পুলিশ বুধবার রাতে নিউ জলপাইগুড়ির বাসিন্দা পাপন দাসকে গ্রেপ্তার করে। আর গত ২৬ নভেম্বর এক দোকানে চুরির ঘটনায় ফকদইবাড়ি থেকে সঞ্জয় দাসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে তাদের জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

সুজালির প্রধানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবিতে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ। ইসলামপুরে। বৃহস্পতিবার।

নুরির ইস্তফার দাবিতে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

কানাইয়ার আশ্বাসে উঠল তৃণমূলের ধর্না

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৮ নভেম্বর : কমলাগাঁও সুজালির প্রধান নুরি বেগমের পদত্যাগ ও তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআরের দাবিতে চলা ধর্না বৃহস্পতিবার তুলে নেওয়া হল। তৃণমূলের সুজালি অঞ্চল কমিটির তরফে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে এই কর্মসূচি শুরু করা হয়েছিল। ১৪ দিনের মাথায় দলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের আশ্বাসে এদিন ধর্না তুলে নেওয়া হয়। কানাইয়ালাল বলেন, 'ওঁদের দাবিগুলি প্রশাসন খতিয়ে দেখবে, আমি আশ্বাস দেওয়ার পর ধর্না তুলে নেওয়া হয়েছে।'

তবে ধর্না তুলে নেওয়া হলেও তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির ৫০০-রও বেশি নেতা-কর্মী এদিন বাইকে চেপে ইসলামপুর বিডিও অফিসে যান। সেখানে তাঁরা নুরির পদত্যাগ ও তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআরের দাবিতে ঘণ্টাখানেক বিক্ষোভ দেখান। আন্দোলনকারীদের সামাল দিতে বিডিও অফিসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। পরে তাঁদের এক প্রতিনিধিদল বিডিওর সঙ্গে প্রায় আধ ঘণ্টা কথা বলে বাইরে বেরিয়ে আসে।

ইসলামপুরের বিডিও দীপান্বিতা বর্মন বলেছেন, 'প্রধানের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ থাকলে, তা লিখিতভাবে আমাদের জানাতে বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী তদন্ত করে পদক্ষেপ করা হবে।'

সুজালির প্রধান নুরি বেগমের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। অভিযোগ, একাধিক প্রকল্পের কাজ না করেই বরাদ্দ অর্থ তুলে নিয়েছেন প্রধান। এছাড়া নুরি ও তাঁর স্বামী আবদুল হক মিলে প্রভাব খাটিয়ে নিজেদের পছন্দের লোকেদের র‍্যাশনের ডিলারশিপ পাইয়ে দিয়েছেন। অন্য আবেদনকারীদের ভয় দেখিয়ে পিছিয়ে আসতে বাধ্য করেছেন। সেকারণে প্রধানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এবং বাসিন্দাদেরও একাংশ। ওই দাবিতে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে শুরু হয় ধর্না কর্মসূচি।

তৃণমূলের সুজালি অঞ্চল সভাপতি আবদুস সাত্তারের বক্তব্য, '১৪ দিন আমরা ধর্না কর্মসূচি চালিয়েছি। কিন্তু প্রশাসনের টনক নড়েনি। প্রশাসনের তরফে প্রধানকে অফিসে যেতে বলা হয়েছে। কিন্তু যাঁদের থেকে প্রধান কাটমানি নিয়েছেন, তাঁরা তাঁকে অফিসে ঢুকতে বাধা দিলে, আমাদের কিছু করার নেই।' তাঁর সংযোজন, 'প্রশাসন প্রধানের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে আমরা এবার বিডিও অফিসে ধর্না দেব।'

প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির নথিপত্র এদিন প্রশাসনের হাতে তুলে দেবেন বলে বিক্ষোভ চলাকালীন সংবাদমাধ্যমকে জানান তৃণমূল নেতারা। যদিও প্রশাসন জানিয়েছে, আন্দোলনকারীরা এদিন কোনও নথি হস্তান্তর করেননি। এনিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। সাত্তারের সাফাই, 'এর আগে বেশ কিছু নথি প্রশাসনের হাতে তুলে দিয়েছি। আগামী সোমবার দুর্নীতির কিছু নথি তুলে দেব।'

দিনভর যা ঘটল

- দলের অঞ্চল কমিটির ৫০০-রও বেশি নেতা-কর্মী বাইকে চেপে ইসলামপুর বিডিও অফিসে যান
- নুরির পদত্যাগ ও তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআরের দাবিতে সেখানে বিক্ষোভ
- তাঁদের প্রতিনিধিদল বিডিওর সঙ্গে প্রায় আধ ঘণ্টা কথা বলে বের হয়
- দুর্নীতির নথিপত্র প্রশাসনের হাতে তুলে দেবেন বলে জানান নেতারা
- যদিও প্রশাসন জানিয়েছে, আন্দোলনকারীরা কোনও নথি হস্তান্তর করেননি

মেডিকেলের প্রধান করণিক বদলি করণদিঘিতে

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের প্রধান করণিককে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে বদলি করল স্বাস্থ্য ভবন। মূলত বামপন্থী সংগঠক হিসেবে পরিচিত উৎপল সরকারের এই বদলি ঘিরে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে। শাসকদলের কর্মচারী সংগঠনের অনেকেই বলছেন, হাসপাতালের এক নার্সের ফেসবুক পোস্টে কুরুচিকর মন্তব্য করা নিয়ে অধ্যক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ হয়েছিল। নার্সের বক্তব্য ছিল, 'ওই করণিক বেশ কিছুদিন ধরে তাঁকে বিভিন্নভাবে হেনস্তা করছেন।' এরপরই দু'পক্ষকে ডেকে কথা বলেছিলেন অধ্যক্ষ। পরে ওই নার্স বিষয়টি স্বাস্থ্য ভবনেও জানান। আবার মেডিকেল কলেজে হুমকি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে অধ্যক্ষের অফিসে অবস্থানে বসেছিলেন উৎপল। বুধবার তাঁকে মেডিকেল কলেজ থেকে সরিয়ে করণদিঘিতে বদলি করা হল। তাঁর বক্তব্য, 'শাসকদলের কর্মচারী সংগঠন প্রতিবাদের মুখ বন্ধ করতেই আমাকে এভাবে এখান থেকে সরিয়ে দিল।' যদিও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের

রাজনৈতিক তর্জা

দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী বন্দনা বাগচী বলেছেন, 'সরকারি চাকরিতে বদলি একটা সাধারণ বিষয়। এটা জেনেই আমরা চাকরিতে যোগ দিই। উৎপলের বদলিতে আমাদের কোনও হাত নেই, আমরা এটা আগে জানতামও না।' কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশের পরই বুধবার উৎপল সরকারকে এখান থেকে রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে।

উৎপল দীর্ঘদিন ধরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে কর্মরত রয়েছেন। প্রধান করণিক হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন তিনি। বামপন্থী সংগঠন করায় শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মচারী সংগঠনের কর্তাব্যক্তিরা নিয়মিত তাঁকে হুমকি দিচ্ছেন বলে কিছুদিন আগে অভিযোগ তুলেছিলেন উৎপল। আরজি কর কাণ্ডের আবহে তাঁর অভিযোগ ছিল, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মী মহলেও হুমকি সংস্কৃতি চলছে। এর প্রতিবাদে তিনি ৯ সেপ্টেম্বর অধ্যক্ষের ঘরের বাইরে অবস্থানে বসেছিলেন।

১৬ অক্টোবর মেডিকেলের এক নার্স অভিযোগ করেন, তাঁর ফেসবুক পোস্টে উৎপল কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন। কলেজের অধ্যক্ষ এবং মেডিকেলের পুলিশ ফাঁড়িতে উৎপলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন ওই নার্স। আরও বেশ কিছু অভিযোগ তুলে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি। সেই চিঠি পরবর্তীতে স্বাস্থ্য ভবনেও পাঠানো হয়। তার প্রেক্ষিতেই এই বদলি কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বুধবার স্বাস্থ্য অধিকর্তার সই করা বদলির নির্দেশিকা মেডিকেলে পৌঁছেছে। সেখানে উৎপল সরকারকে করণদিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে প্রধান করণিক পদে বদলি করা হয়েছে। তাঁর জায়গায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে নদিয়ার বেথুয়াডহরি গ্রামীণ হাসপাতালের প্রধান করণিক বিশ্বজিৎ সাহাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের পাশাপাশি হাসপাতালেও একটি প্রধান করণিকের পদ ফাঁকা থাকায় সেখানে করণদিঘি গ্রামীণ হাসপাতালের প্রধান করণিক পারভেজ আহমেদকে দায়িত্বে নিয়ে আসা হয়েছে।

ট্রাক আটক

খড়িবাড়ি, ২৮ নভেম্বর : মূল্যবৃদ্ধির তালিকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় আলু রেকর্ড ভেঙেছে। রাজ্যের আলু বাইরে পাঠাতে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। খড়িবাড়ি পুলিশ বৃহস্পতিবার ভোরে বিহার সীমানার চক্করমারি চেকপোস্টে পাঁচটি আলুবোঝাই ট্রাক আটক করে। জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট থেকে আলু বিহারে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

প্রকল্প সম্পূর্ণ, মেলে না জল

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২৮ নভেম্বর : সম্প্রতি একটি বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) জল জীবন মিশন প্রকল্প নিয়ে একাধিক অভিযোগের প্রসঙ্গ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কোথাও ওই প্রকল্পে সমস্যা থাকলে দ্রুত পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের শৈলানীজোতের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে সমস্যাকে সঙ্গী করে দিন কাটাচ্ছেন। ২০১৯ সালে তৈরি পিএইচই'র প্রকল্পে দেড় হাজার বাড়িতে কল বসানো হলেও, মিলছে না পানীয় জল। নাজেহাল গ্রামবাসী দপ্তরের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ।

স্থানীয় অর্জুন দাসের কথায়, 'অপরিস্রুত জল পান করে গ্রামের লোকজন কমবেশি পেটের রোগে ভোগেন। প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও আমরা বঞ্চিত।' আরেক এলাকাবাসী মালতী সরকারের দাবি, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, পরিস্রুত পানীয় জল পরিষেবা চালু করা হোক।'

২০১৯ সালে ৬ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ব্যয়ে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের শৈলানীজোতে ৩ লক্ষ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণ হয়। সেই রিজার্ভারে জল তোলার জন্য গুয়াবাড়ি ১ নম্বর পাম্প শৈলানীজোতে এবং গুয়াবাড়ি ২ নম্বর পাম্প টামবাড়িতে তৈরি করা হয়েছিল। প্রায় ২ বছর আগে রিজার্ভারের পাশেই বসানো হয় ফিল্টার। সোলার প্যানেল বসানো হলেও দেওয়া হয়নি সংযোগ। সম্প্রতি পরীক্ষামূলকভাবে কিছু বাড়িতে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।

এই প্রকল্প থেকে সংশ্লিষ্ট ব্লকের জালাস নিজামতারা, ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েত মিলিয়ে একাধিক এলাকার প্রায় ১০ হাজারের মানুষ পানীয় জলের সুবিধা পাওয়ার কথা। শৈলানীজোতের পাম্প অপারেটর সুশান্ত বিশ্বাস জানালেন, মাসখানেক হল দলিগছ, টামবাড়ি, দুন্দিয়াজোত আর শৈলানীজোত মিলিয়ে চারশো কল চালু করা গিয়েছে। ব্যবহার না হওয়ায় ফেটে যাওয়া জলের পাইপের মেরামতি চলছে।

গুয়াবাড়ি, কালুজোত, ধনিয়া মোড়, রূপনদিঘি, বটতলা, ললডাঙ্গা, হেচারিহাটে পাইপলাইনের মাধ্যমে সংযোগ দেওয়ার কথা ছিল। এখনও বাস্তবায়িত হয়নি বলে অভিযোগ। গুয়াবাড়িতে জলের লাইনের মেরামতি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য দীপক বিশ্বাস আটকে দিয়েছেন বলে অভিযোগ পাম্প অপারেটরের। তাঁর দাবি, 'গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ওয়ার্ক শিডিউল দেখতে চেয়ে কাজ করতে দিচ্ছেন না।'

২৬ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী জল জীবন মিশন নিয়ে বৈঠক করেন। জানা গিয়েছে, জেলা শাসক এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বৈঠকে কোথাও প্রকল্পের সুবিধা না পাওয়া গেলে পদক্ষেপের নির্দেশ দেন। সেইসঙ্গে কেউ জলপ্রকল্পের পাইপলাইন করা সহ কোনওরকম কাজে বাধা দিলে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলেন। মানুষ সবসময় জল পাচ্ছেন কি না, তা বিডিওদের রিপোর্ট করে পাঠাতে বলা হয়েছে বলে খবর।

বৃহস্পতিবার প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সব এজেন্সিকে নিয়ে ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিসে বৈঠক হয়। বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস পরে বলেন, 'শৈলানীজোতের প্রকল্পটি সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখা হবে। পানীয় জলপ্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত এজেন্সিগুলি যে সমস্ত গ্রামে ১০০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন বলে জানিয়েছে, সেখানে সাধারণ মানুষ পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছেন কি না, যাচাই করতে আমি পরিদর্শনে যাব।'

জালাস নিজামতারার প্রধান শম্পা দাস মিস্ত্রির বক্তব্য, 'মেরামতি ভালো হচ্ছে না, এই অভিযোগ তুলে পঞ্চায়েত সদস্য কাজ আটকে দিয়েছেন বলে শুনেছি। পঞ্চায়েত সদস্য বিষয়টি আমাকে জানালে শিডিউল দেখে কাজ করতে বলি। খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

প্রকল্পের ফাটা পাইপ মেরামতি আটকে দিয়ে বিতর্ক বাড়িয়েছেন এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য

কী হাল?

- ৬ লক্ষ ২৬ হাজার টাকায় জল জীবন মিশন প্রকল্প
- রিজার্ভার, দুটি পাম্প, ফিল্টার, সোলার প্যানেল- তৈরি প্রয়োজনীয় সব
- ১০ হাজার বাসিন্দা সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন
- কয়েকমাস আগে পরীক্ষামূলক প্রায় চারশো বাড়িতে পরিষেবা চালু হয়

প্রয়াত স্বামীর জন্মদিনে অন্নপ্রাশন, সাধ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : মেনুতে পাঁচ রকমের ভাজা, ডাল, পাঁচমিশালি তরকারি, মুরগির মাংস ও মাছ। শেষপাতে ছিল চাটনি, পায়েস আর মিষ্টি। হাত ধোয়ার পর একটি করে কমলালেবু দেওয়া হয় শিশু এবং তাদের মায়েদের। উপলক্ষ্য অবশ্য একটি নয় অনেক। কারও সাধ, কারও অন্নপ্রাশন।

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন একতিয়াশালে পাশাপাশি থাকা ১৪০, ৪৭৪ ও ১৮৫ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নথিভুক্ত গর্ভবতী, শিশু ও তাদের মায়েদের জন্য এই আয়োজন ছিল।

সকাল থেকেই মুখে চওড়া হাসি চন্দনা, শুক্লা, রেণুদের। ঘটা করে আয়োজনের ভাবনা ছিল না চন্দনা রায়ের। ঠিক করেছিলেন, মন্দিরে পুজো দিয়ে মেয়ের মুখে পায়েস দিয়ে অন্নপ্রাশন সারবেন। একদিন বাড়িতে খবর এল, তাঁর একরত্তির মুখেভাত দেবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। সেখানে আবার এলাহি আয়োজন।

এসবের মূল উদ্যোক্তা ১৮৫ নম্বর কেন্দ্রের কর্মী গায়ত্রী চক্রবর্তী। ২০১৯ সালে প্রয়াত হন গায়ত্রীর স্বামী অজিত চক্রবর্তী। গায়ত্রীর কথায়, 'প্রতি বছর আমি স্বামীর জন্মদিনে বিশেষ কিছু করতাম। কখনও অনাথ আশ্রমের শিশু, কখনও পথশিশুদের নিয়ে দিনটি পালন করেছি। এবার ভাবলাম, কেন্দ্রের শিশু ও মায়েদের নিয়েই পালন করা যাক।'

যদিও এধরনের অনুষ্ঠানের জন্য সরকারি তরফে নির্দেশ রয়েছে। গায়ত্রী জানালেন, প্রতি তিন মাস অন্তর অন্নপ্রাশন আয়োজনের নিয়ম। তবে সেজন্য সরকারিভাবে আলাদা বরাদ্দ পাওয়া যায় না। প্রতিদিনের মেনুতে থাকা খিচুড়ি আর ডিম দিয়েই পালন করতে হয়।

বিশেষ দিনে বিশেষ মেনুর ভাবনা তাঁর মাথায় এসেছিল। স্বামীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে নিজের খরচে পালন করতে চেয়েছিলেন গায়ত্রী। তিনটি কেন্দ্র মিলিয়ে ১২ জন শিশুর অন্নপ্রাশন ও ১২ জন গর্ভবতীর সাধ হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জ ব্লক শিশুবিকাশ আধিকারিক দেবব্রত দেবনাথ।

সবটা দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন মহিলারা। একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী সবিতা চন্দের কথায়, 'এতগুলো হাসিমুখ দেখে আমার মন ভালো হয়ে গেল।' কর্মসূচিতে শামিল শুক্লা বর্মন বলছিলেন, 'ভালো লাগল এখানে এত সুন্দর সব আয়োজন করা হয়েছে। সবাই মিলে হইহই করে বিশেষ দিনটি উপভোগ করতে পারলাম।'

পেটপুজোর পাশাপাশি খেলনা, বল তুলে দেওয়া হল খুদেদের হাতে। মহিলাদের জন্য ছিল প্রসাধন সামগ্রী।

একসঙ্গে ১২ শিশুর অন্নপ্রাশন ও ১২ গর্ভবতীর সাধ। একতিয়াশালে।

> প্রতি বছর স্বামীর জন্মদিনে বিশেষ কিছু করতাম। কখনও অনাথ আশ্রমের শিশু, কখনও পথশিশুদের নিয়ে দিনটি পালন করেছি। এবার ভাবলাম, কেন্দ্রের শিশু ও মায়েদের নিয়েই পালন করা যাক।
>
> **গায়ত্রী চক্রবর্তী,** *অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী*

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা বিকাশ রায় চৌধুরী - কে 29.08.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 43E 14680 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে আমার হৃদয়ে কম্পনের সূচনা করেছে। ডিয়ার লটারি থেকে অনেক সাধারণ মানুষকে কোটিপতি বানানোর গল্প শুনেছি এবং আমি ডিয়ার লটারির ওপর আমার অটুট বিশ্বাস রেখেছি। এই বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ আমার আর্থিক স্থিতি উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

পকসো আইনে মামলা রুজু পুলিশের

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : ফুলবাড়িতে নাবালিকা অপহরণ কাণ্ডে নয়া মোড়। নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষার পর পকসো আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করল পুলিশ। এই ঘটনায় ধৃত পঞ্চায়েত সদস্যের কাকাতো ভাই জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের নির্দেশে ১৪ দিনের জেল হেপাজতে রয়েছেন। অন্যদিকে, ওই পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে নাবালিকার বাবা অর্থাৎ দলেরই বুথ সহ সভাপতিকে ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠেছে। পঞ্চায়েত সদস্যের ভয়ে বর্তমানে ঘরছাড়া রয়েছে নাবালিকার পরিবার। তাছাড়া পঞ্চায়েত সদস্যের ভয়ে বিজেপি ও সিপিএমের শরণাপন্ন হয়েছেন ওই তৃণমূল নেতা তথা নাবালিকার বাবা। বৃহস্পতিবার পুনরায় পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান তিনি। নাবালিকার বাবা বলেন, 'তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য দলবল নিয়ে আমাকে হুমকি দিচ্ছে। ফলে ভয়ে পরিবার নিয়ে ঘরছাড়া রয়েছি।'

নাবালিকা অপহরণ কাণ্ডে নয়া মোড়

গত ২৫ নভেম্বর ভাইকে স্কুলে দিতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় নাবালিকা। এরপরই অপহরণ ও ধর্ষণের বিষয়টি সামনে আসে। ঘটনাটি নিয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশে এদিন সকালে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিভিন্ন এলাকার বিজেপি নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে নিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থানায় যান নাবালিকার বাবা। খবর পেয়ে শিলিগুড়ির ডাঙ্গিপাড়া এলাকার বেশ কয়েকজন বিজেপির মহিলা সমর্থকও থানায় এসে হাজির হন। সেখানে পুলিশের সঙ্গে বচসাতে জড়াতে দেখা যায় নাবালিকার বাবাকে। নাবালিকার বাবা অভিযোগ করেন, 'পুলিশ তদন্তে সহযোগিতা করছে না। অভিযুক্তদের হয়ে কাজ করছে।'

যদিও তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ মানতে নারাজ পুলিশ। এনজেপি থানার এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'নিখোঁজের অভিযোগ হয়েছিল। আমরা জানতে পারি নাবালিকাকে অপহরণ করে লাটাগুড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে নাবালিকা জানিয়েছে। সেই মতো শারীরিক পরীক্ষার পর পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।'

এদিন এনজেপি থানায় ভয়ে ঘর ছেড়ে থাকার বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানান নাবালিকার বাবা। যদিও অভিযোগে কারও নাম উল্লেখ করেননি তিনি। কেন অভিযোগে কারও নাম নেই? সেই প্রশ্নের অবশ্য কোনও সদুত্তর দেননি তিনি। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার ওই পঞ্চায়েত সদস্যকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

পুড়ে ছাই ধান

গোয়ালপোখর, ২৮ নভেম্বর : পুড়ে ছাই হয়ে গেল ধান। ঘটনাটি ঘটেছে গোয়ালপোখর থানার খাগড় এলাকায়। বুধবার এক ব্যক্তি তাঁর জমিতে ধান কেটে গাদা করে রেখেছিলেন। তারপর তিনি বাড়ি চলে যান। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি জমিতে গিয়ে দেখেন সমস্ত ধান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। এরপর গোয়ালপোখর থানায় খবর দেওয়া হয়। কীভাবে আগুন লাগল, এর পিছনে কোনও ষড়যন্ত্র আছে কি না, এখনও পর্যন্ত কিছুই জানা যায়নি। এদিকে, খবর পেয়ে এদিন ঘটনাস্থলে যান উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল। তিনি বলেন, 'ঘটনাটি খুব দুঃখজনক। আগুন কীভাবে লাগল তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।' পরিবারটিকে সব ধরনের সহযোগিতার চেষ্টা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

ট্যাব কেলেঙ্কারিতে দিন-দিন গ্রেপ্তারি বাড়ছে। বুধবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির সাইবার ক্রাইম থানার হানা মালদার বৈষ্ণবনগরে। শিকড় যে আরও গভীরে, এত গ্রেপ্তারিতে তা অনুমেয়।

ট্যাব দুর্নীতিতে ধৃত সিএসপি'র মালিক

বৈষ্ণবনগর ও শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : ট্যাব কেলেঙ্কারিতে এক সুতোয় উত্তরবঙ্গকে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে জুড়ে দিল বৈষ্ণবনগর। আর তা হল দুই সিএসপির মালিকের দৌলতে। পূর্ব বর্ধমানে ট্যাব কেলেঙ্কারির মামলায় প্রথমেই কালিয়াচক-৩ ব্লকের নাম জড়ায়। তারপর মালদার বেশ কিছু স্কুল ট্যাব কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে উঠে আসে কালিয়াচক-৩ ব্লকের নাম। এই ব্লক থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় ৮ জনকে।

সেই ঘটনার তদন্তে নেমে এবার শিলিগুড়িতে ট্যাবের টাকা জালিয়াতির ঘটনায় বৈষ্ণবনগরে ধরা পড়ল এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের মালিক। বুধবার সন্ধ্যায় নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে কলোনি হাইস্কুলের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে শেষমেষ মালদার কালিয়াচকের বৈষ্ণবনগরের বাসিন্দা মনোজ চৌধুরিকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। এদিন মনোজকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে পুলিশ হেপাজতে নিয়েছে সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।

ধৃতের নাম মনোজ চৌধুরী। তার বাড়ি বৈষ্ণবনগরের পশ্চিম জেলেপাড়ায়। তাঁর সিএসপি অর্থাৎ গ্রাহক সেবা কেন্দ্র রয়েছে বৈষ্ণবনগরের বাহারু মার্কেট এলাকায়। বুধবার শিলিগুড়ি পুলিশের সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ, স্থানীয় বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে মনোজকে গ্রেপ্তার করে। এরপর ধৃতকে নিয়ে তাঁর গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে তল্লাশি চালিয়ে পেনড্রাইভ সহ বেশকিছু নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করে।

বৈষ্ণবনগর থানার ট্যাব কেলেঙ্কারিতে এখনও পর্যন্ত আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশের জালে

হাসান আলি, রকি শেখ, সুব্রত বসাক, পিন্টু শেখ, শ্রবণ সরকার, জামাল শেখ , সিরাজুল মিয়াঁ, মনোজ চৌধুরী।

এক পুলিশকর্তা জানিয়েছে, ধৃত মনোজ চৌধুরী শিলিগুড়ির ট্যাবের টাকা জালিয়াতির ঘটনায় জড়িত। তাঁর গ্রাহক সেবাকেন্দ্র থেকে ট্যাবের টাকা তোলা হয়েছে। সেই কারণেই শিলিগুড়ি পুলিশের সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ এদিন তাঁকে গ্রেপ্তার করে শিলিগুড়িতে নিয়ে যায়। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'আমরা ব্যাংকগুলোকে তাঁদের দেওয়া সিএসপিগুলোর ওপর নজর রাখতে বলেছি। পাশাপাশি আমরাও লিস্ট নিয়ে নজরদারি রাখার পরিকল্পনা নিয়েছি।'

পুলিশসূত্রে আরও জানা গিয়েছে, মনোজ একাই নয়, মনোজের সঙ্গে এই চক্রে আরও কয়েকজন রয়েছে। তাঁদের খোঁজেও তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশের এক কর্তার কথায়, কীভাবে এঁরা এই টাকা অন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়েছে, সেব্যাপারে যাবতীয় তদন্ত করা হচ্ছে। আরও জানা গিয়েছে, নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে কলোনি হাইস্কুলের যে ২১ পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা নিজেদের অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি, তাঁদের মধ্যে আটটি অ্যাকাউন্টের টাকা যে অ্যাকাউন্টে ঢুকেছিল সেই অ্যাকাউন্টগুলো মনোজের সিএসপি থেকে চালু হয়েছিল। গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, ওই অ্যাকাউন্টগুলো বিভিন্ন ব্যাংকের রয়েছে। যারমধ্যে সরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকও রয়েছে। যদিও কীভাবে সে এই কাজগুলো করছিল, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, গতকালই ট্যাব কাণ্ডে চাকরি গিয়েছে মালদার এক শিক্ষকের। নাম রকি শেখ। তার বাড়ি মালদায়। রকি বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার ভগবানপুর কেবিএস উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। চুক্তির ভিত্তিতে স্কুলে কম্পিউটার পড়াতেন রকি। ট্যাব দুর্নীতিতে তাকে আগেই গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ।

সকালের প্রার্থনা।। *শিলিগুড়ির মহাবীরস্থানে বৃহস্পতিবার অরিন্দম চন্দের তোলা ছবি।*

প্রায় ১২ ঘণ্টা কাজ করানোর অভিযোগ

ফাঁসিদেওয়া, ২৮ নভেম্বর : ফাঁসিদেওয়ার একটি চকোলেট কারখানায় আট ঘণ্টার বদলে প্রায় ১২ ঘণ্টা কাজ করানো হচ্ছে শ্রমিকদের। বৃহস্পতিবার বিধানসভা অধিবেশনে এমনই অভিযোগ জানালেন বিধায়ক দুর্গা মুর্মু। বিষয়টিতে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন তিনি। দুর্গার কথায়, 'ওই কারখানায় শ্রমিকদের সঙ্গে বৈষম্য হচ্ছে। অবিলম্বে শ্রম দপ্তর ব্যবস্থা নিক।'

ফাঁসিদেওয়ার কান্তিভিটায় রয়েছে ওই চকোলেট কারখানা। ১০০ জনের মধ্যে ৪০ জন মহিলা শ্রমিক। তাঁদের অভিযোগ, সকাল ৮টা থেকে সন্ধে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত কাজ করানো হচ্ছে।

এক শ্রমিক রিতা রায়ের মন্তব্য, 'আমরা ৩০০ টাকা করে মজুরি পাই। দিনে প্রায় ১২ ঘণ্টা কাজ করায়।

শ্রমমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি বিধায়কের

খাওয়ার জন্য দুপুরে আধ ঘণ্টা ছুটি দেয়।' আরেক শ্রমিক অনীতা রায়ের দাবি, 'এত কাজ করিয়ে প্রতি মাসে বেতন দেওয়া হয় দেরিতে। কর্তৃপক্ষ কিছু না জানিয়ে প্রতি মাসে টাকা কেটে রাখে। সমস্যার কথা আমরা বিধায়ককে জানিয়েছিলাম।' তার পরেই বিধায়ক এদিন বিধানসভায় প্রসঙ্গটি তোলেন।

যদিও কারখানার তরফে শ্রমিকদের এই অভিযোগকে অতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কারখানার ম্যানেজার প্রীতীশ তুরিখিয়া বলেছেন, 'আমাদের কারখানায় ১২ ঘণ্টার শিফটে কাজ হয়। যাঁরা কাজ করতে পারবেন, তাঁদেরই রাখা হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'প্রতি মাসের ১০ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে শ্রমিকদের বেতন দেওয়া হয়।' উল্লেখ্য, এর আগে মে দিবসে শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানোর অভিযোগ উঠেছিল ওই কারখানার বিরুদ্ধে।

বেতন বন্ধ ধৃত শিক্ষকের

চোপড়া, ২৮ নভেম্বর : ট্যাব কেলেঙ্কারিতে ধৃত চোপড়ার মরিচা গোয়ালগছ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দিবাকর দাসের বেতন আটকাল জেলা প্রশাসন। চোপড়ার ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান রেখা দাসের ছেলে শিক্ষক দিবাকরকে ট্যাব কেলেঙ্কারিতে চলতি মাসে গ্রেপ্তার করেছে।

চলতি বছর ফেব্রুয়ারিতে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন দিবাকর। এরপর ট্যাবকাণ্ডে তাঁর নাম জড়িয়ে পড়ে। দিবাকর ওরফে বিট্টুকে ১৭ নভেম্বর রাতে শিলিগুড়ির সেবক রোডে একটি শপিং মলের কাছে কলকাতার লালবাজারের তদন্তকারী দল গ্রেপ্তার করে। জেলা শিক্ষা দপ্তরের সিদ্ধান্তে দিবাকরের বেতন আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে।

এদিকে বুধবার রাতে চোপড়া থানার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে এক সিএসপি'র কর্ণধারকে আটক করেছে ইসলামপুর সাইবার থানার পুলিশ। ওই ব্যক্তির সঙ্গে ট্যাব কেলেঙ্কারির যোগসূত্র রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জমি দখল, জানে না দপ্তর

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : ভোলা মোড় থেকে গোরা মোড় পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার টি পার্কের রাস্তার পাশে সরকারি জমি দখল করে দোকান বসানোর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় নাম জড়িয়েছে স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের। অন্যদিকে, বিজেপি নেতৃত্ব অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে জমি দখল করে পার্টি অফিস তৈরির চেষ্টার পালটা অভিযোগ করছে। যা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়েছে। অথচ সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে প্রশাসনের কোনও পদক্ষেপ লক্ষ করা যাচ্ছে না। জায়গা দখল করে দোকান বসানোর চেষ্টা চলছে ওই এলাকায়। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এ বিষয়ে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনীতা রায় চক্রবর্তী বলেন, 'ওই এলাকায় বহু বছর থেকে পূর্ত দপ্তরের জমি দখল করে দোকান চলছে। আমি প্রধানের দায়িত্ব নেওয়ার পর বারবার আটকানোর চেষ্টা করেছি। দিন কয়েক আগে পুনরায় জায়গা দখল শুরু হওয়ায় এনজেপি থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।' এনজেপি থানার এক আধিকারিক বললেন, 'আমরা অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েকবার দখলদারি সরিয়ে দিয়েছিলাম। তাছাড়া জমিটি যেহেতু পূর্ত দপ্তরের অধীনস্থ তাই তাদের কাছ থেকে অভিযোগ এলে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হত।' পূর্ত দপ্তরের জমি এভাবে দখল হয়ে গেলেও, বিষয়টি নিয়ে অবগত নন দপ্তরের আধিকারিকরা। দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'বিষয়টি জানা ছিল না। খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

স্থানীয়রা জানালেন, গত কয়েক দিনে তৃণমূল এবং বিজেপি উভয়ই এখানকার জায়গা দখল করতে আসে। সেই নিয়ে একাধিকবার এলাকায় গণ্ডগোলের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপির স্বপ্না সিংহ বলেছেন, 'আমরা কখনও এসব কাজকে সমর্থন করিনি। যদি কেউ আমাদের নাম ভাঙিয়ে এসব করতে যায় সেই দায় তার।'

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

বাগডোগরা, ২৮ নভেম্বর : রূপসিংজোতের মমতানগরে রাধাকৃষ্ণ মন্দির উদ্বোধনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি পাঠালেন মন্দির কমিটির সদস্য সুখদেব সরকার। দু'দিন আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে তাঁরা আবেদন জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী যখন উত্তরবঙ্গ সফরে আসবেন, তখন যদি তাঁর হাত দিয়ে এই মন্দিরের উদ্বোধন হয়, তবে স্থানীয় বাসিন্দারা খুব খুশি হবেন।

কাঠগড়ায় তৃণমূল কাউন্সিলারের স্বামীর ক্লাব

বিচারাধীন জমির মালিকানা দাবি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : 'বিচারাধীন' জমির এক খণ্ডের মালিকানা দাবি করল স্থানীয় ক্লাব। ঘটনায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনপল্লিতে উত্তেজনা ছড়ায়। কাকতলীয়ভাবে ক্লাবটির সভাপতি ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার সিক্তা দে বসু রায়ের স্বামী আদিত্য বসু রায়। সাত বিঘার এক ফাঁকা প্লট ঘিরে বিপত্তির সূত্রপাত। জমিটির মালিকানা নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে শ্রী দার্জিলিং শিলিগুড়ি গোশালা ও কেদার সাহানি নামে এক ব্যক্তির মধ্যে মামলা চলছে।

২৬ নম্বর ওয়ার্ডে এই প্যান্ডেল খোলা নিয়ে বিতর্ক।

শহরের মাঝে ওই জমিতে গত কয়েক দশক ধরে চাষাবাদ চালাচ্ছে সাহানি পরিবার। জমির একাংশে চলতি বছর স্থানীয় একটি ক্লাব দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল করেছিল। পুজোর পরও প্যান্ডেল না খোলায় কেদার সাহানি বিষয়টি ক্লাব কর্তৃপক্ষের নজরে আনেন। অভিযোগ, বাঁশের কাঠামো না খুলে বুধবার ক্লাবের সদস্যরা জোট বেঁধে কেদার সাহানির সঙ্গে বিবাদ-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ গিয়ে উভয় পক্ষকে সরিয়ে দেয়।

জানা গিয়েছে, ক্লাবে নির্মাণকাজ চলায় এবছর ওই জমির একাংশে পুজোর প্যান্ডেল করা হয়েছিল। ক্লাবের দাবি, ওই সাত বিঘা জমির মধ্যে ক্লাবকে সাড়ে চার কাঠা জমি দেওয়ার চুক্তি রয়েছে। প্রসঙ্গত, স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলার সিক্তা দে বসু রায়ের স্বামী আদিত্য বসু রায় ওই ক্লাবের সভাপতি। তাঁর কথায়, '২০১৮ সালের ৪ এপ্রিল গোশালা ও কেদার সাহানি লিখিতভাবে ক্লাবকে সাড়ে চার কাঠা জমি দেওয়ার কথা জানিয়েছিল। আমি ক্লাব সভাপতি হওয়ার আগেই এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সেই জমি চাইতেই ক্লাবের সদস্যরা গিয়েছিলেন। তবে আমি সেখানে ছিলাম না। শুনেছি, মামলাটি বর্তমানে নিষ্পত্তির পথে।' এ ব্যাপারে কেদার সাহানি বলেন, 'প্রায় ৭৫ বছর আগে গোশালা থেকে আমার বাবাকে চাষাবাদের জন্য জমিটি দেওয়া হয়েছিল। সুদীর্ঘ সময় পর জমির মালিকানা দাবি করা হয়। গোশালা কর্তৃপক্ষ জমিটি ফেরত নিতে মামলা করে। মামলার রায় পক্ষে এলে সাড়ে চার কাঠা জমি ক্লাবকে দেওয়ার কথা বলেছিলাম। কিন্তু মামলা নিষ্পত্তির আগেই ক্লাব জমির মালিকানা নিতে চায়।' তাঁর সংযোজন, 'যেখানে প্যান্ডেল করা হয়েছে ওখানে চাষাবাদ করি। চাষের জন্য প্যান্ডেল খুলতে বলেছিলাম। কিন্তু ওরা বিবাদ করতে এল।'

'ক্লাবকে জমি দেওয়ার কোনও কথা হয়নি' বলে দাবি গোশালার সভাপতি উত্তম গোয়েলের। তাঁর কথায়, 'বিষয়টি বিচারাধীন। ফাঁকা জমি হওয়ায় অনেকেই মালিকানা দাবি করে। সবটাই আদালত ঠিক করবে।'

পঞ্চায়েত কর্তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ চায় সিআইডি

অরুণ ঝা

চোপড়া, ২৮ নভেম্বর : কয়েক কোটি টাকার স্কলারশিপ প্রতারণায় চোপড়া ব্লকের দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এগজিকিউটিভ তাজামুল হকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়ে প্রশাসনকে চিঠি দিল সিআইডি। বৃহস্পতিবার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মনসুর আলম। গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি সপ্তাহে প্রধান চিঠিটি হাতে পেয়েছেন। চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল সিআইডি'র চিঠির ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

ট্যাব কেলেঙ্কারির হটস্পট হয়ে ওঠা চোপড়া ব্লকে স্কলারশিপ প্রতারণায় সিআইডি'র নথিতে গ্রাম পঞ্চয়েতের এগজিকিউটিভের নাম উঠে আসায় চর্চা তুঙ্গে। এপ্রসঙ্গে প্রধান বলছেন, 'চিঠি পেয়ে এগজিকিউটিভের সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ করে দেওয়া হয়। পঞ্চয়েত সচিবকে আপাতত সেই দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে। সিআইডি যেহেতু বিষয়টি দেখছে, তাই আমরা কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নই। চলতি সপ্তাহে দায়িত্ব হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছি।'

প্রশাসনিক সূত্রে জানা যাচ্ছে, সিআইডি তাজামুলের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনকে চিঠি দেয়। সেটার কপি ইসলামপুরের মহকুমা শাসক এবং চোপড়ার বিডিওকে পাঠানো হয়েছিল। চলতি সপ্তাহে চোপড়ার বিডিও দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে পদক্ষেপ করতে বলে চিঠিটি ফরওয়ার্ড করেন।

তাজামুলকে বেশ কয়েকবার নোটিশ দেওয়ার পরও তিনি সাড়া দেননি বলে উল্লেখ রয়েছে নথিতে। তাঁর বাড়িতে অভিযান চালালেও খোঁজ মেলেনি। অভিযুক্ত করণদিঘির সাবধান সংলগ্ন কেশবপুরের বাসিন্দা। পড়ুয়াদের কোটি টাকার স্কলারশিপের বরাদ্দ জালিয়াতিতে করণদিঘি থানায় দুটি মামলা দায়ের হয়েছে। সিআইডি'র নথি অনুযায়ী, এর সঙ্গে তাজামুল সরাসরি জড়িত বলে সংস্থার তদন্তে উঠে এসেছে। এমনকি ভূতুড়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে জাল অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সরকারি পোর্টাল থেকে টাকা হাপিস করেছেন ওই ব্যক্তি। এভাবেই নিজের এবং পরিবারের নামে প্রচুর সম্পত্তি তৈরি করেন অভিযুক্ত।

সিআইডি'র পাঠানো চিঠিতে তাজামুলকে 'পলাতক' বলা হচ্ছে। এ নিয়ে মনসুরকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানিয়েছেন, কমপক্ষে আড়াই থেকে তিন মাস ধরে তাজামুল অফিসে আসেন না। বিডিওর কথায়, 'সিআইডি'র চিঠি আমি হাতে পেয়েছি। প্রধানকে যেমন অভিযুক্ত তাজামুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে, তেমনি আমরাও যথাযথ পদক্ষেপ করছি। তাজামুলের সমস্ত দায়িত্ব পঞ্চায়েতের সেক্রেটারির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।' এই বিতর্ক নিয়ে কথা বলতে একাধিকবার চেষ্টার পরেও তাজামুলের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

বিজ্ঞানমেলা

ফাঁসিদেওয়া, ২৮ নভেম্বর : পড়ুয়াদের নিয়ে বিজ্ঞানমেলা আয়োজিত হল কিনাজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বুধবার মেলায় জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০টি প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়া অংশ নেয়। ছিলেন শিক্ষকরাও। অতিথি হিসেবে ছিলেন ফাঁসিদেওয়া সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক অরিজিৎ গোলদার।

বিজ্ঞান মেলায় চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, ওয়াটার ট্যাংক অ্যালার্ম, জলচক্র সহ নানা মডেল প্রদর্শনী হয়েছে। পড়ুয়ারাই সেগুলির ব্যাখ্যা দিয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাপসকুমার দাস বলেন, 'এই উদ্যোগ সকলের মধ্যে সৃষ্টিশীল মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।'

জেলার খেলা

দেবরাজ ভট্টাচার্যকে তার সুভাষপল্লির বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা দিলেন বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার যুগ্ম সচিব রজত দাস ও বৃহত্তর শিলিগুড়ি জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার কোষাধ্যক্ষ রানা দে সরকার। সম্প্রতি দমন ও দিউয়ে জাতীয় বিদ্যালয় টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের বিভাগে দেবরাজ সোনা জিতেছে।

ড্র দেশবন্ধুর, আহত ফ্রেন্ডসের সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ পিসি মিত্তাল, নীতীশ তরফদার ও ম্যাজিস্ট্রাল ফার্মা ট্রফি ফুটবলে বৃহস্পতিবার সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ও দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন ১-১ গোলে ড্র করেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ফ্রেন্ডসের আলমগির হোসেন ও দেশবন্ধুর হেমরাজ ভুজেল গোল করেন। ম্যাচের সেরা হয়ে বাসন্তী দে সরকার ট্রফি পেয়েছেন আলমগির। শুক্রবার খেলবে ওয়াইএমএ আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ।

এদিন খেলা দেখতে গিয়ে ফ্রেন্ডসের সচিব মদন ভট্টাচার্য আহত হয়েছেন। মদনবাবু বলেছেন, 'স্টেডিয়ামে ফোসিন গেটের দর্শকাসনে বসে খেলা দেখার সময় চেয়ার উলটে নীচে পড়ে যাই। চেয়ার স্ক্রু দিয়ে সঙ্গে লাগানো না থাকাতেই দুর্ঘটনা। কোমরে ও হাতের কবজিতে ভালো রকম চোট লেগেছে। এখনও দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে।'

পয়লায় মিত্রর ব্রিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : মিত্র সম্মিলনীর শ্যামাদেবী ভার্মা ও এসপি ভার্মা ট্রফি মুক্ত অকশন ব্রিজ ১ ডিসেম্বর শুরু হবে। মিত্র সম্মিলনীর সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, মিত্র সম্মিলনীর হলঘরে সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে খেলা শুরু হবে। ফাইনাল ৮ ডিসেম্বর।

জাতীয় সড়কে যাতায়াত যেন নরকযন্ত্রণা

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৮ নভেম্বর : খড়িবাড়ি-গলগলিয়া ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে নিয়মিত যাতায়াত যেন নরকযন্ত্রণার সমান। সড়কের মাঝে বড়-বড় গর্ত। মাঝেমধ্যেই ঘটছে দুর্ঘটনা। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে এমন পরিস্থিতি। অথচ হুঁশ নেই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের। শুধুই আশ্বাস। সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেই।

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার কৌশিককুমার বিশ্বাস রাস্তার বেহাল অবস্থার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'বহুদিন আগে সড়কটি সংস্কারের ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এখনও অনুমোদন মেলেনি।' কবে মিলবে তা এখনই বলা সম্ভব নয় বলে তিনি জানান। ফলে সড়ক সংস্কার যে এখনও অনেক দূরে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের কথা থেকে তা স্পষ্ট।

৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের বেহাল দশা।

খড়িবাড়ির কলাবাড়ি থেকে বিহার সীমানায় চক্করমারি পর্যন্ত ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের প্রায় সাত কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। রাস্তাজুড়ে বড়-বড় গর্ত, যেন মরণফাঁদ। রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন কয়েক হাজার পণ্যবাহী ট্রাক, কয়েকশো বালি-পাথরবোঝাই ডাম্পার চলাচল করে। এছাড়াও চলে অসংখ্য যাত্রীবাহী গাড়ি। খড়িবাড়ি ব্লকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তার এই অবস্থায় অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, চালকরা।

> বহুদিন আগে সড়কটি সংস্কারের ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এখনও অনুমোদন মেলেনি।
>
> **কৌশিককুমার বিশ্বাস**
> *অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার*

স্থানীয় ব্যবসায়ী দিলীপ সিং বলেন, 'রাতে গাড়ি করে বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। প্রায় প্রতিদিন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যাত্রীবাহী গাড়ি ও বাইক। মাঝেমধ্যেই পণ্যবাহী গাড়ির যন্ত্রাংশ ভেঙে বিকল হয়ে পড়ে থাকে।' ট্রাকচালক রাজেন্দ্র প্রসাদ বললেন, 'বহু চালক এই রাস্তায় ভাড়া নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। একটু অসতর্ক হলে যখন-তখন গাড়ি রাস্তার পাশে উলটে যাচ্ছে।

রাস্তার পাশেই মারতি চা বাগান। সেখানকার সহকারী ম্যানেজার অনিমেষ দাসের কথায়, 'বহু পড়ুয়া প্রাণ হাতে নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে স্কুল-কলেজ যায়।' তাঁর আক্ষেপ, 'দুর্ঘটনা অনেকের প্রাণ কেড়েছে। এলাকাবাসী আন্দোলন করেন। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ শুধুই আশ্বাস দেয়।' স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পুজোর আগে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। তারপর ইট এনে সাময়িকভাবে বড় গর্তগুলি বোজানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ফের রাস্তায় বড় গর্ত হয়ে গিয়েছে। বিন্নাবাড়ির নিমাই সরকার নামে এক বৃদ্ধ বলছিলেন, 'এত বয়স হল, জীবনে কোনওদিন এই রাস্তায় ইট দিয়ে গর্ত বোজাই করতে দেখিনি।' সকলেই দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন।

খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায়সিংহ জাতীয় সড়ক নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'বিভিন্ন মিটিংয়ে বহুবার জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের ইঞ্জিনিয়ারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। চিঠি দিয়ে দ্রুত রাস্তাটি সংস্কারের অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু কোনও উদ্যোগ নেই।' ফের চিঠি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

আজ বৈঠক

আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে নিউটাউনে বসতে চলেছে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন (বিজিবিএস)। তার আগে শুক্রবার নবান্নে বণিকসভা ও প্রশাসনের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আন্দোলন

প্রাথমিকের ৫০ হাজার শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে বৃহস্পতিবার ফের আন্দোলনে নামল ২০২২ প্রাথমিক টেট পাশ ডিএলএড ঐক্য মঞ্চ। এদিন তারা করুণাময়ীতে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হয়।

গ্রেপ্তার

২৫ কেজি হরিণের মাংস ও চামড়া সহ এক চোরাশিকারিকে গ্রেপ্তার করল বন দপ্তর। দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমার রামগঙ্গা ঘাটে তপন দাস নামে ওই চোরাশিকারিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কর্মশালা

সাংবাদিকতা সামাজিক মাধ্যম বিষয়ে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়ে গেল দু'দিনের কর্মশালা। উপস্থিত ছিলেন ডঃ বিমলেন্দু বিশ্বাস প্রমুখ।

মুখ্যমন্ত্রীর ধমক খেলেন হুমায়ুন

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুলিশমন্ত্রী করা নিয়ে বার বার সওয়াল করার পরই ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে বুধবারই শোকজ করেছে দল। তিনদিনের মধ্যে তাঁকে জবাব দিতে বলা হয়েছে। তারপর বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে গিয়ে তাঁর ধমক খেলেন হুমায়ুন। এদিন বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বের পরে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজের ঘরে বসেছিলেন। রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে ঢোকেন হুমায়ুন। 'দিদি আসতে পারি?' বলে জিজ্ঞাসা করতেই মুখ্যমন্ত্রীর কড়া ধমক, 'আগে শো-কজের জবাব দাও। তোমার বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ হবে তা আমি দেখে নেব।' এরপর মুখ্যমন্ত্রীর সামনের একটি চেয়ারে কিছুক্ষণ বসেন হুমায়ুন। অন্য বিধায়করা সেখান থেকে চলে যেতেই হুমায়ুনের সঙ্গে একান্তে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। বেশ কিছুক্ষণ তাঁদের মধ্যে কথা হয়। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর ঘর থেকে বেরিয়ে হুমায়ুন বলেন, 'দিদি আমাকে বলেছেন, অত কথা বল কেন? কম কথা বল। আর তাড়াতাড়ি শোকজের জবাব দাও। বাকি কথা পরে হবে।' এদিন হুমায়ুন বলেন, 'আমার কথায় যদি দলের অস্বস্তি হয়, তাহলে আমি তার জবাব দেব।' তৃণমূল সূত্রে খবর, এদিন অরূপ বিশ্বাস হুমায়ুনকে জানিয়ে দেন, প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করার আগে হুমায়ুন যেন আগে তাঁর সঙ্গে কথা বলে নেন।

তদন্তের নির্দেশ

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : রাজ্যে সহায়ক মূল্যে ধান কিনতে শুরু করেছে রাজ্য। কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ধান কেনা নিয়ে অনিয়ম হচ্ছে। বৃহস্পতিবার প্রশ্নোত্তর পর্বের পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় তাঁর নিজের ঘরে বসেছিলেন। তখন সেখানে যান সাগরদিঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস। মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি বলেন, 'বিভিন্ন জায়গায় চাষিরা সঠিক দাম পাচ্ছেন না। ধান ক্রয় কেন্দ্রগুলিতে ফড়েরা থাকছে। তারা চাষিদের কাছ থেকে ধান নিয়ে সহায়ক মূল্যে বিক্রি করছে। এর ফলে সরকার যে সহায়ক মূল্য দিচ্ছে চাষিদের হাতে তা পৌঁছোচ্ছে না।' তখন মুখ্যমন্ত্রীর পাশেই বসে ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। মুখ্যসচিবকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'চাষিরা বঞ্চিত হবেন, এই জিনিস চলতে পারে না। ফড়েদের এই কারবার বন্ধ করতে হবে।' এরপরে মুখ্যসচিবকে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেন মমতা।

বিশেষ ব্যবস্থা

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : রাজ্য সরকারের 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পে ট্যাবের টাকা লুটের ঘটনায় চরম বিব্রত রাজ্য সরকার। এবার এই ইস্যুতে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'ট্যাব কেলেঙ্কারি থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন আইন করা হবে। ১৬০০ কোটি টাকা আমরা এই প্রকল্পে দিয়েছি। কারচুপির ঘটনায় অনেকে ধরা পড়েছে। বাকি টাকা আমরা দিয়ে দেব। তবে এবার একটা মেকানিজম করছি, যাতে এই জিনিস করলে কঠোর শাস্তি হয়। গুজরাটেও এই দুর্নীতি হয়েছে। কিন্তু তারা ধরতে পারেনি। আমরা ধরে নিয়ে এসেছি।'

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের মিছিলে ধুন্ধুমার।। একদিকে বাংলাদেশের অশান্ত পরিস্থিতি, অন্যদিকে চিন্ময় কৃষ্ণদাসের গ্রেপ্তারি। এই দুই ঘটনায় কলকাতার রাজপথে বৃহস্পতিবার শক্তি প্রদর্শন করল 'বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ'। এদিন গেরুয়া-পুলিশ সংঘর্ষে রীতিমতো ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সাক্ষী থাকল কলকাতা। ছবি : আবির চৌধুরী

অভিষেকের নীতিতে ফের টানাপোড়েন

এক ব্যক্তি এক পদ নিয়ে সওয়াল

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : দলে কর্তৃত্বের রাশ নিজের হাতেই রেখে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলে নবীন নেতৃত্বের প্রাধান্য বেশি করে চাইলেও প্রবীণদের গুরুত্ব এড়িয়ে ওই পথে যেতে নারাজ তিনি। এই অবস্থায় আবার নতুন করে দলে 'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতি চালু করার গোঁ ধরেছেন অভিষেক। তা নিয়েই আবার কিছুটা জটিলতা ও ঠান্ডা লড়াইয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এনিয়ে অতীতে কম জলঘোলা হয়নি। দলনেত্রীর হস্তক্ষেপে দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব চাপা পড়ে যায়। চাপা পড়লেও ভিতরে ভিতরে ধিকিধিকি জ্বলছিল। এখন দলে প্রবীণদের গুরুত্ব দিয়ে নেত্রী দলে লাগাম টেনে ধরতেই অভিষেক তাঁর অনুগামী নেতা ও বিধায়কদের পাশে নিয়ে দলে 'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতি চালুর বিষয়টি সামনে আনতে চাইছেন। এবারেও নেত্রীর অনিচ্ছুক মনোভাবেই ফের টানাপোড়েন শুরু হয়েছে দু'জনের মধ্যে।

এই মুহূর্তে রাজ্যে 'দুর্বল' বিরোধীপক্ষের অবস্থানে তৃণমূলনেত্রী চাইছেন তাঁর নিজের দলটাকে আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তুলতে। এখন রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যা তাতে বিরোধী দলগুলির তুলনায় নিজের দল তৃণমূলের সর্বস্তরের নেতাদের একাংশের মধ্যে মতানৈক্য ও পরস্পর বিরোধিতাকেই দলের দুর্বলতা বলে মনে করছেন দলনেত্রী। সামনের দিকে এগোতে বা ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে ঝাঁপাতে গিয়ে তৃণমূলই নিজেদের ক্ষতি করতে পারে বলে মনে করছেন দলনেত্রী। তৃণমূলের প্রবীণ এক শীর্ষনেতা বলেন, সেই কারণেই এত সাফল্যের মাঝেও দলকে সামলাতেই শৃঙ্খলামুখী কড়া পদক্ষেপ করছেন তিনি। তাই দলে 'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতি চালু করতে আগের মতো এখনও সম্ভবত রাজি হবেন না নেত্রী।

এই ইস্যু দলে কার্যকর করতে হলে সবার আগে তার কোপ পড়বে কলকাতার মেয়র ও মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের মতো আরও কয়েকজন প্রবীণ শীর্ষনেতার ওপর। অতীতেও এই নিয়ে দলে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা গিয়েছে। তখনকার মতো বিষয়টি সামাল দেন দলনেত্রী। এখনও সম্ভবত এই ইস্যুতে দলনেত্রীর অবস্থান বদলাবে না। কারণ, এই নীতি চালু করতে হলে দলে অভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রকাশ্যে আসবে। এই অবস্থায় শাসকদলের অন্দরের এই জটিলতা ও ঠান্ডা লড়াইয়ের মাঝেই দিল্লিতে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে অংশ নিতে অভিষেক, দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি সহ প্রবীণ ও নবীন সাংসদরা সেখানে রয়েছেন।

কেন্দ্রের সমালোচনায় মমতা • চন্দ্রিমার নিশানায় ডাক্তাররা

'ওয়াকফ সম্পত্তি ভাঙতে পারব না'

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : ওয়াকফ আইন সংশোধন নিয়ে সংসদে অচলাবস্থা চলছে গত কদিন ধরে। এবার এই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে মুখ্যমন্ত্রী কড়া ভাষায় কেন্দ্রের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন, 'আমাদের না জানিয়ে এই আইন করা হচ্ছে। কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি বুলডোজার চালিয়ে ওয়াকফ সম্পত্তি ভাঙতে পারব না।'

ওয়াকফ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে রাজ্যগুলির সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা করেনি তা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নতুন বিলে মুসলিমদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ওয়াকফ বিলটি আইনে পরিণত হলে ওয়াকফ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি মনে করি বিলটি আনার আগে রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনা করার দরকার ছিল। অথচ আমাদের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন মনে করেনি।'

এদিকে বিধানসভায় যখন মুখ্যমন্ত্রী এই ইস্যুতে মুখ খোলেন, তখন মুসলিমদের একটি সংগঠন কলকাতার ধর্মতলায় কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সভা করেন। এর জেরে মধ্য কলকাতা তো বটেই, একদিকে হাওড়া ব্রিজ, অন্যদিকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, ডায়মন্ড হারবার রোড, এজিসি বোস রোড সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক যানজট তৈরি হয়।

এদিন বিধানসভায় মমতা যখন প্রশ্নোত্তর পর্বে এই প্রসঙ্গ তুলেছেন, তখন বিজেপি বিধায়করা তাঁদের আসনে বসেছিলেন। দুই-একজন বিজেপি বিধায়ক প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলেও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতা চালিয়ে যান। মমতা বলেন, 'আমাদের সাংসদরা প্রতিবাদও করেছিলেন। তার জোরেই সংসদীয় কমিটি হয়েছিল। কিন্তু তারপরে সরকার বিল নিয়ে কাগজে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। আলোচনার পথে হাঁটেনি।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই বিলটির মাধ্যমে ২৬ নম্বর ধারায় প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ও ১৪ নম্বর ধারায় সাম্যের অধিকারকে লঙ্ঘন করা হয়েছে। এই কারণে আমরা এই বিলটির কঠোর প্রতিবাদ করছি। এই বিল এভাবে নিয়ে এসে রাজ্য বিধানসভাকেও অপমান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী। ওয়াকফ সম্পত্তিতে শুধু মুসলিম সম্প্রদায় দান করে না, অন্য সম্প্রদায়ের মানুষও দান করেন। যাতে সেই সম্পত্তি সাধারণ মানুষের কাজে লাগে।'

এই নিয়ে তৃণমূল সরকার কোনওদিন কোনও সমস্যা তৈরি করেনি উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ওয়াকফ সম্পত্তিতে আমরা হস্তক্ষেপ করি না। আমাদের সময় কোনও ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করা হয়নি। যা হওয়ার আগেই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুসলিমদের কোনও অধিকার কেড়ে নেওয়া আমি সমর্থন করতে পারি না।' আগামী সোম ও মঙ্গলবার ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হবে।

এদিন বিধানসভায় আইএসএফ বিধায়ক নৌসাদ সিদ্দিকী প্রশ্ন করেন, '২০১১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত কত ওয়াকফ সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে?' উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এখানে ওয়াকফ সম্পত্তি দেখাশোনা করেন মোতোওয়ালিরা। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে, কোনও সম্পত্তি বুলডোজ করা যাবে না। গত কয়েক বছরে প্রায় ৩০০টি সম্পত্তি দখলের খবর এসেছিল। তার মধ্যে ১৫৫টি জায়গা খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশ ওয়াকফ বোর্ডের ট্রাইবিউনাল মারফত এসেছে।'

ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর জানতে চান, এই বিল নিয়ে অন্য রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে কিনা। উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটা দলের পলিসি ডিসিশন। আমি এখানে এই ব্যাপারে কিছু বলব না।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সংখ্যালঘু দপ্তরে আগে ৪৭২ কোটি টাকার বাজেট ছিল। আমাদের সরকার আসার পরে ৪৩৮১ কোটি টাকার বাজেট হয়েছে।'

প্রশ্নবাণ

আগের দিনের উত্তর

মোস্তাফিজুর রহমান, দেবব্রত বিশ্বাস, বিটেলস

- জর্জ বার্নাড শ এবং বব ডিলানের মধ্যে মিল কোথায়?
- ব্রতী চ্যাটার্জি কোন উপন্যাসের প্রধান চরিত্র?
- এখনকার দিনে যে সবজিকে পঞ্চরত্ন বা নবরত্ন বলা হয় আগেকার দিনে তাকে কী বলা হত?

ঠিক উত্তরদাতা : কুহেলী দত্ত, স্বপ্না ঘোষ চৌধুরী, শুভ্রজিৎ লাহিড়ি, স্বস্তিক ঘোষ, সঞ্জীব দেব-শিলিগুড়ি, বীণাপাণি সরকার হালদার, নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার-বালুরঘাট, ঋত্বিকা কর, ঋত্বম কর, সৈকত সেনগুপ্ত-জলপাইগুড়ি, কল্যাণ রায়-ফালাকাটা, অর্পিতা সাহা-ভেটাগুড়ি, রূপময় বিশ্বাস-ফুলবাড়ি, তরুলেখা রায়-মাটিগাড়া, শিবেন্দ্র বীর-বাণেশ্বর, রঞ্জন চক্রবর্তী-খড়িবাড়ি, তরুণকুমার রায়-চালসা, অরূপ মাহাতো, অতসী মাহাতো-পুরুলিয়া, শংকর সাহা-পতিরাম।

উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

স্বাস্থ্যসাথীর অপব্যবহারে কঠোর ব্যবস্থা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে কর্মবিরতি চলাকালীন অনেক চিকিৎসক সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা না করে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করেছেন। তার জন্য রাজ্য সরকারকে প্রচুর টাকা গুনতে হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের অপব্যবহার নিয়ে তদন্ত হচ্ছে বলে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর ও দৃষ্টি আকর্ষণী পর্বে পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা প্রশ্ন করেন, 'আমরা শুনেছি আরজি কর কাণ্ডের সময় স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের অপব্যবহার হয়েছে। সে ব্যাপারে রাজ্য সরকার কী জানে? এই নিয়ে রাজ্য সরকার কী পদক্ষেপ করবে?'

এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সহজ-সরল মনে আমি অনেককিছু বিশ্বাস করি। কিন্তু অন্তত এক শতাংশ মানুষ অপব্যবহার করেই। আমাদের কাছে প্রমাণও রয়েছে। আরজি করের ঘটনার সময় অনেকেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের অপব্যবহার করেছেন। মনে রাখতে হবে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের টাকা কিন্তু আমার-আপনার নয়, এটা জনগণের টাকা। জনগণের অর্থ যাঁরা নয়ছয় করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ওই ঘটনার প্রথম দফায় তদন্ত হয়েছে। আরও একবার বিষয়টি খতিয়ে দেখব।' তিনি আরও বলেন, 'স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে কীভাবে টাকা তছরুপ আটকানো যায় তা নিয়ে নীতি প্রণয়ন করব।' শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, এই ইস্যুতে রাজ্য সরকার যে কঠোর পদক্ষেপের রাস্তায় হাঁটছে, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও। তিনি বলেন, 'যাঁরা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে অপব্যবহার করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে রাজ্য সরকার।' সেইসঙ্গে জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশকে ঘুরিয়ে নিশানা করে চন্দ্রিমা বলেন, 'আপনি কাজ করলেন না, অথচ ঘুরিয়ে টাকা নিয়ে নিলেন। আমরা এই বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি। যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিধানসভায় ছন্নছাড়া পদ্ম

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : বিধানসভায় রইলেন মুখ্যমন্ত্রী। অধিবেশন কক্ষে রইলেন প্রায় ঘণ্টা দেড়েক। স্বাস্থ্যে আরজি কর থেকে ওয়াকফ-এর মতো রাজনীতির হাতে গরম ইস্যু নিয়ে বিধায়কদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু হাতের নাগালে শাসকদলকে আক্রমণের সুযোগ পেয়েও তাকে কাজেই লাগাল না বিজেপি। এই ঘটনায় বিধানসভায় বিরোধী দলের সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিজেপি পরিষদীয় দলের অভ্যন্তরেই। পর্যবেক্ষকদের মতে, শুভেন্দু অধিকারীর অনুপস্থিতিতে এদিন বিধানসভায় বিজেপি পরিষদীয় দলের ভূমিকা খুবই হতাশাজনক। যদিও বিরোধীদের অভিযোগ মানতে রাজি হননি বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ। তাঁর দাবি, বিরোধীদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন না বলেই বেছে বেছে শাসকদলের প্রশ্নকে হাতিয়ার করে নিজের অ্যাজেন্ডা পূরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী যখন আরজি কর থেকে শুরু করে 'স্বাস্থ্যসাথী', 'চোখের আলো'র মতো রাজ্য সরকারের প্রকল্পের কথা ফলাও করে বলে চলেছেন, তখন তার পালটা সরব হতে দেখা গেল না বিজেপির কোনও বিধায়ককেই। এদিন বিধানসভার নিবাচিত প্রশ্নোত্তরের তালিকায় ছিল ১০ বিজেপি বিধায়কের প্রশ্ন। কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ ওরাওঁ-এর প্রশ্ন দিয়ে শুরু হয় এদিনের প্রশ্নোত্তর পর্ব। তালিকায় থাকা শাসকদলের বিধায়ক মোশারফ হোসেনের দ্বিতীয় প্রশ্নই কার্যত শেষ প্রশ্নোত্তর পর্ব। ওয়াকফ সংক্রান্ত মোশারফের প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রীর জবাবের সূত্র ধরেই এদিন অতিরিক্ত প্রশ্ন করার সুযোগ মিলেছিল বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের। এর বাইরে স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্ট পেশের সূত্রে সোনামুখীর বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি একবার কথা বলার সুযোগ পান। বাকি সময় কার্যত বিরোধীশূন্য বিধানসভার অধিবেশনে বক্তা কেবল মমতাই।

পরিষদীয় দলের এই ভূমিকা নিয়ে অবশ্য বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'আমাদের বলার কোনও সুযোগই এদিন ছিল না। মাঠ সাজিয়ে বক্তৃতা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর জমিনীতির সাফল্যের কথা বলেন, কিন্তু গজলডোবা নিয়ে এত হইচই করে আদপে যে কিছু হয়নি সেটা স্বীকার করেননি।'

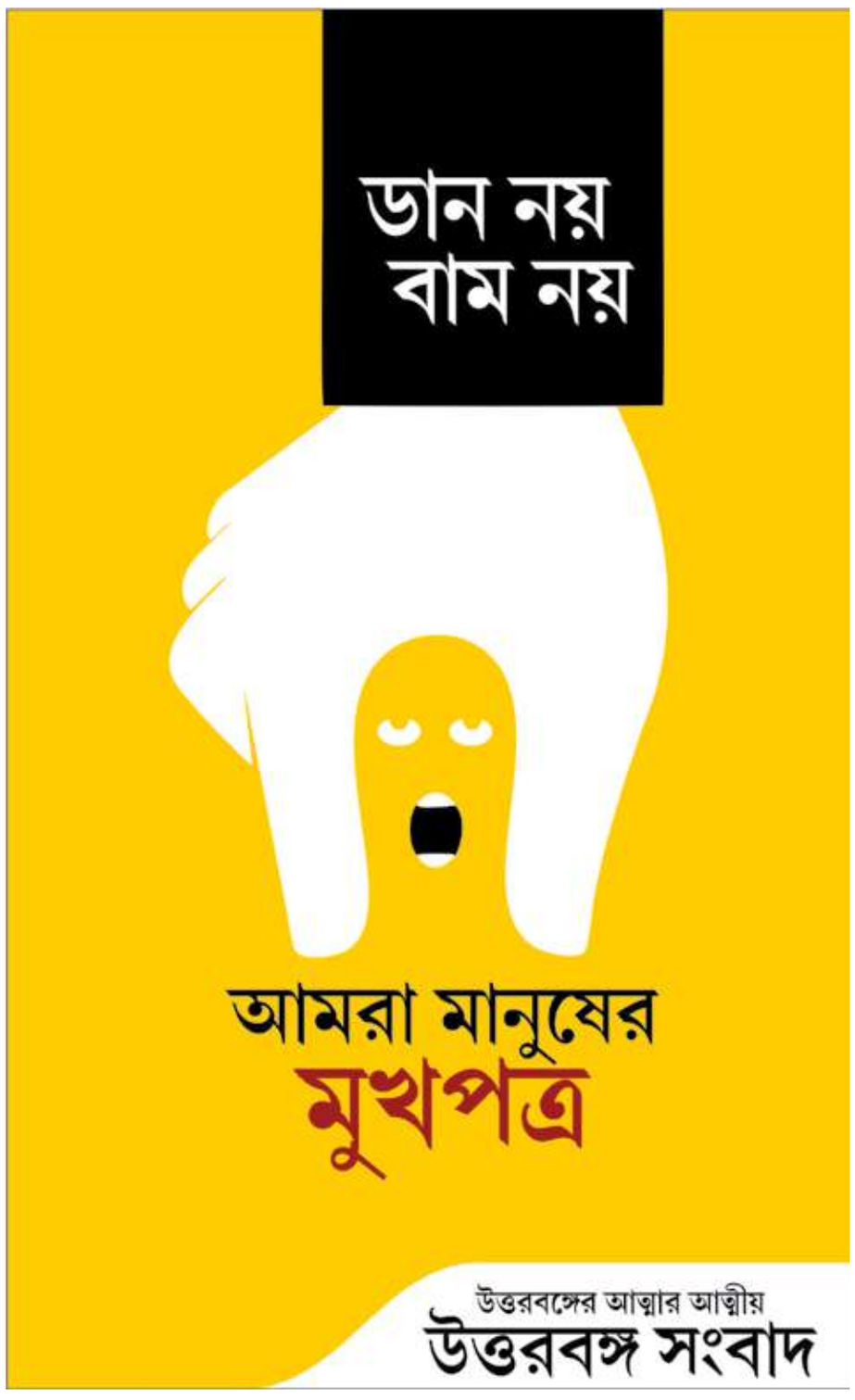

ড্রোনের মাধ্যমে ফসল রক্ষা ময়নার

বাঁকুড়া, ২৮ নভেম্বর : ড্রোনের মাধ্যমে বাঁকুড়ায় কৃষকদের ফসল রক্ষা করছেন ময়না সিংহ মহাপাত্র। জেলার প্রথম ড্রোন পাইলট হিসেবে তিনি কৃষিক্ষেত্রে যেন বিপ্লব এনেছেন।

ময়না গত বছর এই ড্রোন চালানোর ট্রেনিং নিতে উত্তরপ্রদেশের ফুলপুরে গিয়েছিলেন। মোট ২০ জন ছিলেন সেই প্রশিক্ষণ দলে। কিন্তু মাত্র ১০ জন ড্রোন চালানোর পরীক্ষায় পাশ করতে পেরেছেন। ময়না সেই দশজনের মধ্যে একজন। এবছর ময়না একাই প্রায় ২৩০ একরের বেশি জমিতে তাঁর ড্রোনের সাহায্যে প্রয়োজনীয় সার ছড়িয়েছেন।

ড্রোনের মাধ্যমে ফসল বাঁচানোর এই উদ্যোগ আদতে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি কর্মসূচি। এক্ষেত্রে ভারতের গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের বিনামূল্যে অ্যাগ্রিকালচারাল ড্রোন বা কৃষি উপযোগী ড্রোন চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলারা 'ড্রোন দিদি' বা 'ড্রোন সিস্টার' নামে পরিচিত। বাঁকুড়ায় চাষের জমিতে ওষুধ বা জল স্প্রে করতে গিয়ে সাপের কামড়ে কৃষকের মৃত্যুর খবর প্রায়ই শোনা যায়। এখানেই এই ড্রোনটির ভূমিকা। এই ড্রোন ব্যবহারের ফলে হাত দিয়ে কোনও রকম স্প্রে করার প্রয়োজন হয় না। ফলে কৃষকরা শুধু সাপের কামড় থেকেই নয়, ক্ষতিকারক বিভিন্ন কীটনাশক ও সারের সংস্পর্শ থেকেও বাঁচতে পারেন।

এ তো গেল ড্রোনটির কাজ। কিন্তু এই ড্রোনের সাহায্যে একাধিক কৃষিজমিতে ওষুধ ও জল স্প্রে করে উপার্জন করতে পারেন মহিলারা, যেমন করছেন ময়না। এতে শুধু গ্রামাঞ্চলের মহিলারাই স্বাবলম্বী হচ্ছেন না, ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রযুক্তির দিক দিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ইতিবাচক পদক্ষেপও বটে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ময়না অনেক কৃষককে যেমন সাপের কামড় থেকে রক্ষা করেছেন, তেমনই বহু ফসলের ক্ষতি প্রতিরোধ করেছেন। তাঁর এই কাজ ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

কৃষি উপযোগী সেই ড্রোন এবং ময়না সিংহ মহাপাত্র।

ছবি ও তথ্য - অর্পণ বসু চৌধুরী

ফ্রন্টে বিরোধ

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : সম্প্রতি রাজ্যের ছয় বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের পর্ব মিটেছে। এই ফলাফল নিয়ে এবার বিশ্লেষণে নেমেছে সিপিএম। প্রাথমিক বিশ্লেষণে সিপিএম নেতারা ঘরোয়া আলোচনায় মনে করছেন, সিতাইয়ে ফরোয়ার্ড ব্লক ও মাদারিহাটে আরএসপির প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত যথাযথ হয়নি। এর পরিবর্তে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করে সিতাই তাদের ছেড়ে দিলে ভোটের শতাংশে মুখ রক্ষা হত। বামফ্রন্টের বৃহত্তম শরিক সিপিএমের এই ধরনের মনোভাবে শরিকদের মধ্যে ইতিমধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। ১৭ জানুয়ারি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর জন্মদিনে নিউ টাউনে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক রয়েছে। তার আগে শরিকদের মধ্যে মতানৈক্যে বিড়ম্বনা বামফ্রন্টে।

ফরোয়ার্ড ব্লকের এক শীর্ষ নেতার কথায়, 'সিতাইতে প্রার্থী ফরোয়ার্ড ব্লক সমর্থিত নয়, বরং বামফ্রন্ট সমর্থিত ছিল। সুতরাং সেখানে নেতিবাচক ফলাফলে একতরফা কখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।' আরএসপির এক শীর্ষ নেতার মন্তব্য, 'উত্তরবঙ্গে সিপিএম ও কংগ্রেসের সংগঠন কোথায়? সংগঠন তৈরি করতে ব্যর্থতা কোনও দিনও মেনে নিয়েছে সিপিএম?'

শুক্রবার, ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ২৯ নভেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৯০ সংখ্যা

বিপদ উভয় দেশে

ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে আপত্তি এখন অনেকের। প্রায় সব দেশে। ভারত ও বাংলাদেশেও। দুই দেশে আদালতে মামলা পর্যন্ত হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি বাদ দেওয়ার আর্জি অবশ্য উভয় দেশেই খারিজ করেছে আদালত। বাংলাদেশে জামাত শক্তির ঘোষিত লক্ষ্য মুসলিম রাষ্ট্র গঠন। সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেলও আদালতে বাংলাদেশের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি প্রত্যাহারের পক্ষে মন্তব্য করেছেন। ভারতের মতো বাংলাদেশের আদালতও সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা মুছে ফেলতে রাজি হয়নি।

যদিও তাতে মনে করার কারণ নেই যে, ভাবনাটা মামলাকারীদের মন থেকে মুছে গিয়েছে। উভয় দেশে মামলাকারীরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন। কিন্তু তাঁদের ভাবনার শরিকের সংখ্যা একেবারে কম নয়। ভারতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ঘোষিত অ্যাজেন্ডা হিন্দু রাষ্ট্র। বাংলাদেশে মৌলবাদী শক্তির লক্ষ্য মুসলিম রাষ্ট্র গঠন। শেখ হাসিনার জমানায় স্বৈরাচারের জন্য আওয়ামি লিগ নিন্দিত। কিন্তু মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠিত দল ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোতেই বাংলাদেশকে বেঁধে রেখেছিল। যদিও হাসিনার বিরুদ্ধে মৌলবাদীদের সঙ্গে আপস করে চলার অভিযোগও ছিল।

তবে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ছেঁটে ফেলার উদ্যোগ মুজিব-কন্যা নেননি। জামাত সখ্যের অভিযোগ থাকলেও বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপিও সরাসরি বাংলাদেশকে মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করার কথা বলছে না। ভারতে বিজেপি দলগতভাবে কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে সরাসরি সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ছেঁটে ফেলার সওয়াল করে না। যদিও বিজেপি নেতাদের কেউ কেউ, এমনকি কোনও কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিন্দু রাষ্ট্রের পক্ষে মন্তব্য করে থাকেন।

বাংলায় নব্য বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী কট্টর হিন্দুত্ববাদী। তাঁর ভাষণে স্পষ্ট, তিনি ভিনধর্মাবলম্বী, বিশেষ করে মুসলিমদের এড়িয়ে চলতে চান। নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শা অনেকবার ঠারেঠোরে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন। এই আবহে প্রতিবেশী দুই দেশে দুই ধরনের ধর্মীয় মৌলবাদী ভাবনা ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছে। সামাজিক মাধ্যমে গুজব বা অসত্য তথ্যের ধাক্কা সেই ভাবনার পালে আরও হাওয়া দিচ্ছে।

বাংলাদেশে ইসকন সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাসের গ্রেপ্তারিতে পাশাপাশি দুই দেশে উভয় মৌলবাদী শক্তি গা-গরম করার সুযোগ পাচ্ছে। নতুন করে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ মুছে ফেলার দাবি জোরালো হচ্ছে। যদিও উভয় দেশে ধর্মনিরপেক্ষ ও সব ধর্মের সহাবস্থানের সমর্থক একেবারে কম নয়।

ভোটব্যাংকের স্বার্থে বরং ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ধর্মীয় মৌলবাদের সঙ্গে কিছুটা আপস করে চলে। নরম হিন্দুত্ব সেরকমই একটি কৌশল। সেই একই ছকের কারণে মুসলিম তোষণের অভিযোগ মাথাচাড়া দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের চেতনায় বিভিন্ন ধর্মের সহাবস্থানের তাগিদের শিকড় অনেক গভীরে। বাংলাদেশে জামাতের মতো শক্তি থাকলেও সাধারণ মানুষের উল্লেখযোগ্য অংশ সেই চেতনার শরিক। যে কারণে দাঙ্গার পাশাপাশি কোথাও কোথাও সহাবস্থানের ছবি দেখা যায়।

সন্দেহ নেই, ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষের ভাবনা ভারতে অনেক দৃঢ়। ফলে নানা পদক্ষেপে ভিনধর্মাবলম্বীদের কোণঠাসা করার প্রক্রিয়া চললেও এদেশের সংবিধানে বদল এনে দেশকে সহজে ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করা কঠিন। বাংলাদেশেও রাজনীতির মূলস্রোত ধর্মীয় রাষ্ট্র তৈরির পক্ষে ততটা কট্টরপন্থী নয়। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ ধর্মনিরপেক্ষতার অনুকূল নয়।

হিন্দুদের ওপর নির্যাতন বা মন্দিরে হামলা-তাণ্ডব ইত্যাদি সময়ে অন্তর্বর্তী সরকার কার্যত নিষ্ক্রিয় থাকে। যাতে উৎসাহিত হচ্ছে মৌলবাদ। কে না জানে, একটি ধর্মীয় মৌলবাদ শক্তিশালী হলে তার বিপরীত ও সমান প্রতিক্রিয়ায় আরেকটি ধর্মীয় মৌলবাদের বাড়বাড়ন্ত হবে। ভারত ও বাংলাদেশের সামনে এখন অন্যতম বড় বিপদ এই শক্তি।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

আদানি আমেরিকার দাবার অচলাবস্থা

আদানিকে জড়িয়ে দিয়ে কি ট্রাম্পের লেজটা শুধু একটু টেনে দিলেন বাইডেন? সব মাথাব্যথা এখন ট্রাম্পের।

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

পাগলের গোবধে আনন্দ। পল্লিবাংলার এই প্রাচীন প্রবচন খাপে খাপ মিলে যাচ্ছে আদানি-আমেরিকা ইস্যুতে। সত্যি কথা বলতে কি, গৌতম আদানি জেল খাটলেন নাকি বুক ফুলিয়ে ব্যবসা করলেন, তাতে আমেরিকার কোনওভাবেই কিচ্ছু যায় আসে না। তবু যে আদানি নিয়ে আমেরিকা এমন 'শোর মাচালো', সেটা হল, আমেরিকার নীতিপুলিশ সাজার অদম্য আকুতি। আর মনে মনে ঘরোয়া রাজনীতির মিছিমিছি দাবা খেলায় আদানিকে বোড়ে বানিয়ে ইগোর লড়াই! এই খেলায় হারজিত নেই। আমেরিকা সম্যক জানে যে, আদানি কিসসার অপর নাম স্টেলমেট!

ব্যাপারটা বুঝতে হলে, আদানি-আমেরিকার ইস্যুর বাহ্যিক কার্যকারণটা দেখে নেওয়া যাক। তারপর না হয় শোনা যাবে 'অন্দর কি বাত'! আমেরিকার অ্যাটর্নি জেনারেল ব্রেয়ন পিস বিশদে জানিয়েছেন, গৌতমজি আপন ভাইপো সাগর আদানিকে সাঙাত করে প্রায় ২৩০০ কোটি টাকা ঘুষ দিয়ে বাজারের থেকে বেশি দরে সৌরবিদ্যুৎ কেনার বেওসার বরাত বাগিয়েছেন। দুই দশকের এই প্রকল্পে আদানির কোম্পানি গ্রিন এনার্জির মুনাফা হওয়ার কথা প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকা। এই খুড়োর কল লটকেই ভুয়ো বন্ড বা ঋণপত্রের মাধ্যমে টাকা কামাচ্ছিলেন আদানি। এই 'ট্রেড সিক্রেট' ধরে ফেলে আমেরিকার সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি)। এ ব্যাপারে যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ সহ অভিযোগপত্র জমা দিয়ে তারা মামলা ঠুকে দেয় নিউ ইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট আদালতে! ব্যাস, নরক গুলজার!

কিন্তু আদানির এইসব কেচ্ছা ও কুকীর্তির কর্মস্থল তো ভারতে! তাহলে আমেরিকার এই বিষয়ে এত মাথাব্যথা কেন? মার্কিন আইনজীবী রবি বাত্রা ব্যাখ্যা করেছেন, আসলে ওই যে মাত্রাতিরিক্ত লাভের মওকার টোপ দিয়ে আমেরিকার লগ্নিকারীদের কাছ থেকে বন্ডের মাধ্যমে আদানিরা ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার হাতিয়ে নিয়েছেন। কাজেই আমেরিকার ফরেন করাপ্ট প্র্যাকটিস আইনভঙ্গ করেছেন আদানি। এই কারণেই আইনগতভাবে আদানির পিছনে লাগতে মার্কিন সরকারের কোনও বাধা নেই!

তাহলে এবার কী হবে আদানির? তাঁর কি কোনও ক্ষতি করতে পারবে আমেরিকা নাকি মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত? আইনজ্ঞদের বিশ্লেষণ হল, প্রথমেই আদালতের মাধ্যমে আদানি কাকা-ভাইপোর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বের করবে এসইসি। তারপর তারা আমেরিকার বিদেশ দপ্তরের কাছে দরবার করবে যাতে এক্ষেত্রে ইন্দো-মার্কিন বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি কায়েম করা যায়। এই চুক্তির মূল কথা, 'হয় তুমি অভিযুক্তকে শাস্তি দাও, নইলে তাকে তুলে দাও আমাদের হাতে'! এখন 'অ্যাডভান্টেজ আদানি' হল, বন্ধু সরকারের কল্যাণে ভারত কার্যত আদানির অভয়ারণ্য। তাঁর দেশি 'ফ্রেন্ড ফিলজফার অ্যান্ড গাইড' নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি মার্কিনদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবেনই। এরপর নয়াদিল্লির মেঘ যত গর্জাবে তত বর্ষাবে না। আদানির বিরুদ্ধে বছরের পর বছর মামলা চলবে। নিষেধাজ্ঞা বলতে, বড় জোর আদানিদের বিদেশযাত্রা বন্ধ থাকবে। কুছ পরোয়া নেই। 'অচ্ছে ভারত'-এ পায়ের ওপর পা তুলে বসে দেশি বাজারই লুটেপুটে খাবেন চাচা গৌতম আর ভাতিজা সাগর!

সব জেনেও তাহলে আমেরিকা কেন মল খসাল? ২০২২ সালে হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টেও কিন্তু আদানির বিরুদ্ধে শেয়ার বাজারে কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল। বাইডেন তখন রহস্যজনকভাবে চুপ ছিলেন। তাহলে এখন কেন তিনি আদানি নিয়ে এমন খেপে উঠলেন? 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় সাংবাদিক রিনা নিনা লিখছেন, আদানির কেসটা উসকে দিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের লেজটা শুধু একটু টেনে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। মাস দুয়েক পরেই তাঁর প্রেসিডেন্টশিপ শেষ! শোচনীয় পরাজয়ের জ্বালা মেটাতে তিনি বৈদেশিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতির রিংয়ে ট্রাম্পকে খানিক অস্বস্তিতে ফেলে দিলেন। ভাবখানা এই যে, 'দ্যাখ, কেমন লাগে'! সবাই জানে, ট্রাম্প আর মোদি 'মাসতুতো ভাই'! কাজেই কলঙ্কিত আদানিকে ট্রাম্পসাহেব না পারবেন গিলতে, না পারবেন উগরোতে। অথচ অপ্রিয় কাজটা করতে হবে ট্রাম্পকেই। নিজের নিষ্ফল আক্রোশ মেটাতে বাইডেন শুধু ট্রাম্পের সাঁকোটা নাড়িয়ে দিলেন। আদতে তাতে আমেরিকার লাভলোকসান কিছু নেই। ভারতেরও না! মিছিমিছি দাবা খেলা। প্র্যাকটিস ম্যাচ। রাজা মন্ত্রী হাতি ঘোড়া নৌকা বোড়ে, সবই আছে। নেই শুধু জয়পরাজয়। স্টেলমেট!

কিন্তু বাইডেন কি নিজের নাক কেটে ট্রাম্পের যাত্রাভঙ্গ করতে পারলেন? 'ইউএস নিউজ' পত্রিকায় আনন্দ গিরিধরদাস লিখেছেন, ট্রাম্পের কাছে আদানি ইস্যুটা ভারতকে ব্ল্যাকমেল করার একটা অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। মার্কিন বাজার অর্থনীতিকে কিছুটা হলেও চাঙ্গা করতে হলে ট্রাম্পকে মোদিবান্ধব হলে চলবে না। আমেরিকার পুঁজি জোরালো করতে মার্কিন দেশে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যকে যেনতেনপ্রকারেণ রুখতে বাধ্য হবেন ট্রাম্প। বিদেশি মুদ্রা রোজগারে মরিয়া ভারতকে ঠেকাতে অনন্যোপায় ট্রাম্প ঝুলি থেকে আদানি জুজু বের করে ভারতকে ভয় দেখাবেন। সেক্ষেত্রে আগ্রাসী মোদিও বন্ধুকৃত্য করতে গিয়ে আমেরিকার সামনে 'মিউমিউ' করতে থাকবেন। এভাবেই কালক্রমে প্রমাণিত হবে যে, আদানিকে খুঁচিয়ে খামোখা ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ ছড়িয়েছেন বাইডেন। পক্ষান্তরে ট্রাম্পেরও হারানোর কিছু নেই। তিনি বিলক্ষণ জানেন, বাইডেন তাঁর একটা চুলও ছিঁড়তে পারবেন না। সেই সুযোগে মোদিও 'ইহাও হয়, উহাও হয়' নীতি নিয়ে চলবেন! আদানি ইস্যুতে মোদি ইতিমধ্যেই মৌনব্রত নিয়ে ফেলেছেন!

আইনজ্ঞদের বিশ্লেষণ হল, প্রথমেই আদালতের মাধ্যমে আদানি কাকা-ভাইপোর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বের করবে এসইসি। তারপর তারা আমেরিকার বিদেশ দপ্তরের কাছে দরবার করবে যাতে এক্ষেত্রে ইন্দো-মার্কিন বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি কায়েম করা যায়। এই চুক্তির মূল কথা, 'হয় তুমি অভিযুক্তকে শাস্তি দাও, নইলে তাকে তুলে দাও আমাদের হাতে'! এখন 'অ্যাডভান্টেজ আদানি' হল, বন্ধু সরকারের কল্যাণে ভারত কার্যত আদানির অভয়ারণ্য।

সুতরাং আদানি সমাচার পালার শেষদৃশ্যে ট্রাম্প মোদি বাইডেনের আর কোনও সিন থাকবে না। অতএব হাতে রইবেন একলা আদানি। তিনি এবং তাঁর পরবর্তী সাতপুরুষের হয়তো খাওয়াপরার কোনও অভাব হবে না। কিন্তু জীবনের আসন্ন সন্ধ্যার আঁধারপথে দুই বগলে অনুতাপ আর অনুশোচনার ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে হবে আদানিকে। ক্ষুরধার বাণিজ্যবুদ্ধির মালিক হয়েও তিনি 'রতন টাটা'র মতো শিল্পপতি হয়ে উঠতে পারবেন না। বরং তিনি ভারতের বাণিজ্যিক ইতিহাসে হর্ষদ মেহতার সাম্প্রতিক সংস্করণ হয়েই থেকে যাবেন!

অথচ ভালোই এগোচ্ছিলেন আদানি। কিন্তু সম্প্রতি সৌরালোকে 'বিদ্যুৎস্পৃষ্ট' হওয়ার অনেক আগেই তিনি একটা বড় ভুল করে ফেললেন। আদানি বিস্মৃত হলেন যে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। এগোনো ভালো, কিন্তু কোথায় থামতে হবে, সেটাও জানতে হয়। তখনই তাঁর জীবনে একটা সর্বনাশ ঘটিয়ে দিল একখানা বই। 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকার সাংবাদিক মহেশ লাঙ্গা লিখেছেন শেষের সেই গল্পটা।

গৌতমের বাবা ছিলেন গুজরাটের শানদার বস্ত্র ব্যবসায়ী। কিশোর বয়স থেকে গৌতম আদানির হবি ছিল এক্সপেরিমেন্ট আর অ্যাডভেঞ্চার। দশম শ্রেণির পর গৌতম স্কুল ছেড়ে দিয়ে বাবার ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে পড়লেন, একলা। সাহস আর চতুরতার জোরে কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত 'ব্যবসায়ী' বনে গেলেন। আর ২৪ বছর বয়সেই তিনি বিয়ে করে ফেললেন নবীন দন্তচিকিৎসক প্রীতি ভোরাকে। সবমিলিয়ে গৌতমের তখন সুখ সম্পদ সমৃদ্ধির সংসার। কিন্তু গৌতমের তো আরও চাই, আরও আরও।

এরপরেই মহাকালের ম্যাজিক। ২৫তম বিবাহবার্ষিকীতে প্রীতি স্বামীকে একটা বই উপহার দিলেন। ডেল কার্নেগির 'মেক ইওরসেল্ফ আনফরগেটেবল'! বইটা পড়ে গৌতমের মনে হল, সুখের সংসার নয়, মানুষকে অবিস্মরণীয় করে তুলতে পারে একমাত্র সম্পদ ও সাম্রাজ্য। বিশ্বের ২৫ জন ধনীতম ব্যক্তির অন্যতম হয়ে উঠলেন তিনি। তবু তিনি থামলেন না। অবশেষে অতিলোভে সৌরবিদ্যুতে হাত পোড়ালেন গৌতম। নিয়তির নির্মম পরিহাসে কুখ্যাত আদানির কর্মফল এখন সম্ভবত কারাগার!

(লেখক আমেরিকার ন্যাশভিলের বাসিন্দা। প্রবন্ধকার)

আজ

১৯৩৬

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা প্রমথেশ চন্দ্র বড়ুয়া।

১৯৫১

অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলকারী ইউনূস সরকার যদি সন্ত্রাসীদের শাস্তি দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে মানবধিকার লঙ্ঘনের দায়ে তাকেও শাস্তি পেতে হবে। বর্তমান ক্ষমতা দখলকারীরা সব ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দিতেও ব্যর্থ।

- শেখ হাসিনা

ভাইরাল/১

পোষ্যের জন্য অজয় থাকোরে নামে এক ভারতীয় ১৪ লক্ষ টাকার একটি হাড়ের আকারের সুটকেস কিনেছেন। এতে পোষ্যের খাওয়ার জন্য রয়েছে দুটি বাটি। সুটকেসের ভিডিও শেয়ার করে তিনি লেখেন, 'আগামীকালের কথা না ভেবেই টাকা খরচ করতে হয়...।' ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

উত্তরপ্রদেশের কনৌজে জেলের এই কয়েদি ১,০০০ টাকা জরিমানা দিতে পারেনি। তাই আরও ৯ মাস জেল খেটেছে। জেলছুটের পর আনন্দে জেলের বাইরে দুর্দান্ত অঙ্গভঙ্গি করে ফ্রিস্টাইল ডান্স করছে। জেলের আধিকারিকরা তা দাঁড়িয়ে থেকে উপভোগ করলেন।

জনমন

জনমত

আর কবে সাবালক হব?

বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা বা ভারতের মুসলিমরা প্রকৃতপক্ষে কেমন আছেন আমরা জানি না। আমরা সাধারণ মানুষজন কি এই খবরগুলো কোনও কালেই ঠিকঠাক পাব না? বিদেশি সংবাদ বা সত্যি-মিথ্যার ভিডিওর ওপরে নির্ভর করা ছাড়া কি কোনও উপায় নেই? সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার ভয়ে সংবাদমাধ্যম ও সাধারণ মানুষ সবাই চিরকাল চুপ করে থাকবে?

এর ফলে সুযোগসন্ধানীরা নানা রকম অপপ্রচার করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন। দাঙ্গা-হাঙ্গামা হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। এত বছর পাশাপাশি বসবাস করার পরও সম্প্রীতির অভাব হতাশাব্যঞ্জক। আমার বিনীত জিজ্ঞাসা, আর কবে আমরা সাবালক হব?

আশিস রায়চৌধুরী
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

শিলিগুড়ির জন্য বরাদ্দ চাই

জাতীয় অর্থ কমিশনের বৈঠকে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন। এটা কোনও মতে অস্বীকার করা যায় না যে, বর্তমানে শিলিগুড়ি পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় ব্যস্ততম ও বাণিজ্যিক শহর হিসেবে সর্বস্তরের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। শুধুমাত্র রাজ্য সরকার ও পুরনিগমের নির্দিষ্ট আয় থেকে এই শহরের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন।

বিশেষ করে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির নিকটবর্তী এলাকায় আরও উন্নতমানের পরিকল্পনা যথাক্রমে রাস্তা, আবাস, পরিবহণ ইত্যাদি যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হলে নিঃসন্দেহে শহরবাসীরা একটি আধুনিক শহরে উন্নত পরিষেবার সুযোগ উপলব্ধি করতে পারবেন।

সুদীপ্ত লাহিড়ী, শিলিগুড়ি।

বাগডোগরাগামী লোকাল ট্রেন চাই

উত্তরবঙ্গের একমাত্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বাগডোগরা। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দারা বিমান ধরার জন্য বাগডোগরা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ওপর নির্ভরশীল। অনেক টাকার গাড়িভাড়া করে উল্লিখিত জেলার মানুষকে চিকিৎসা, শিক্ষা, ব্যবসা সহ নানা কাজে চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, দিল্লি, মুম্বই সহ দেশ-বিদেশের নানা জায়গায় যেতে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে বিমান ধরতে হয়।

এই অবস্থায় প্রত্যেক জেলা শহরের স্টেশন থেকে বাগডোগরা স্টেশন পর্যন্ত সকাল, দুপুর ও রাতে একটি করে লোকাল ট্রেন থাকলে উত্তরবঙ্গের আপামর জনসাধারণ ভীষণভাবে উপকৃত হবে।

সঞ্জয় চক্রবর্তী, তুফানগঞ্জ।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

এই তো বেশ ভালোই আছি আমরা

কালচিনি, মাদারিহাটের গ্রামের দিকে বহুজনের রোজগার দূষণের কারণে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। দূষণের ধারণা কারও গজায়নি।

শিমূল সরকার

প্রচুর ধোঁয়াতে নাক-মুখ জ্বলে গেল। ইট দিয়ে তৈরি অতি সাধারণ এক উনুন। সামনে বসে থাকা হাকিম কুজুরও কাশছিলেন শাক বাছছিলেন। জঙ্গলের রসদেই দিন কাটে মেন্দাবাড়ির এই বাসিন্দার। দিনের শেষে জঙ্গলের ভাঙা ডালপাতাতে উনুন ধরিয়ে রান্না চাপিয়েছেন। দূষণ হচ্ছে। নয়াদিল্লি সহ সব তাবড় শহরের আশপাশে ফসলের গোড়া পোড়ানোর দূষণ নিয়ে বিতর্ক আদালত অবধি গড়িয়েছে।

হাকিমদের সংসার এসব হিসাব কষলে চলবে? আয় বলতে জঙ্গল থেকে কাঠের টুকরো এনে রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে বেচা। জলের উৎস বাগানের নালা। বৌ চা বাগানে পাতা তোলে ঠিকায়।

কালচিনি, মাদারিহাট সহ পুরো আলিপুরদুয়ারে বহুজনের রোজগার দূষণের কারণে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। দূষণের ধারণা কারও গজায়নি। কাগজে-কলমে বাতাসের গুণমান ৮০-র আশপাশে। সন্তোষজনক বলা চলে। সেখানে দেশজুড়ে উন্নত শহরে দুশো-তিনশোর নীচে নেই। হতে পারে অর্থনৈতিক দিকে পিছিয়ে। দূষণের মাপকাঠিতে শহরকে বেমালুম হারিয়েছে ডুয়ার্স। বিকাশের মাঝেও জেলাতে ৭০ শতাংশ সবুজ। সেটা কি উন্নতি নয়?

শহুরে নাগরিকরা ক্লান্ত দূষণক্লিষ্ট! ফুসফুসে তাজা বাতাস ভরতে আসেন ডুয়ার্সে। এখন ডাক্তারবাবুরাও লেখেন না, বায়ু পরিবর্তন জরুরি। তবে এখানে এসে হাকিমদের দেখে নাক কুঁচকে থাকেন। ঘরে ঘরে টিভি নেই। আদ্যিকালের লণ্ঠন। কাঠের আগুন, বাঁশের বেড়া। অথচ অক্সিজেন ক্যান কী জানেন

না। অজানা স্মার্টফোনের ব্যবহার। শীতে আগুন পোহালেই চলে। রুম হিটার? অবাক চাউনিতে বোঝার চেষ্টা করলেন!

অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে এই সরল মানুষগুলোর অবদান কম মনে হতে পারে। কিন্তু টাকায় কি সব কিছু পরিমাপ করা উচিত। পরিবেশের দিকে? বিলকুল ভুল হবে। এঁদের হাতেই প্রকৃতি নিরাপদ। ইংরেজরা ভুটানের শাসন থেকে হাতে নেবার পর, আজও সত্তর শতাংশ বনভূমি টিকে আছে হাকিমদের দৌলতে। হাকিমরা বাকুর পরিবেশ সম্মেলন, দূষণ আইন, পর্ষদ, সবুজের কলা-কৌশল জানেন না, খায় না গায়ে মাখে? জেনে কী হবে? আজও আটকে আছেন মূল চাহিদাতে।

বিকাশের সঙ্গে প্রকৃতির কোনও ঝগড়া নেই। বিভিন্ন দেশে প্রকৃতিবান্ধব প্রযুক্তি এসে সেই বিষয়ে কাজ এগিয়ে দিয়েছে। দূষণমুক্ত জ্বলানির হাজারো পরীক্ষা চলছে দুনিয়াজুড়ে।

হাকিমরা সেই আদিম জ্বালানিতেই ভরসা রেখে চলেছেন। তাঁরা জানেন, জঙ্গল থাকলে তাঁদের পেট চলবে। না থাকলে শহরে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরতে হবে। সেই দক্ষতা অর্জন করেননি যা শহরে কাজ জুটিয়ে দেবে।

তাঁদের দিন বেশ ছোট। ভোর চারটেয় পাখির ডাকে বিছানা ছাড়েন। সূর্য ডুবলে ছোট কুঁড়েতে দীর্ঘদিন না কাচা বিছানাতে আশ্রয় নেন। কখনও দু'পাত্তর চড়িয়ে। বিনোদন বলতে গানবাজনা। রেডিও যেন বাহুল্য। শহরের ঝাঁ চকচকে রাস্তা, হাওয়ার বেগে চলা গাড়ি, শপিং মল! অজানা এক জগতের রূপকথা যেন। হাকিম কোচবিহার বা জলপাইগুড়ি শহরের নাম শুনেছেন। আজ অবধি যাওয়ার আগ্রহ দেখাননি। তা বলে কি তিনি অসুখী? আদতেও নয়। হাকিমও ভারতীয় নাগরিক। সাংবিধানিক অধিকার শহুরে নাগরিকদের থেকে বিন্দুমাত্র কম নয়। তাহলে তাঁদের পিছিয়ে পড়া বলে কেন? প্রকৃতির কোলে, পরিবেশ রক্ষায় তাঁরা কি এগিয়ে নেই? সেই মাপকাঠিতে কেন তাঁদের মেপে পুরস্কৃত করা হবে না?

সেই আদি সূচনাতে ফিরতে হয়। সুখ বিকাশ বা টাকাতে থাকে না। সেটা মানসিক অবস্থা। হাকিমকে কলকাতায় থাকার কথা বললে সজোরে না বলে মাথা নাড়েন। এই তো বেশ আছি। কবি হয়তো এইজন্যেই বলেছিলেন- দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।

(লেখক পুলিশ অফিসার। উত্তরবঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০০০

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। আড়ম্বর, জেল্লা, চড়াই পাখি ৩। দড়ি, কাছি ৫। সংযুক্তি, শুভক্ষণ ৬। অসময়, অশুভ কাল, দুর্ভিক্ষ, দুঃসময় ৮। কয়েকদিন, অল্পদিন, কতদিন ১০। পরিষ্কার করা, দোষস্খালন ১২। প্রশংসাসূচক ধ্বনি, বলিহারি, ধন্য ১৪। সাধু, সন্ন্যাসী, পুণ্যাত্মা, ধর্মপ্রাণ ১৫। মাঝিদের গানবিশেষ, শ্রেণি, পংক্তি ১৬। দুষ্টু, পাজি, শয়তান।

উপর-নীচ : ১। হাঁসজাতীয় পাখি, ক্রৌঞ্চ ২। মধুর শব্দ ৪। পালকি, ডুলি, চতুর্দোলা ৭। অবিচ্ছেদ্য অংশ, একটানা, সংস্রব ৯। যিশুখ্রিস্ট, খ্রিস্টমতে ঈশ্বর প্রেরিত মুক্তিদাতা ১০। সান্ধ্যকালীন ১১। নীলপদ্ম ১৩। চিনি বা গুড় দিয়ে তৈরি হালকা মিঠাইবিশেষ।

সমাধান ■ ৩৯৯৯

পাশাপাশি : ১। আশ্বিন ৩। ঘনঘটা ৪। মুকুর ৫। দোরগোড়া ৭। কাবু ১০। কম ১২। পানিফল ১৪। চার্বাক ১৫। জ্বলজ্বল ১৬। রণন।

উপর-নীচ : ১। আলোলিকা ২। নমুচি ৩। ঘরদোর ৬। গোলোক ৮। বুকনি ৯। হালচাল ১১। মসলিন ১৩। আকর।

বিন্দুবিসর্গ

অস্ট্রেলিয়ায় সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ অনূর্ধ্ব ষোলোদের

ক্যানবেরা, ২৮ নভেম্বর : সোশ্যাল মিডিয়ার বুঁদ তরুণ প্রজন্ম। প্রায় সারাক্ষণ কানে ইয়ারফোন গুঁজে তাঁরা মজে সামাজিক মাধ্যমে। তা থেকে ক্ষতিও কিছু কম হয় না। শিকেয় পড়াশোনা। বই পড়ার অভ্যাস চলে গিয়েছে। এমনকি সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়ে আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে। সামাজিক মাধ্যমের নেতিবাচক দিকটিকে গুরুত্ব দিয়ে অস্ট্রেলিয়া সরকার এবার দৃষ্টান্তমূলক সিদ্ধান্ত নিল। অস্ট্রেলিয়ায় অনূর্ধ্ব ষোলোদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ হল। অন্যথা হলে গুণতে হবে জরিমানা।

বিশ্বে এই প্রথম অস্ট্রেলিয়া নজরকাড়া সিদ্ধান্ত নিয়ে চমকে দিয়েছে। দ্বীপরাষ্ট্রে ষোলো বছরের কম বয়সিরা টিকটক, ফেসবুক, স্ন্যাপচ্যাট, রেডিট, এক্স হ্যান্ডল, ইন্সটাগ্রাম ব্যবহার করতে পারবে না।

অস্ট্রেলিয়ার সংসদীয় সরকারের নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস-এ বুধবার বিলটি অনুমোদিত হয়েছে। নিষিদ্ধ করার পক্ষে ভোট দিয়েছেন ১০২ এমপি। বিপক্ষে ১৩ জন। বৃহস্পতিবার অনুমোদিত হল সেনেটে। পক্ষে ভোটদাতার সংখ্যা ৩৪। বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন ১৯ জন।

অস্ট্রেলিয়ায় বৃহত্তম সংবাদমাধ্যম 'নিউজ কর্পোরেশন' নিষেধাজ্ঞাকে ব্যাপক সমর্থন জানিয়ে বলেছে, 'ছোটদের ছোট থাকতে দিন।' এক্স হ্যান্ডেলের মালিক এলন মাস্ক খোঁচা দিয়েছেন, 'এ হল সব অস্ট্রেলিয়ানের ইন্টারনেট অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ করার পিছনের দরজা।'

ইউটিউব নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত। ইউটিউব স্কুলে ব্যবহার করা হয়। ডিজিটাল ইন্ডাস্ট্রি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুনীতা বোস বলেছেন, 'এ হল ঘোড়ার আগে গাড়ি।' এদিনই শেষ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান সংসদীয় বছর। আর কয়েক মাসের মধ্যে নির্বাচন। সবক'টি প্রধান দল অনূর্ধ্ব ষোলোদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞাকে সমর্থন জানিয়েছে।

বোনের স্মরণীয় মুহূর্তের নানা ছবি মোবাইলে ক্যামেরাবন্দি করলেন দাদা। সংসদ ভবনে ঢোকার আগে প্রিয়াংকা-রাহুলের ঝলক। বৃহস্পতিবার।

সংসদে এবার একসঙ্গে তিন গান্ধি

সংবিধান হাতে সাংসদ পদে শপথ প্রিয়াংকার

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর : পরনে কেরলের ঐতিহ্যশালী সোনালি পাড়ের শ্বেতশুভ্র কাসাভু শাড়ি আর হাতে ভারতীয় সংবিধানের লাল রংয়ের পকেট সংস্করণ। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় লোকসভায় ওয়েনাড়ের সাংসদ হিসেবে শপথ নিতে গিয়ে এমনই অবতারে নিজেকে ধরা দিলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। প্রথমবারের সাংসদ হিসেবে শপথ নেওয়ার পর লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তিনি। প্রিয়াংকাকে নমস্কার জানান তাঁর দাদা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি বর্তমানে রাজ্যসভার সাংসদ। প্রিয়াংকার শপথগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সংসদে একসঙ্গে গান্ধি পরিবারের তিন সদস্য এবার প্রতিনিধিত্ব করবেন। যা সংসদের ইতিহাসে প্রায় বিরলই বলা যায়। প্রিয়াংকার পাশাপাশি এদিন নান্দেরের কংগ্রেস সাংসদ রবীন্দ্র চহ্বাণও শপথ নেন। প্রিয়াংকার শপথে হাজির ছিলেন তাঁর স্বামী রবার্ট ভদরাও।

দীর্ঘ সময় সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সাংসদ হিসেবে প্রিয়াংকার নতুন ইনিংস শুরুর ঘটনায় উজ্জীবিত কংগ্রেস। হাত শিবিরের ধারণা, রাহুল এবং প্রিয়াংকা একযোগে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালে শাসকের অস্বস্তি বাড়বে। ওয়েনাড়ে এবার

> জনগণের জরুরি বিষয়গুলি সংসদে তুলে ধরা, দেশ এবং দলের জন্য কাজ করাই আমার অগ্রাধিকার। রাহুল গান্ধিরও হাত মজবুত হবে।
>
> **প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা**

দাদার রেকর্ড ভেঙে ৪.১ লক্ষেরও বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন প্রিয়াংকা। বুধবার ওয়েনাড়ের সাংসদের হাতে জয়ের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। এদিন শপথ নেওয়ার জন্য সংসদে ঢোকার আগে নিজের ফোনের ক্যামেরায় দলীয় সদস্যদের সঙ্গে বোনের ছবি তোলেন রাহুল গান্ধি।

সংসদে প্রথম দিন কেমন গেল সেই প্রশ্নের জবাবে সাংবাদিকদের প্রিয়াংকা বলেন, 'জনগণের জরুরি বিষয়গুলি সংসদে তুলে ধরা, দেশ এবং দলের জন্য কাজ করাই আমার অগ্রাধিকার। রাহুল গান্ধিরও হাত মজবুত হবে।' তিনি সংবিধান হাতে নিয়ে কেন শপথ নিলেন সেই প্রশ্নের জবাবে কংগ্রেসনেত্রী বলেন, 'সংবিধানের ওপরে আমাদের আর কিছুই নেই। সংবিধানের নীতির জন্য আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।' অপরদিকে খাড়গে বলেন, 'প্রিয়াংকা লোকসভায় আসায় কংগ্রেসের হাত শক্ত হবে।' এদিকে রাহুল গান্ধি দীর্ঘ পাঁচ বছর ওয়েনাড়ের সাংসদ থাকা সত্ত্বেও তাঁর সেখানে কোনও ঠিকানা ছিল না। তার জন্য তাঁকে সিপিএম প্রায়ই রাজনৈতিক পর্যটক বলে কটাক্ষ করত। সেই খামতি দূর করতে এবার প্রিয়াংকা ওয়েনাড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেখানে তাঁর থাকার জন্য একটি বাড়ির খোঁজও চলছে। ৩০ নভেম্বর ওয়েনাড়ের ভোটারদের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন প্রিয়াংকা। সূত্রের খবর, কালপেট্টায় থাকতে পারেন প্রিয়াংকা।

মোদির জন্য মহিলা কমান্ডো

২৮ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির সুরক্ষায় মহিলা কমান্ডো। সংসদে যাওয়ার সময় মোদির পাশে তাঁকে দেখে চর্চা শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন মহলে। অনেকেই তাঁকে এসপিজি-র অফিসার ভেবেছেন। এসপিজিতে এখন ১০০ মহিলা কমান্ডো আছেন। মোদি সহ মহিলার ছবি একাধিক জায়গায় ভাইরাল হয়েছে। অভিনেত্রী ও সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত ছবিটি শেয়ার করেছেন। ছবি ভাইরাল হলেও তাঁর নাম জানা যায়নি।

লস্কর জঙ্গিকে ফেরাচ্ছে ভারত

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর : বেঙ্গালুরুতে নাশকতা মামলায় অভিযুক্ত লস্কর জঙ্গি সলমন রহমান খানকে দেশে ফেরাচ্ছে ভারত। বৃহস্পতিবার রোয়ান্ডার প্রশাসন অভিযুক্ত জঙ্গিকে প্রত্যর্পণ করেছে এনআইএ-র হাতে। জঙ্গি সলমন ভারত থেকে পালানোর পর আশ্রয় নিয়েছিল পূর্ব আফ্রিকার ওই দেশে। বেঙ্গালুরুর জেলে জঙ্গি নাশকতার ছকে তার যোগ পাওয়া গিয়েছে। ইন্টারপোল, রোয়ান্ডা ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো এবং অন্য একাধিক তদন্তকারী সংস্থার সম্মিলিত উদ্যোগে বুধবার রোয়ান্ডার রাজধানী কিগালি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় সলমনকে। বৃহস্পতিবার তাঁকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

মোদিকে হুমকি ফোন ধৃত মহিলা

মুম্বই, ২৮ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে খুন করার ছক কষে এক মহিলা ফোন করেছিলেন মুম্বই পুলিশের কন্ট্রোল রুমে। বুধবারের ঘটনা। পুলিশ সেই মহিলাকে আটক করে ভুয়ো ফোন-হুমকির মামলা রুজু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, মহিলার ফোন বন্ধ থাকায় প্রযুক্তির সাহায্যে তাঁকে চিহ্নিত করা হয়। তিনি আটক হয়েছেন কান্দিভেলি থেকে।

বিস্ফোরণ

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর : বিস্ফোরণে ফের কাঁপল উত্তর দিল্লির প্রশান্ত বিহার এলাকা। বৃহস্পতিবার পিভিআর কমপ্লেক্সের কাছে বিখ্যাত বংশীওয়ালা মিষ্টির দোকানের সামনে জোরাল বিস্ফোরণ হয়। ঘটনাস্থলে সাদা গুঁড়ো জাতীয় পদার্থ মিলেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ ও দমকলের চারটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। কী থেকে বিস্ফোরণ, কোনও নাশকতামূলক ঘটনা কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বাংলাদেশ নিয়ে রাজ্যসভায় প্রশ্ন

কড়া হচ্ছেন মোদি, নিন্দা মমতারও

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর : ইসকন কাণ্ডের আঁচে পুড়ছে ভারত-বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক।

চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারি এবং চট্টগ্রামের আইনজীবীকে কুপিয়ে খুন করার পর থেকে বাংলাদেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের জান-মালের ওপর আক্রমণ-অত্যাচার ক্রমশ বাড়ছে। ইসকনকে শেষমেশ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা না করা হলেও শিবচর সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বলপূর্বক সংগঠনের কেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে বলে খবর মিলেছে। এই পরিস্থিতিতে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারকে বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দু সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার বার্তা দিয়েছে মোদি সরকার। চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারি এবং তার জেরে বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের ঘটনার নিন্দা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

এদিকে ওপার বাংলায় হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় নয়াদিল্লি সুর চড়াতেই পালটা ভারতবিদ্বেষও বাড়তে শুরু করেছে পাল্লা দিয়ে। সামাজিক মাধ্যমে প্রতিনিয়ত ভারতবিদ্বেষী প্রচার চলছে। কোথাও বলা হচ্ছে, ভারত যদি চট্টগ্রাম নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করে তাহলে শিলিগুড়ির চিকেনস নেক নিয়ে পালটা কৌশল নেওয়া হবে। আবার কোথাও ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননা করার ছবি ধরা পড়েছে। বাংলাদেশের অগ্রণী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'বুয়েট'-এর প্রবেশদ্বারে রাখা ভারতের জাতীয় পতাকা ছবি আঁকা একটি কার্পেটের ওপর হেঁটে যাওয়ার নিদান দেওয়া হয়েছে সেখানকার পড়ুয়াদের। সেই ছবি ধরা পড়েছে একটি সামাজিক মাধ্যমে।

বাংলাদেশের বুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ভারতের পতাকার অবমাননা।

কিন্তু তাতে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনায় কঠোর অবস্থান নিতে দ্বিধা করছে না মোদি সরকার। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে অবহিত করেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারির বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয় তাঁদের মধ্যে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার সংসদের উভয় কক্ষে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে বিবৃতি দিতে পারেন বিদেশমন্ত্রী। তার আগে বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং ওপার বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে একটি প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ এবং তাঁদের উপাসনাস্থলের সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের। এবছর দুর্গাপুজোর সময় ঢাকার তাঁতিবাজারের একটি পুজো মণ্ডপে হামলা এবং সাতক্ষীরার যশোরেশ্বরী কালি মন্দিরে চুরির ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিদেশ প্রতিমন্ত্রীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সহ সমস্ত নাগরিকের জীবন এবং স্বাধীনতা রক্ষা করা সেদেশের সরকারের প্রধান দায়িত্ব।

বাংলাদেশের ঘটনা সম্পর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'যেকোনও ধর্মের ওপর হিংসার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়।' বাংলাদেশ ইস্যুতে কেন্দ্রকে সমর্থনের বার্তা দিয়ে তৃণমূলনেত্রী এদিন বিধানসভায় বলেন, 'এটা দুটো দেশের বিষয়। এখানে রাজ্যের কিছু বলা উচিত নয়। তাছাড়া এক্ষেত্রে রাজ্যকে তো যুক্ত করা হয় না। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশ নীতি যা হবে তা আমরা মেনে নেব।' কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরও বাংলাদেশের পরিস্থিতি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ঝাড়খণ্ডে ফের হেমন্তরাজ

শপথের মঞ্চে 'ইন্ডিয়া শাইনিং'

হেমন্ত সোরেনের শপথে শামিল রাহুল-মমতারা। বৃহস্পতিবার রাঁচিতে।

রাঁচি, ২৮ নভেম্বর : রাজকীয় প্রত্যাবর্তন বোধহয় একেই বলে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে দুর্নীতির দায়ে হেমন্ত সোরেনকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। গ্রেপ্তারির ঠিক আগে মুখ্যমন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। বছর ঘোরার আগে বিপুল ভোটে জিতে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চতুর্থবার শপথ নিলেন সেই হেমন্ত সোরেনই। বৃহস্পতিবার রাঁচির মোরাদাবাদী গ্রাউন্ডে 'ইন্ডিয়া'র শীর্ষ নেতা-নেত্রীদের সামনে হেমন্তকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল সন্তোষকুমার গাঙ্গোয়ার। তবে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া এদিন আর কোনও মন্ত্রী শপথ নেননি। সূত্রের খবর, মন্ত্রীসভায় জেএমএম, কংগ্রেস এবং আরজেডি ক'জন করে মন্ত্রী পাবে তা নিয়ে এখনও দর কষাকষি চলছে 'ইন্ডিয়া'য়। তাছাড়া কোন দলের হাতে কোন দপ্তর যাবে তা নিয়েও এখনও পর্যন্ত কোনও ঐকমত্যে পৌঁছোতে পারেনি শরিক দলগুলি।

এদিন হেমন্তের শপথে হাজির ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন, সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব, আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল, তাঁর স্ত্রী সুনীতা, দলের সাংসদ রাঘব চাড্ডা, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। হাজির ছিলেন বর্ষীয়ান জেএমএম সুপ্রিমো শিবু সোরেনও। হরিয়ানা, মহারাষ্ট্রে হারলেও জম্মু ও কাশ্মীর এবং ঝাড়খণ্ড জিতে কোনওমতে মুখরক্ষা হয়েছে ইন্ডিয়া জোটের। ঝাড়খণ্ডের ৮১টি আসনের মধ্যে জেএমএম ৩৪, কংগ্রেস ১৬, আরজেডি ৪ এবং সিপিআই (এম-এল) লিবারেশন ২টি আসন জিতেছে। যেহেতু মন্ত্রীসভায় ১২ জনের বেশি সদস্য রাখা যাবে না তাই কংগ্রেসকে ৪টি, আরজেডি এবং লিবারেশন ১টি করে মন্ত্রী পাবে।

বাংলাদেশে উদ্বেগ প্রধান বিচারপতিরও

ঢাকা, ২৮ নভেম্বর : সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে বেনজির ঘটনা ও জেলা আদালতে সাম্প্রতিক সময়ে আপত্তিকর পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই উদ্বেগের কথা জানিয়েছে। আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত এবং আদালতের ভাবমূর্তি বজায় রাখতে দেশের প্রতিটি আদালত ও ট্রাইবিউনাল প্রাঙ্গণ, এজলাস, বিচারপতিদের বাসভবন, বিচারক, কর্মচারী সহ আদালত-সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার জন্য প্রধান বিচারপতি দেশের সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন।

বুধবার দুপুরের দিকে ষোড়শ সংশোধনীর রায়ে বিএনপি-র প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে নিয়ে 'আপত্তিকর' মন্তব্যের অভিযোগে হাইকোর্ট বিভাগের একটি দ্বৈত বেঞ্চের নেতৃত্বদানকারী বিচারপতিকে বেঞ্চ থেকে নেমে যেতে বলেন একদল আইনজীবী। তখন দুই বিচারপতি বেঞ্চ থেকে নেমে যান। ওই সময় বিচারপতিকে নিশানা করে ডিম ছুড়তে দেখা যায় কিছু আইনজীবীকে।

সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২৭ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে যে নজিরবিহীন অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে তা উদ্বেগের। সুপ্রিম কোর্ট সামগ্রিক ঘটনাবলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। সব প্রতিকূলতা ও অনভিপ্রেত পরিস্থিতি সত্ত্বেও দেশের আদালতগুলিতে বিচার পরিষেবা দান অব্যাহত রয়েছে। প্রধান বিচারপতি দেশের আদালতগুলিতে এই ধরনের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি রুখতে ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেছেন।

মেয়াদ বাড়ল জেপিসির

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর : লোকসভায় বৃহস্পতিবার ২০২৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত জেপিসির (যৌথ সংসদীয় কমিটি) মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। বুধবারের বৈঠকে বিরোধীদের চাপের মুখে সর্বসম্মতভাবে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। শাসক ও বিরোধী উভয়পক্ষের সমর্থনেই মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এদিন লোকসভায় জেপিসির চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পেশ করেন। জেপিসির মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে বিরোধী দল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং শাসক বিজেপি সকলেই স্বাগত জানিয়েছে। সমাজবাদী পার্টির প্রবীণ সাংসদ ও অধ্যাপক রামগোপাল যাদব বলেন, 'কমিটির কাজ বিশদভাবে সম্পন্ন করার জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দ্রুত রিপোর্ট জমা দিলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে।'

কংগ্রেসের সাংসদ প্রমোদ তিওয়ারির মন্তব্য, 'ওয়াকফ জেপিসি সঠিক পথে কাজ করেনি। বাজেট অধিবেশনের মেয়াদ পর্যন্ত কমিটির কাজ চালানোর সিদ্ধান্ত যথাযথ।' তৃণমূলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'অনেক রাজ্যের বক্তব্য এখনও শোনা হয়নি। নতুন মেয়াদে সব পক্ষের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রস্তুত করা হবে।' তৃণমূলের লোকসভার নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্তকে 'সঠিক ও সময়োপযোগী' হিসেবে উল্লেখ করেন।

সংবিধান নিয়ে আলোচনার দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর : সংবিধান নিয়ে আলোচনার মাধ্যমেই কাটুক সংসদের অচলাবস্থা, প্রস্তাব তৃণমূল কংগ্রেসের। দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু হতে চলা এই আলোচনায় অংশ নেবেন তৃণমূলের সাংসদরা। তবে আলোচনাকে প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করে বাংলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে দলের। এই বিষয়ে তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং তাঁর প্রস্তাবে স্পিকার সম্মতি জানিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

তৃণমূলের মতে, একটিমাত্র ইস্যুতে সংসদ অচল রাখা উচিত নয়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সংসদে তুলে ধরার জন্য ছয়টি ইস্যু নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে বেকারত্ব এবং বাংলার বঞ্চনার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পাবে। আগামী সোম ও মঙ্গলবার লোকসভায় সংবিধান নিয়ে আলোচনা হবে। এই আলোচনায় বাংলাকে আর্থিকভাবে অবরুদ্ধ করে রাখার প্রতিবাদ জানাবে তৃণমূল। দলের পক্ষ থেকে সংবিধান নিয়ে আলোচনায় বক্তব্য রাখার কথা দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি বলেন, 'সংসদের অচলাবস্থা কাটানোর পথ বের করতে হবে। সংবিধান নিয়ে আলোচনায় ঐকমত্যে পৌঁছনো গিয়েছে। তবে বুধবার থেকে কংগ্রেস কী ভূমিকা নেবে, তা বলা কঠিন।' আদানি কেলেঙ্কারিতে জেপিসির (যৌথ সংসদীয় কমিটি) দাবিতে সংসদে প্রতিদিন স্লোগান দিয়ে অচলাবস্থা তৈরির ঘটনায় কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে বিরক্ত তৃণমূল। যদিও তৃণমূল শিবিরের বক্তব্য, 'আদানি ইস্যুতে আমরাও আলোচনা চাই, তবে তার জন্য নির্দিষ্ট দিন বরাদ্দ করা হোক। এইভাবে প্রতিদিন সংসদের কাজ বন্ধ রাখা উচিত নয়।' তৃণমূলের এই অবস্থানকে সমর্থন জানিয়েছে শিবসেনার উদ্ধব শিবির, এনসিপির শারদ পাওয়ার গোষ্ঠী এবং সমাজবাদী পার্টি।

আসন বদল চান সুখেন্দু

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে দলের বিপরীত অবস্থান নিয়ে বিরাগভাজন হয়েছেন একসময়ের মমতা-ঘনিষ্ঠ রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। সম্প্রতি কালীঘাটে দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকেও তিনি ডাক পাননি, যা জল্পনা বাড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহ শেষ হতে চললেও এখনও পর্যন্ত সংসদে অনুপস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের সুখেন্দুশেখর। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই তিনি রাজ্যসভায় তাঁর আসন পরিবর্তনের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকরকে। তবে সেই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, 'এই বিষয়ে তাঁরা কিছুই জানেন না। সিদ্ধান্ত যদি নিতেই হয়, সেটা নেবেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান।'

তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে আমন্ত্রণ না পাওয়ায় নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে প্রবীণ নেতা

ধনকরকে চিঠি

ও সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়কে ঘিরে। আরজি কর মেডিকেল কলেজ কাণ্ডে দলের অবস্থানের বিরুদ্ধে সরব হওয়া থেকে তাঁর সঙ্গে দলের দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের অনুমান। যদিও সুখেন্দুশেখর আগেই দলত্যাগের গুঞ্জন নাকচ করেছেন, তবুও এই বৈঠকে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত না করা এক নতুন বার্তা দিচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতার কথায়, 'আরজি কর কাণ্ডে যেভাবে দলের বিপরীতে হেঁটে আলাদা বার্তা দিয়েছিলেন সুখেন্দু, তাতেই দল তাঁর ওপর রুষ্ট।' তৃণমূল সূত্রে খবর আগামী দিনে সংসদে দলীয় সাংসদদের সাথে একসাথে বসার অস্বস্তি কাটাতেই সুখেন্দুশেখর রায় রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে চিঠি লিখে তাঁর আসন আলাদা করার আবেদন জানিয়েছেন।

আজমের শরিফ নিয়ে কেন্দ্রকে নোটিশ

জয়পুর, ২৮ নভেম্বর : আজমের শরিফ দরগা কি আগে শিব মন্দির ছিল? এই নিয়ে একটি পিটিশনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক, প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগ (এএসআই) এবং আজমের দরগা কমিটিকে নোটিশ পাঠাল রাজস্থানের আজমের আদালত। সম্প্রতি একটি পিটিশনে দাবি করা হয়েছে, ১৩ শতকের সুফি সাধক খাজা মইনুদ্দিন চিশতির দরগা আসলে একটি প্রাচীন শিব মন্দির ছিল এবং এর কাঠামো সমীক্ষার প্রয়োজন।

হিন্দু সেনার প্রধান বিষ্ণু গুপ্ত আবেদনে জানিয়েছেন, আজমের দরগা একসময় 'সংকটমোচন মহাদেব মন্দির' নামে পরিচিত ছিল। তাই সেখানে হিন্দুদের পূজা ফের চালু করা উচিত। এই দাবি প্রমাণের জন্য তিনি এবং তাঁর আইনজীবী যোগেশ সিরোজা, হরবিলাস সর্দার ১৯১০ সালে প্রকাশিত একটি বইয়ের তথ্য উল্লেখ করেন।

আজমের দরগার সামনে পুণ্যার্থীদের ভিড়। বৃহস্পতিবার।

হরবিলাস তাঁর বই 'আজমের : হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড ডেস্ক্রিপটিভ'-এ দাবি করেছেন, দরগার ভূগর্ভস্থ কক্ষে একটি 'মহাদেব মন্দিরের' অস্তিত্ব ছিল। তাঁর বইয়ে লেখা হয়েছে, 'ভূগর্ভস্থ কক্ষে মহাদেবের একটি মূর্তি রয়েছে, যেখানে প্রতিদিন এক ব্রাহ্মণ পরিবার চন্দন মাখিয়ে যেত। দরগা কর্তৃপক্ষ এখনও 'ঘড়িয়ালি' বা ঘণ্টা বাজানোর ঐতিহ্য রক্ষা করেন।'

ঝাড়খণ্ডে শ্রদ্ধা কাণ্ডের ছায়া

রাঁচি, ২৮ নভেম্বর : ঝাড়খণ্ডেও এবার দিল্লির শ্রদ্ধা-কাণ্ডের ছায়া। লিভ-ইন সঙ্গিনীকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে শ্বাসরোধ করে খুনের পর দেহ ৫০ টুকরো করে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ঝাড়খণ্ডের এক তরুণের বিরুদ্ধে। নিহত তরুণীর নাম গঙ্গি কুমারী (২৪)। অভিযুক্তের নাম নরেশ বেঙরা (২৫)। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটে প্রায় দু'সপ্তাহ আগে খুঁটি জেলায়। ২৪ নভেম্বর রাস্তার কুকুরের মুখে মানুষের দেহাংশ দেখতে পাওয়ার পর খুনের বিষয়টি সামনে আসে। নরেশ ও গঙ্গি ঝাড়খণ্ডের জোড়দাগ গ্রামের বাসিন্দা হলেও কর্মসূত্রে দুজনেই থাকতেন তামিলনাড়ুতে। নরেশ একটি মাংসের দোকানে কসাইয়ের কাজ করতেন।

পুলিশ জানিয়েছে, বেশ কয়েকবছর ধরে একত্রবাস

সঙ্গিনীকে খুন করে ৫০ টুকরো

করছিলেন নরেশ এবং গঙ্গি। কিন্তু নরেশ খুঁটিতে ফিরে গিয়ে গোপনে বিয়ে করেন অন্য এক মহিলাকে। বিয়ের পর নববধূকে গ্রামের বাড়িতে রেখে নরেশ ফিরে যান তামিলনাড়ুতে। ৮ নভেম্বর গঙ্গির অনুরোধে খুঁটিতে ফেরেন তাঁরা। সেখানে পৌঁছোনোর পর নরেশকে

তাঁর গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন গঙ্গি। এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়। গঙ্গি নরেশকে বলেন, 'হয় আমাকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে চলো, নয়তো সব টাকা ফেরত দাও।' এরপর নরেশ গঙ্গিকে গ্রামের বাড়িতে না নিয়ে গিয়ে একটি জঙ্গলে নিয়ে যান। অভিযোগ, সেখানেই তিনি প্রথমে গঙ্গির পরনের ওড়না দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করেন। এরপর দেহ লোপাট করতে তা পঞ্চাশ টুকরো করে জঙ্গলের যত্রতত্র ছড়িয়ে দেন।

গত রবিবার রাস্তার কুকুরের মুখে মানবদেহাংশ উদ্ধার হওয়ার পর তদন্তে নেমে জঙ্গল থেকে দেহাবশেষ উদ্ধার করে পুলিশ। সেখানেই পাওয়া যায় নিহত তরুণীর আধার কার্ড এবং একটি ব্যাগ। সেগুলি শনাক্ত করেন গঙ্গির মা। জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয় রক্তমাখা দা এবং কোদাল। সেইসব সূত্র ধরেই গ্রেপ্তার করা হয় নরেশকে।

ভালো স্কুল

প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছা আর পরিকল্পনা

সামসুল আলম

প্রধান শিক্ষক, মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল (ফাঁসিদেওয়া)

শিক্ষা প্রত্যেক শিশুর মৌলিক অধিকার। বর্তমান সময়ে অভিভাবকদের একটা বড় অংশ সরকারি বা সরকারপোষিত বিদ্যালয়ের তুলনায় বেসরকারি বিদ্যালয়ের ওপর ভরসা করেন বেশি। এর মূল কারণ, বেসরকারি ক্ষেত্রে উন্নতমানের পরিকাঠামো, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, পরিবেশ এবং আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি। তবে সকলের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি সমান নয়। তাছাড়া বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর অবস্থান শহর বা জনবহুল এলাকাকেন্দ্রিক। তাই 'সকলের জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করতে সরকারি এবং সরকারপোষিত স্কুলের বিকল্প কেউ হতে পারে না বলে আমি মনে করি।

সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং আগামী প্রজন্মের সুন্দর ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি আধিকারিকদের আরও বেশি সচেতন এবং দায়িত্ববান হতে হবে। সদিচ্ছা থাকলে সরকারি ক্ষেত্রেও উন্নতমানের পরিষেবা দেওয়া সম্ভব। এতে প্রতিটা শিশু উন্নতমানের শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে। সমাজে শিক্ষার সুষম প্রসার ঘটবে। এখানে আমার কিছু ভাবনা নিয়ে আলোচনা করছি।

পরিকাঠামো উন্নয়ন

অধিকাংশ সরকারি এবং সরকারপোষিত বিদ্যালয়ে পরিকাঠামোয় যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। যেমন, উন্নতমানের শ্রেণিকক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, গ্রন্থাগার, পর্যাপ্ত পরিচ্ছন্ন শৌচালয়, পড়ুয়াদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি। এধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারি অনুদানের অপেক্ষায় থাকলে মুশকিল। পরিচালন সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন সংস্থা থেকে CSR (কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি) ফান্ডের ব্যবস্থা করতে পারলে ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নত করা যায়। এছাড়া বড় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এধরনের ফান্ড ব্যবহার করে রাজ্যের বেশ কয়েকটি সরকারি স্কুল পরিকাঠামো উন্নতি করে বেসরকারি বিদ্যালয়ের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। যদিও সংখ্যাটা হাতেগোনা মাত্র।

খেলার সরঞ্জাম

শুধু পড়াশোনা নয়, উৎসাহ দিতে হবে খেলাধুলোতেও। একটা শিশুর সামগ্রিক বিকাশের জন্য এবং শরীর সুস্থ রাখতে এর কোনও বিকল্প নেই। অধিকাংশ সরকারি বিদ্যালয়ে ফুটবল আর ক্রিকেটের সরঞ্জাম থাকে। সেক্ষেত্রেও ম্যাচ হয় অনিয়মিত। এর বাইরে টেবিল টেনিস, ভলিবল, বাস্কেটবল এবং ব্যাডমিন্টনের সরঞ্জাম রাখা যেতে পারে। একজন শিক্ষকের গাইডেন্সে সেগুলো ব্যবহার করবে পড়ুয়ারা। দুটো ক্লাসের মধ্যে ম্যাচ আয়োজন করা যেতে পারে। পড়ুয়াদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে সম্প্রতি দিল্লির সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে সুইমিং পুলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নিয়মমাফিক অ্যাথলেটিক্সের মহড়া চাই। আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতায় জেলা বা রাজ্য স্তরে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা করবেন ক্রীড়ার দায়িত্বে থাকা শিক্ষক।

শিক্ষাদানের পদ্ধতি

পড়ুয়াদের পঠনপাঠনে আগ্রহ বাড়াতে শ্রেণিকক্ষে আধুনিক শিক্ষাদানের পদ্ধতির উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন- স্মার্ট বোর্ড, প্রোজেক্টর এবং মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি দীর্ঘদিন ধরে এসব ব্যবহার করছে। সরকারি অনুদান কিংবা সিএসআর ফান্ডের সাহায্যে এসব কেনা যেতে পারে।

পানীয় জল ও শৌচাগার

বিদ্যালয় ভবনের অন্যতম অংশ হল শৌচাগার। পরিস্রুত পানীয় জলের পাশাপাশি ছেলে এবং মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচাগার থাকবে। সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। পড়ুয়াদের সেটা ব্যবহারের সঠিক নিয়ম দাঁড়িয়ে থেকে শেখাবেন শিক্ষকরা। ছাত্রছাত্রী অনুপাতে শৌচাগার অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম থাকে। ঠিকঠাকভাবে পরিষ্কার না করায় সেগুলো ব্যবহারে অনীহা দেখা যায়। আমার মতে, সঠিক স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী এক ঘণ্টা পরপর শৌচাগার সাফাই করা প্রয়োজন। এছাড়া বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য ব্যারিয়ার ফ্রি টয়লেট বানাতে হবে।

সাজসজ্জা

কথায় বলে প্রথমে দর্শনধারী, তারপর গুণবিচারী। প্রতিষ্ঠানের সাজসজ্জা আকর্ষণ করে পড়ুয়া, অভিভাবকদের। শ্রেণিকক্ষ, প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কক্ষ, পাঠাগার ইত্যাদি জায়গা ফুলদানি, মনীষীদের ছবি, মডেল ইত্যাদি দিয়ে সাজানো যায়। দেওয়ালে সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য লেখা এবং ছবি আঁকা যেতে পারে। শিশুদের সৃজনশীলতাকে উৎসাহ দিতে তাদের কাজ অর্থাৎ দেওয়াল পত্রিকা, ছবির কোলাজ, মাটি কিংবা রঙিন কাগজ দিয়ে তৈরি সামগ্রী দিয়ে সাজানো যেতে পারে।

পরিচ্ছন্নতা

যে কোনও বেসরকারি বিদ্যালয়ে ঢুকলে আমাদের নজর কাড়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। অপরদিকে, বহু সরকারি বিদ্যালয়ে তার বিপরীত ছবি দেখা যায়। স্কুলের উঠোন থেকে ক্লাসরুম, শৌচাগার যেন সবসময় পরিষ্কার থাকে। এতে বড় ভূমিকা নিতে হবে পড়ুয়াদের। তাদের সুঅভ্যাস তৈরির দায়িত্ব শিক্ষকদের। স্কুলে শেখা দায়িত্ববোধ সামগ্রিকভাবে তাদের সুস্থ জীবনযাপনে সাহায্য করবে।

সংস্কৃতিচর্চা

নাচ, গান, আবৃত্তি এবং নাটক ইত্যাদির চর্চা ভীষণভাবে জরুরি। বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও বেশ কিছু বিদ্যালয়ে শনিবার ক্লাসের পর ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। অল্প সময়ের সেই অনুষ্ঠানে অংশ নিলে পড়ুয়াদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। তাদের দেখে বাকিরা উৎসাহিত হয়। সকলের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে গান বা আঁকা শেখা সম্ভব নয়। স্কুলের কোনও শিক্ষক বা শিক্ষিকা এসব ব্যাপারে পারদর্শী থাকলে, তাঁদের দায়িত্ব নিয়ে পড়ুয়াদের শেখাতে হবে। সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে সংস্কৃতিচর্চার অভ্যাস তৈরি করলে ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসতে আগ্রহী হয়ে উঠবে।

কেরিয়ার কাউন্সেলিং

ফার্স্ট জেনারেশন লার্নাররা বাড়ি থেকে সঠিক সময়ে সঠিক পরামর্শ পায় না। তাছাড়া শিক্ষাগত এবং ব্যক্তিগত সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় কমবেশি সব পড়ুয়াকে, তাই বিদ্যালয়ে কেরিয়ার কাউন্সেলিংয়ের আয়োজন ছোটদের সঠিক দিশা দেখাতে পারবে।
এছাড়া মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে বিশেষ শিবির করা যেতে পারে। স্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগিতায় একজন কাউন্সিলার এসে পড়ুয়াদের সঙ্গে
কথা বলবেন।

ছবি : বিশ্বজিৎ কুণ্ডু

সকলের সহযোগিতা

অভিভাবক, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কিংবা পুরসভা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করা যেতে পারে। বিশেষ করে অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করা উচিত। বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতিতে সমস্ত স্তরের মানুষ যুক্ত থাকলে, সেটা নিসন্দেহে খুব ভালো।

সচেতনতা

পড়ুয়াদের সুস্বাস্থ্য এবং পুষ্টির প্রতি জোর দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি সপ্তাহ বা মাসে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং সরকারি চিকিৎসক কিংবা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে। বাড়িতেও যাতে ছোটরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে, সেই সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন।

অন্দরান ফুলবাড়ি জুনিয়ার বেসিক স্কুল

শিশুসভায় স্থানীয় সমস্যার কথা

গৌতম দাস

অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্দরান ফুলবাড়ি জুনিয়ার বেসিক স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে আয়োজন হয়েছিল শিশুসভা। সেখানে পড়ালেখা সম্পর্কিত নানারকম সমস্যার বাইরেও ছোটরা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের ভালোমন্দ, চাওয়াপাওয়ার কথা ভাগ করে নিল শিক্ষকদের সঙ্গে। এই যেমন, চতুর্থ শ্রেণির অনীক দাস। সে জানাল, তার ফুটবল খেলতে ভালো লাগে। তার বাড়ি থেকে স্কুলে আসার রাস্তাটি পাকা। তবে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের দরিয়াবলাই রোড সংলগ্ন এলাকায় স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সালে। প্রতি শনিবার আনন্দ পরিসরে নাচগান, আবৃত্তি, কুইজ, যোগ, খেলাধুলো, ব্রতচারী ইত্যাদি হয়ে থাকে। গত সপ্তাহের শনিবার আয়োজন হয়েছিল শিশুসভা। স্কুলের সব পড়ুয়াই সেখানে উপস্থিত ছিল। তাদের প্রত্যেককে ধরে ধরে জানতে চাওয়া হয় কার কোন খেলা পছন্দ। সেসব শুনে তালিকা তৈরি করে ফেলেন শিক্ষকরা।

তালিকা অনুযায়ী কী কী সরঞ্জাম কিনতে হবে, কত টাকা লাগবে, তার একটি আনুমানিক বাজেটও তৈরি করা হয়েছে। স্কুলে আসার পথে কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, রাস্তা পাকা না কাঁচা, কোথাও ভাঙা কিংবা খানাখন্দ রয়েছে কি না, নিরাপত্তা কেমন ইত্যাদি প্রশ্ন উঠে আসে। পড়ুয়া প্রীতি পাল জানিয়েছে, স্কুলের সামনের রাস্তা দিয়ে তুফানগঞ্জ থেকে কোচবিহারগামী অসংখ্য বাইক, ছোট গাড়ি প্রচণ্ড গতিতে চলাচল করে। স্কুলের সামনে ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হলে গাড়িগুলোর গতি কিছুটা কমবে, সেইসঙ্গে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও। পাশাপাশি স্কুলে পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থার আর্জি জানিয়েছে সে।

অন্দরান ফুলবাড়ি-১ পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় আয়োজিত শিশুসভা থেকে উঠে আসা এলাকার নানা সমস্যা লিখিত আকারে পাঠানো হয়েছে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে। পরবর্তীতে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ সেই সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করবে বলে জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষক সামসুল হুদা। বললেন, 'বছরে একবার শিশুসভা হয়। এতে পড়ুয়াদের সঙ্গে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা হওয়ায় এলাকার রাস্তাঘাট সহ অন্যান্য সমস্যা দ্রুত মেটানো যায়।'

চ্যাংরাবান্ধা উচ্চবিদ্যালয়

ডেঙ্গি রোখার উপায় জানল পড়ুয়ারা

শতাব্দী সাহা

মশাবাহিত রোগ নিয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চ্যাংরাবান্ধা উচ্চবিদ্যালয়ে আয়োজন করা হয়েছিল একদিবসীয় শিবির। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন মেখলিগঞ্জ সদর মহকুমা হাসপাতালের এপিডেমিওলজিস্ট সমীর দত্ত। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের আরও কর্মী।

বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য বিষয়ক নোডাল টিচার রত্না ঘোষের কথায়, 'ডেঙ্গি প্রতিরোধে কী কী করণীয়, পড়ুয়াদের মাধ্যমে সেই তথ্য অভিভাবকদের কাছে পৌঁছে যায় সহজে। বাড়ির আশপাশের মানুষকেও সচেতন করতে পারে ছোটরা। সেজন্য এই শিবিরের আয়োজন।'

দশম শ্রেণির পড়ুয়া ইয়াসমিন খাতুনের কথায়, 'ফুলহাতা পোশাক পরা, বাড়ি আর স্কুলের চারদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, কোথাও জল আর আবর্জনা জমতে না দেওয়া ইত্যাদি একাধিক উপায় জেনেছি এদিন।'

দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র আরমান আলি বলছিল, 'অনেকদিন ধরে জ্বর না কমলে বাড়ি বসে না থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে রক্ত পরীক্ষা করাতে বলেছেন ডাক্তাররা।'

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বাবুলাল সিংয়ের বক্তব্য, 'ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত রুখতে সতর্কতা অবলম্বন না করলে বড় বিপদ হবে। তাই বিদ্যালয়ে শিবিরের আয়োজন করা হয় পড়ুয়াদের স্বার্থে। বার্ষিক পরীক্ষার পর স্বাস্থ্য শিবির আয়োজনের ইচ্ছে রয়েছে। বাচ্চারা বেশ কিছু প্রশ্ন করেছে। সরাসরি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে উত্তর পেয়ে ওরা উপকৃত।'

পড়াশোনার সুবিধায় চালু স্মার্ট ক্লাস

আলিপুরদুয়ার শোভাগঞ্জ সদানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্মার্ট ক্লাসের উদ্বোধন হল। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রিমি সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষকদের মতে, অডিও-ভিজুয়াল ক্লাসে পড়ুয়াদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। সেই ভাবনা থেকে প্রতিষ্ঠানে স্মার্ট ক্লাসের ব্যবস্থা করেছেন তাঁরা। বিগত অর্থবর্ষের সরকারি বরাদ্দের কিছু অংশ বাঁচিয়ে কেনা হয়েছে প্রোজেক্টর। খরচ কমাতে ল্যাপটপের বদলে আপাতত স্মার্টফোন ব্যবহার করছেন শিক্ষকরা। তবে পরবর্তীতে ল্যাপটপ কেনার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, সপ্তাহে একদিন পড়ুয়াদের স্মার্ট ক্লাস হবে। সেইমতো শিক্ষকরা রুটিন তৈরি করবেন। একসঙ্গে প্রায় একশোজন বসতে পারে, এমন শ্রেণিকক্ষ বেছে নেওয়া হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়ের সঙ্গে সংগতি রেখেই হবে স্মার্ট ক্লাস।

সদানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মলয়কুমার মিত্র বলেন, 'স্মার্ট ক্লাসের মাধ্যমে পঠনপাঠনকে আরও সহজবোধ্য করে তোলা সম্ভব। এছাড়া নতুন প্রজন্ম অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে বেশি স্বচ্ছন্দ। ফলে তাদের আগ্রহ বাড়বে।'

স্মার্ট ক্লাস উদ্বোধন উপলক্ষ্যে গোটা বিদ্যালয় সাজিয়ে তোলা হয়। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল অভিভাবকদেরও।

থানায় পুলিশকাকুদের কাজ দেখল খুদেরা

অভিজিৎ ঘোষ

দুপুরের চড়া রোদে সোনাপুর পুলিশ ফাঁড়ি থেকে বেরোচ্ছিল অরূপ রায়, আলিফ মিয়াঁরা। বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই, বরং সবার চোখেমুখে নতুন কিছু জানার আনন্দটা স্পষ্ট। এমন সুযোগ তো আর সহজে মেলে না। থানায় গিয়ে পুলিশকাকুদের কাছ থেকে তাঁদের জীবনের গল্প শুনল খুদেরা। দিনশেষে পুলিশ হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বাড়ি ফিরল অনেকেই। এমনকি পুলিশকাকুদের কথা খাতায় লিখেও নিয়েছে আলিফ।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর ফাঁড়িতে গিয়ে এই ছবি দেখে প্রথমে একটু অবাক লেগেছিল। নীল-সাদা স্কুলের পোশাকে এতজন বাচ্চা পুলিশের কাছে? এটা তো রোজকার চেনা ফাঁড়ি নয়! পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে স্পষ্ট হল, ওরা আলিপুরদুয়ার জেলার সোনাপুর বিকে হাইস্কুলের ছাত্র। ফাঁড়িতে আসার কারণ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ। বিষয়টি আরও পরিষ্কার হল ছাত্রদের সঙ্গে ফাঁড়িতে আসা শিক্ষক ভূপেন বর্মনের সঙ্গে কথা বলে। তিনি বললেন, 'বাচ্চারা রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাওয়ার সময় ফাঁড়ি দেখে দূর থেকে। ভেতরে কী রয়েছে, সেটা জানার ইচ্ছে অনেকদিনের। তাই পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে বাচ্চাদের আনা হয়েছিল।' বাচ্চাদের আগ্রহ শুনে অনুমতি দেওয়া হয়, জানালেন সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি অমিত শর্মা।

স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চম শ্রেণির প্রায় ১২০ জন ছাত্রকে পুলিশ ফাঁড়িতে আনা হয়েছিল। তাদের সঙ্গে গাইড হিসেবে ছিল দশম আর একাদশ শ্রেণির দাদারা। আলাদা গ্রুপ করে বাচ্চাদের ঘুরিয়ে দেখানো হয় সবকিছু। ফাঁড়ির এএসআই ভবানীপ্রসাদ রায় বাচ্চাদের অফিসার রুম, জিডি রুম, ওসি অফিস, লক আপ, আর্মস রুম, কম্পিউটার রুম, ব্যারাক চিনিয়ে দেন। পুলিশের দৈনন্দিন কী কী কাজ, সেসব জানানো হয় পড়ুয়াদের।

পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র কিরণ বর্মনের কথায়, 'পুলিশকাকুদের আমার বরাবর ভালো লাগে। আজকে আরও কাছ থেকে দেখলাম। বড় হয়ে আমি পুলিশই হব।' ফাঁড়ি থেকে বেরিয়ে স্কুলের শিক্ষকরা বাচ্চাদের এই পরিদর্শনের ওপর বাড়ির কাজ দেন। কেমন অভিজ্ঞতা হল, সেটা নিয়ে রচনা বা গল্প লিখতে বলা হয় সবাইকে। আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়ে যায় সৃজন সাহা, অমিত বর্মন সহ বাকিরা।

মাইকেলের চিন্তাধারার চর্চা

প্রণব সূত্রধর

মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাহিত্যসৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে কতটা আধুনিকতার ছাপ রেখেছে, তা কর্মশালার মাধ্যমে পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করল আলিপুরদুয়ারের বিবেকানন্দ কলেজ। একইসঙ্গে উদযাপিত হল কবির দ্বিশতবর্ষ জন্মজয়ন্তী।

পড়ুয়াদের আক্ষেপ, এত গুণী হওয়া সত্ত্বেও মাইকেল মধুসূদনকে নিয়ে খুব বেশি চর্চা হয় না। তাঁর সৃষ্টিকে, চিন্তাধারাকে পাঠ্যসূচির অংশ করার দাবি তোলেন তাঁরা। ভাষার গবেষণাক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে বলে মত কর্মশালায় উপস্থিত পড়ুয়াদের। আগামী প্রজন্ম যাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাশাপাশি মাইকেলকে ছোট থেকেই চিনতে পারে, জানতে পারে- সেই উদ্যোগ নিতে হবে শিক্ষা দপ্তরকে।

কলেজের হলঘরে প্রায় শতাধিক বাংলা বিভাগের পড়ুয়া অংশ নিয়েছিলেন। সারাদিনব্যাপী কর্মশালাটি যৌথভাবে আয়োজন করে বিবেকানন্দ কলেজের অভ্যন্তরীণ গুণমান নিশ্চিতকরণ সেল, বাংলা বিভাগ ও হুগলি জেলার রিষড়ার বিধান চন্দ্র কলেজ।

সুস্মিতা ঘোষ, পল্লবী বর্মনের মতো বাংলা বিভাগের ছাত্রীদের কথায়, 'কবির আধুনিক ভাবনা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর চিন্তাধারা আমাদের কাছে ভীষণভাবে শিক্ষণীয়।'

কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বিবেকানন্দ কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ সৃজিত দাস, বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা রত্না দে। ছিলেন হুগলির বিধান চন্দ্র কলেজের অধ্যাপক ডঃ সুকান্ত মুখোপাধ্যায়, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সঞ্জয় পাল, বাণেশ্বর সারথীবালা কলেজের তরফে ডঃ কর্ণ দাস সহ অন্যরা।

কবির জীবন ও সাহিত্য নিয়ে বিশদে আলোচনা করেন তাঁরা।

বিবেকানন্দ কলেজের প্রিন্সিপালের কথায়, 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদান রেখেছেন। অথচ তাঁকে নিয়ে তেমন গবেষণা বা আলোচনা হয়নি বললেই চলে। সবদিক দিয়ে বিচার করলে দ্বিশতবর্ষে তাঁর লেখা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।' নতুন প্রজন্মের চেতনায় মাইকেলের চিন্তাশক্তি সুপ্রভাব ফেলবে বলে মত তাঁর।

মূর্তি নিয়ে টানাটানি

ফের প্রশ্নে পুরনিগমের ভূমিকা

সূর্য সেন পার্কের বেদি থেকে মূর্তি সরিয়ে আবার পার্কেই প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরনিগম। আর এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই হাসছেন শহরবাসীর একাংশ। কেনই বা মূর্তি বেদি থেকে সরানো হল, কেনই বা এক বছর ধরে তা ফেলে রাখা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বুদ্ধিজীবীরা। উত্তরবঙ্গ সংবাদে মনীষীদের মূর্তি নিয়ে অবহেলার খবর প্রকাশিত হতেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে সর্বত্র।

পুরনিগমের সাফাই

খবর প্রকাশের পর পুরনিগমের সচিব প্রতিবাদপত্র পাঠিয়ে দাবি করেছেন, ২১ নভেম্বর মূর্তি স্থাপন কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে মূর্তিগুলি আবার পার্কেই স্থাপন করা হবে।

যুক্তি ১ – মূর্তিগুলি প্রথম থেকেই অবহেলায় পড়ে ছিল।

যুক্তি ২ – মূর্তিস্তম্ভে পরিচিতি ছিল না সেভাবে।

যুক্তি ৩ – বেদিগুলি সুন্দর করে বানানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেইজন্য এক বিশিষ্ট স্থপতিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পালটা তির

পুরনিগমের এই যুক্তিকে রীতিমতো হাস্যকর দাবি করছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, শিক্ষক স্বপনেন্দু নন্দী সহ আরও অনেকেই।

যুক্তি ১ – মূর্তি যদি অবহেলায় পড়েই থাকে, সেগুলিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া যেত। তার জন্য এক বছর ধরে সেগুলিকে ঘরবন্দি করে রাখার যৌক্তিকতা কোথায়?

যুক্তি ২ – মূর্তিস্তম্ভে পরিচিতি না থাকলে আলাদা করে ফলক বসানো যেত। তারজন্য মূর্তি সরানোর কি খুব প্রয়োজন ছিল?

যুক্তি ৩ – সরকারি একটি প্রকল্পে টাকা খরচ করে বেদি বানানো হয়েছিল। সেই বেদি সুন্দর নয়, যুক্তিতে নতুন করে বানানো কি সরকারি টাকা অপচয় নয়?

যুক্তি ৪ – মূর্তি যদি আবার পার্কেই বসানোর সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে কেন এক বছর আগে সেগুলিকে শহরের মোড়ে মোড়ে বসানোর কথা বলেছিল পুরনিগম?

অর্থহীন

এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনও মানেই হয় না। মূর্তিগুলো পার্কে যথাযথ সম্মানের সঙ্গে রাখা হয়েছিল। আর যদি জায়গা ঠিকই না থাকে, আগে থেকেই কেন মূর্তি তোলা হল?

– গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

খামখেয়ালিপনা

সূর্য সেন পার্কের থেকে আরও ভালো জায়গায় মূর্তিগুলোকে বসানো হবে বলেই এখান থেকে তোলা হয়েছিল। এখন আবার পুরনিগম বলছে, পার্কই উপযুক্ত জায়গা। এগুলো চূড়ান্ত খামখেয়ালিপনা ছাড়া কিছু নয়।

–জ্যোৎস্না আগরওয়াল

অপরিকল্পিত

মূর্তি তুলে তা অন্য জায়গায় প্রতিস্থাপন করার পুরো বিষয়টি যে অপরিকল্পিত, তা স্পষ্ট। পুরনিগমের উচিত ছিল, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে মূর্তি সরানো।

– স্বপনেন্দু নন্দী

কদর নেই

কিছুদিন আগেই শহরের পাতিকলোনিতে মূর্তিতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই শহরে মনীষীদের কদর নেই বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। সোচ্চার হয়েছে সুধী সমাজ।

মূর্তি নষ্ট

নতুন প্রজন্ম মনীষীদের অবদানের ব্যাপারে খুব একটা ওয়াকিবহাল নয়। সেজন্যই শহরের মূর্তি নষ্ট করার মতো ঘটনাও শোনা যাচ্ছে। এটা সুস্থ সমাজে হতে পারে না।

–ডঃ সুফল বিশ্বাস
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়

রক্ষণাবেক্ষণ

শহরে এখন মনীষীদের মূর্তি উদ্বোধনের সময় যত তোড়জোড় দেখি। রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে কোনও উদ্যোগই আর সেভাবে চোখে পড়ে না।

–সুভান দাস *কবি*

বাংলাদেশের আটক সন্ন্যাসীর মুক্তির দাবিতে শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ মিছিল। বৃহস্পতিবার। ছবি : তপন দাস

সন্ন্যাসীর মুক্তি চেয়ে পথে হিন্দু সংগঠন

শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, ২৮ নভেম্বর : বাংলাদেশে ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাসের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের শতাধিক মানুষ পথে নামলেন। ভারত সেবাশ্রম সংঘ, গৌড়ীয় মঠ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ একত্রিতভাবে শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে। মিছিলে পা মেলান ইসকনের ভক্তরাও। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর লাগাতার হামলা এবং ইসকনের সন্ন্যাসীর গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে এদিন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনূসের কুশপুতুল দাহ করা হয়।

চিন্ময় কৃষ্ণদাসের মুক্তির দাবিতে হাতে প্ল্যাকার্ড, গেরুয়া পতাকা নিয়ে বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে শুরু হওয়া মিছিলটি মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রমের শিলিগুড়ি শাখার অধ্যক্ষ ধর্মাত্মানন্দজি মহারাজ। তাঁর কথায়, 'বাংলাদেশে হিন্দুরা একত্রিত হওয়ায় সেই দেশের সরকার ভয় পেয়েছে। তাই মিথ্যা মামলা, হিংসা করে হিন্দুদের মনোবল ভাঙতে চাইছে। হিন্দুদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে যাওয়ায় তাঁরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। চিন্ময় কৃষ্ণ মহারাজের নিঃশর্ত মুক্তি এবং সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত না হলে আমরা বড় আন্দোলনের পথে হাঁটব।' তাঁর সংযোজন, 'কোনও প্রধানমন্ত্রীর আমলে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা সুরক্ষিত ছিলেন না। এখনও নিরাপত্তাহীনতা গোটা দেশে চরমে উঠেছে।'

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হিন্দু সংগঠনগুলি রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে মহকুমা শাসকের মাধ্যমে স্মারকলিপি পাঠান। যাতে এদেশের সরকার বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ বাড়ায়।

বাংলাদেশের ইউনূস সরকারের ভূমিকায় একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করেন শক্তিগড় কেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠের মহারাজ ভক্তিবেদান্ত সজ্জন। তাঁর কথায়, 'বাংলাদেশ সরকার ষড়যন্ত্র করে চিন্ময় কৃষ্ণ মহারাজকে গ্রেপ্তার করেছে। বাংলাদেশে মঠ, মন্দির, আশ্রমে কোনও ধরনের নিরাপত্তা নেই। এর আগে অনেক সন্ন্যাসী, ভক্তদের খুন করা হয়েছে। সন্ন্যাসীরা উগ্রপন্থী নন। কিন্তু বাংলাদেশে যারা প্রকৃত উগ্রপন্থী তারা বিনা বাধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

> বিক্ষোভ মিছিলে ছিল ভারত সেবাশ্রম সংঘ, গৌড়ীয় মঠ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। ইসকনের ভক্তরা থাকলেও ইসকন সরাসরি ছিল না।

এদিনের মিছিল যখন শহরের রাজপথ ধরে এগোচ্ছে তখন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ নিঃশব্দে যেন মিছিলটিকে স্বাগত জানিয়েছেন। পথচলতি মানুষও স্লোগানে গলা মিলিয়েছেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সম্পাদক লক্ষ্মণ বনসাল বলেন, 'বাংলাদেশে হিন্দুরা বিপন্ন। সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ইউনূসকে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। সেই ইউনূস আজ সন্ত্রাসবাদীদের পাশে দাঁড়িয়ে ইন্ধন জোগাচ্ছেন। ইউনূসের নোবেল কেড়ে নেওয়া উচিত।'

অন্যদিকে, বাংলাদেশের ঘটনার পর যাতে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকে সেজন্য বাড়তি নজরদারি শুরু করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, সোশ্যাল মিডিয়াতে যাতে কোনও উসকানিমূলক পোস্ট না হয়, সেজন্য পুলিশ নিজেদের বিভিন্ন এজেন্সিকে সতর্ক নজরদারি চালাতে নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার বিষয়ে পুলিশ কাজ করছে। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সর্বত্র নজরদারি চালাচ্ছি।'

ইসলামপুরে এদিন মিছিলের আয়োজন করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। শহরের চৌরঙ্গি মোড় সংলগ্ন রাধাগোবিন্দ মন্দির থেকে এই প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়। মিছিলে শহরের বিভিন্ন স্তরের মানুষ শামিল হয়েছিলেন। শহর পরিক্রমা করে মিছিল পুর টার্মিনাসে এসে শেষ হয়। সেখানে আয়োজকদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর চলা অত্যাচারের বিরুদ্ধে বক্তারা নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্তীয় মুখপাত্র গৌরাঙ্গ তলাপাত্র বলেছেন, 'বাংলাদেশে হিন্দুদের নিয়ে যা চলছে তা মেনে নেওয়া যায় না। চিন্ময় মহারাজের গ্রেপ্তার হওয়া ধর্মীয় আবেগের উপর আঘাত। এমনটাই চলতে থাকলে আমাদের আন্দোলন আগামীতে জোরদার রূপ নেবে'।

শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে অবৈধ পার্কিংয়ে হাঁটাই দুষ্কর

মাম্পি চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : শিলিগুড়িতে জনসংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে গাড়ির সংখ্যা। যানজট এবং পার্কিং সমস্যায় জর্জরিত শহর। এই ছবি সর্বত্র। শেঠ শ্রীলাল মার্কেটেও। পুরো মার্কেটজুড়ে যত্রতত্র পার্কিং। বাইক, স্কুটি দাঁড় করানো রয়েছে। টোটো, রিকশার ভিড় তো রয়েইছে। মার্কেটে এমনই অবস্থা যে, ঠিকমতো হাঁটার জো নেই। রাস্তার ওপর খাবারের ছোট ছোট স্টল। ফুচকা, ফল, ফলের রস আরও কত কী। রাস্তার অর্ধেকটা প্রায় দখল হয়ে গিয়েছে। পার্কিং সমস্যা মেটাতে কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ে না।

শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক খোকন ভট্টাচার্য বলেছেন, 'মার্কেটে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেই। যানজটের জন্য ৬০ শতাংশ ব্যবসা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মার্কেটের সমস্যা নিয়ে বহুবার পুরনিগমে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। কবে পরিস্থিতি ঠিক হবে, সেটা বলতে পারছি না। তবে আমরা হাল ছাড়ব না।'

এই প্রসঙ্গে পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'ছোট একটা পার্কিংয়ের ব্যবস্থা আমরা করতে পেরেছি। বড় জায়গার অসুবিধা রয়েছে। যদি শেঠ শ্রীলাল মার্কেট কর্তৃপক্ষ বড় জায়গার ব্যবস্থা করে দেয়, তাহলে আমরা অবশ্যই পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করে দেব।'

–রঞ্জন সরকার *ডেপুটি মেয়র*

এদিকে ব্যবসায়ী মহলের দাবি, পার্কিং সমস্যার জেরে ক্রেতার সংখ্যা দিন-দিন কমছে। ব্যবসায়ী অজয় আগরওয়াল রাস্তার ওপর পসরা সাজিয়েছেন। তিনি বলেন, 'কোথায় রাখব জিনিস? আমার দোকান একটু ভেতরের দিকে। চট করে ক্রেতাদের নজরে পড়ে না। যানজটের জন্যই। পার্কিং সমস্যার জন্য ক্রেতারাও মার্কেটে ঢুকতে চান না।' তিনি মনে করেন, 'সমস্যা সমাধানে ব্যবসায়ী সমিতিকে আরও কড়া পদক্ষেপ করতে হবে।'

দার্জিলিং থেকে শ্রীলাল মার্কেটে এসেছিলেন দেবরাজ রাই, সোনম ছেত্রী, পূজা শর্মা। তিনজনেই একসুরে বললেন, এখানে জামাকাপড়ের দাম কম। তবে এখন যানজটের কারণে আশপাশের মলগুলোতে চলে যাই। হাকিমপাড়ার বাসিন্দা জয়িতা মজুমদার প্রায়ই আসেন মার্কেটে। তিনি বলছিলেন, 'দিন-দিন অবস্থা খারাপ হচ্ছে। ভালোভাবে দেখেশুনে জিনিস কেনা তো দূর অস্ত, রাস্তা দিয়ে হাঁটার জায়গাটুকু নেই।'

ফুচকা বিক্রেতা রমেশ মাহাতো ৩৫ বছর ধরে এই মার্কেটে ব্যবসা করছেন। তাঁর কথায়, 'এই যানজট সমস্যার জন্য কেউ আর মার্কেটে আসতে চাইছেন না। ব্যবসার পরিস্থিতি খুব খারাপ।' ব্যবসায়ী থেকে ক্রেতা, সকলেই চাইছেন দ্রুত সমস্যা সমাধান হোক।

র‍্যাগিং নিয়ে সচেতনতা শিবির

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : র‍্যাগিং নিয়ে ডাক্তারি পড়ুয়াদের সচেতন করতে বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ ডেন্টাল কলেজে একটি শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের সমস্ত সিনিয়ার এবং জুনিয়ার ডাক্তার অংশ নিয়েছিলেন। শিবিরে মূল বক্তা ছিলেন শিলচর গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ তথা ডেন্টাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সদস্য ডাঃ মঞ্জুলা দাস। কোন কোন ঘটনাকে র‍্যাগিং বলা হয়, র‍্যাগিং করলে কী শাস্তি হতে পারে এবং যিনি র‍্যাগিংয়ের শিকার হচ্ছেন তিনিও কী কী আইনি পদক্ষেপ করতে পারেন সেই সমস্ত বিষয়ে পিপিটি'র মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এদিনের শিবিরে ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় দত্ত সহ কলেজের অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ভরদুপুরে রাস্তা আটকে আবর্জনা সাফাই চলছে। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে। –সংবাদচিত্র

রাস্তা আটকে দুপুরে আবর্জনা সাফাই

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : সাতসকালে সমস্ত ওয়ার্ড থেকে আর্বজনা সাফাই করার কথা থাকলেও, সময়মতো সেই কাজ করতে পারছে না শিলিগুড়ি পুরনিগম। বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আবর্জনা সরাতে বেলা দুপুর করে ফেলছে পুরনিগমের গাড়িগুলি। এই সমস্যা দেখা যাচ্ছে, শিলিগুড়ির ঘোগোমালি, ডাবগ্রাম, হাকিমপাড়া, ফুলেশ্বরী সহ বিভিন্ন ব্যস্ততম এলাকায়। ফলে একদিকে যেমন সকাল থেকে আবর্জনায় ভরে থাকছে এলাকাগুলি, ঠিক তেমনই ব্যস্ত সময়ে রাস্তা থেকে আবর্জনা তোলার ফলে অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে রাস্তা।

তাছাড়া গাড়ির ওপর কোনও ঢাকনা না থাকায় অনেকসময়ই আবর্জনাগুলি পুনরায় রাস্তার ওপরে এসে পড়ছে। যা নিয়ে ক্ষিপ্ত সাধারণ মানুষ। একদিকে সময়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে না, অন্যদিকে যা পরিষ্কার হচ্ছে তা পুনরায় যেখানে-সেখানে এসে পড়ছে। কয়েকদিন ধরেই শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ উঠেছিল নিয়মিত আবর্জনা পরিষ্কার করা হচ্ছে না। তাছাড়া হাইড্রেনগুলি থেকে আবর্জনা তুলে রাস্তার পাশে রেখে দেওয়া হচ্ছে। দু-তিনদিন পর সেই আবর্জনা তুলে নিয়ে যাচ্ছে গাড়িগুলি।

ঘোগোমালির ব্যবসায়ী সুজন সরকার বললেন, 'আমার দোকানের পাশেই আর্বজনা পড়ে রয়েছে। এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার করা হয়নি। রোজ পরিষ্কার করা হয় না, যদিও বা হয় সেটা অনেক দেরি করে। ফলে খুব সমস্যা হয়।' পুরনিগমের গাড়িগুলির জন্য যানজট তৈরি হওয়ার কথা মেনে নিতে রাজি নন পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে। তাঁর কথায়, 'আমাদের গাড়িগুলির জন্য যানজট হওয়ার কথা নয়। স্কুলের গাড়িগুলির জন্যই একটা আলাদা রুট করে দেওয়া উচিত, ওই গাড়িগুলির জন্যই সমস্ত জায়গায় বেশি যানজটের সৃষ্টি হয়।'

এদিকে, দুপুরবেলায় রাস্তা থেকে আবর্জনা তোলা নিয়ে পুরনিগমের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। হাকিমপাড়ার বাসিন্দা সুখেন মজুমদার বললেন, 'স্কুলের বাসগুলোর জন্য এমনিতেই রাস্তায় যানজট তৈরি হয়। এখন আবার দুপুরবেলাতে আবর্জনা তুলতে পুরনিগমের গাড়িগুলি দাঁড়িয়ে থাকছে। এর ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্থানীয়দের।' ডাবগ্রামের বাসিন্দা অরুণ রায়চৌধুরীর কথায়, 'বেশিরভাগ সময়ই ১১টার পর আবর্জনা তুলতে আসছে গাড়িগুলি। এতক্ষণ এলাকায় জঞ্জালগুলো পড়ে থাকছে, কখনো-কখনো আবার দু-তিনদিন পর্যন্ত আসে না গাড়িগুলি।'

দেরি করে আবর্জনার গাড়ি এলাকায় যাওয়া নিয়ে সাফাই দিয়েছেন মেয়র পারিষদ। তাঁর কথায়, 'সকালে ভ্যান পৌঁছে আবর্জনা তুলে রাখে তারপর বড় গাড়ি গিয়ে সেগুলো নিয়ে আসে। এই কাজগুলো করতে অনেকটা সময় লাগে পুরকর্মীদের। আমাদের মোট ২০৯টি গাড়ি রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি গাড়িতে যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে, বাকি গাড়িগুলি ৪৭টি ওয়ার্ডেই কাজ করছে।' তবে আবর্জনা সাফাই নিয়ে কোনও ওয়ার্ডে অভিযোগ থাকলে, সে সমস্ত ওয়ার্ডের কাউন্সিলারদের বিষয়টি দেখার জন্য বলা হবে বলে তিনি জানান।

টাইফয়েডে আক্রান্ত বাম নেতা

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি সিপিএমের সমন পাঠক। চার-পাঁচদিন ধরে জ্বর, সর্দিকাশিতে ভুগছিলেন তিনি। বুধবার সন্ধ্যায় তাঁকে অনিল বিশ্বাস ভবনের কাছে একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। সেখানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর তাঁর টাইফয়েড ধরা পড়ে। তবে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ভয়ের কোনও কারণ নেই।

মহিলাদের রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : শিলিগুড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে তেরাপন্থ নারী সংগঠনের উদ্যোগে রক্তদান, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। ৩০ নভেম্বর শিলিগুড়ি এসএফ রোডে আয়োজিত হবে এই রক্তদান শিবির। এই ক্যাম্পটি সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হবে। যেখানে শুধুমাত্র মহিলারা রক্ত দেবেন, রক্ত সংগ্রহও করবেন মহিলারা। সংগঠনের সভাপতি সংগীতা ঘোষাল বললেন, 'রক্তদান নিয়ে মহিলাদের মধ্যে অকারণ ভয় কাজ করে। সেই ভয় ভাঙতে হবে। রক্তদানে শরীর সুস্থ থাকে। এটা মহিলাদের বোঝাতে হবে।'

ডেঙ্গি রুখতে শুরু হয়েছে পুরসভার মশানিধন অভিযান। বৃহস্পতিবার হাকিমপাড়ায়। ছবি : তপন দাস

বিজ্ঞাপনের তোরণে বিপদ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর : পুজো শেষ হওয়ার পর এক মাস পেরিয়ে গেলেও সেবক রোডে এখনও একাধিক বিজ্ঞাপনের তোরণ রয়ে গিয়েছে। এই তোরণগুলির ফলে যানজট সমস্যা বাড়ছে সেবক রোডে। বিশাল মোড় থেকে শুরু করে চেকপোস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাতেই এখনও এই তোরণগুলি রয়েছে। কোথাও তোরণের কিছুটা অংশ খোলা থাকলেও বাকি অংশ দিব্যি রয়ে গিয়েছে। যানজট সমস্যার পাশাপাশি এই তোরণগুলিকে কেন্দ্র করে যে কোনও সময় বড়সড়ো বিপদ ঘটে যেতে পারে বলে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে এসছে। দ্রুত তোরণগুলি খোলার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দুর্গাপুজোর সময় শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন রাস্তা তোরণে ভরে গিয়েছিল। দুর্গাপুজোর রেশ কাটতে না কাটতে কালীপুজোতেও শহরের বিভিন্ন পুজো কমিটির তরফে রাস্তাগুলি তোরণে মুড়ে ফেলা হয়। সেবক রোডেও বিভিন্ন পুজো কমিটি তোরণ তৈরি করেছিল। যদিও কালীপুজোর পর ছটপুজোও শেষ হয়ে গিয়েছে। এমনকি নভেম্বর পেরিয়ে ডিসেম্বর আসতে চললেও সেবক রোডের বিশাল মোড়ের ধারে তোরণ লাগানো রয়েছে।

> সেবক রোড এমনিতেই যানজটপ্রবণ। এর মধ্যে এভাবে যদি তোরণগুলো লাগানো থাকে, তাহলে যে কোনও সময়ে বড় বিপদ ঘটে যেতে পারে।
>
> – প্রদীপ বিশ্বাস
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

সেবক রোডে যানজটে আটকে পড়েছিলেন শহরের বাসিন্দা প্রদীপ বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'সেবক রোড এমনিতেই যানজটপ্রবণ। এর মধ্যে এভাবে যদি তোরণগুলো লাগানো থাকে, তাহলে যে কোনও সময়ে বড় বিপদ ঘটে যেতে পারে।' তোরণগুলো ভেঙে পড়ারও আশঙ্কা করছেন ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী সাধারণ মানুষ। এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাসের কথায়, 'প্রশাসনের উচিত দ্রুত তোরণগুলি খোলার ব্যবস্থা করা।'

এতদিন পর জেরা কেন, প্রশ্নে সিবিআই

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর: নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের আগাম জামিন মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের ভর্ৎসনার মুখে পড়ল সিবিআই। দেড় বছর ধরে অভিযুক্ত ইডির মামলায় আটকে থাকা সত্ত্বেও কেন এতদিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলল বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ।

বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে ইতিমধ্যেই ইডির মামলায় তাঁর জামিনের শুনানি শেষ হয়েছে। তারপরেই সুজয়কৃষ্ণকে প্রাথমিকের মামলায় হেপাজতে নিতে চেয়ে আদালতে আবেদন করে সিবিআই। তাই আগাম জামিন চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানিতেই বিচারপতি বাগচী মন্তব্য করেন, 'জামিন পেতে পারে এই সম্ভাবনাতেই কি সিবিআই আবার ডেকে পাঠাল? এতদিন কী করছিল সিবিআই?' সিবিআই অবশ্য এদিন আদালতে দাবি করে, সুজয়কৃষ্ণকে আগেই শোন অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বলে হেপাজতে নেওয়া যায়নি। আগাম জামিনের আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তাই প্রশ্ন তোলে সিবিআই।

সুজয়কৃষ্ণের আইনজীবী একদিন সময় চেয়ে নেন। মামলার পরবর্তী শুনানি শুক্রবার। এদিন নিম্ন আদালতে তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করার আবেদন জানায় সিবিআই। নিম্ন আদালতের বিচারক এদিন প্রশ্ন করেন, সুজয়কৃষ্ণকে হেপাজতে নিতে মরিয়া কেন সিবিআই? শুক্রবার তাঁকে সশরীর ব্যাংকশাল আদালতে হাজির করাতে বলা হয়েছে।

অভিনয়ের টোপে মানব পাচার

রেলের বিবৃতিতে দুষ্কর্ম ফাঁস

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২৮ নভেম্বর : মানব পাচার। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত। এক্ষেত্রে পাচারকারীদের সফট টার্গেটে থাকে নারী ও শিশু-কিশোররা। দক্ষিণী কিংবা বলিউডি সিনেমা অথবা টিভি সিরিয়ালে অভিনয়ের সুযোগ করে দেওয়ার মতো ফাঁদ পেতেই রেখেছে পাচারকারীরা। ফ্যান্টাসির জগতে থাকা কমবয়সি ছেলেমেয়েরাও ওই ফাঁদে পা দিচ্ছে। অভিভাবকদের না জানিয়ে পাচারকারীদের সঙ্গে পাড়ি দিচ্ছে মুম্বই কিংবা দক্ষিণের কোনও রাজ্যে। কেউ কেউ রেল পুলিশের নজরে পড়ে যাওয়ায় বেঁচে যাচ্ছে বটে, তবে অনেকেরই আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এই অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনে। রেলের তরফে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সেকথা জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, গত এক মাসেই মালদা ডিভিশনে ছ'টি মানব পাচারের ঘটনা ঘটেছে। উদ্ধার করা হয়েছে ৩০ জন ছেলেমেয়েকে। ১০ জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট এবং শিশুশ্রম নিষিদ্ধকরণ আইনে মামলা করা হয়েছে।

কীভাবে ফাঁদ

- সিরিয়ালে অভিনয়ের সুযোগ করে দেওয়ার মতো ফাঁদ পেতেই রেখেছে পাচারকারীরা
- অভিভাবকদের না জানিয়ে পাচারকারীদের সঙ্গে পাড়ি দিচ্ছে মুম্বই কিংবা দক্ষিণের কোনও রাজ্যে
- গত এক মাসেই মালদা ডিভিশনে ছ'টি মানব পাচারের ঘটনা ঘটেছে। উদ্ধার করা হয়েছে ৩০ জন ছেলেমেয়েকে। ১০ জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে

পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, গত কয়েক বছরে মানব পাচারের ঘটনা বেড়েছে। পাচারকারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, তাদের টার্গেটে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছেলেমেয়েরা। আরপিএফের দল তদন্তে জানতে পেরেছে, কমবয়সি ছেলেমেয়েরা নিজেদের পরিচয় গোপন করে ট্রেনে একা একা ভ্রমণ করছে। আরপিএফ তাদের জেরা করলে তারা জানাচ্ছে, কেউ ক্যাটারিং, কেউবা বিউটি পার্লারের কাজে মামা কিংবা মাসির সঙ্গে মুম্বই যাচ্ছে।

দেখা গিয়েছে, মূলত অভিনয়ের প্রলোভন দিয়েই এসব ছেলেমেয়েদের পাচার করা হয়। রঙিন দুনিয়ার টান উপেক্ষা করতে না পেরে তারাও পাচারকারীদের হাত ধরে ঘর ছাড়ে।

রেলের মালদা ডিভিশনের ম্যানেজার মণীশকুমার গুপ্তা জানাচ্ছেন, 'মানব পাচার রুখতে রেল পুলিশ সবসময় তৎপর রয়েছে। প্রতিটি স্টেশন তো বটেই, নজরদারি চলে ট্রেনেও। তাছাড়াও স্নিফার ডগ ব্যবহার করা হয়। সন্দেহজনক কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। নাবালকদের একা ট্রেনে দেখতে পেলেই তাদের সঙ্গে কথা বলা হয়। রেল পুলিশকর্মীরাও এক্ষেত্রে তৎপর। মানব পাচারকারীদের কথা ভেবে সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিও ব্যবহার করা হয়।'

ডোক নদীর অবৈধ ঘাট থেকে বাজেয়াপ্ত বালি তোলার মেশিন। মাঝিয়ালিতে। বৃহস্পতিবার।

বালি পাচার রুখতে ডোক নদীতে অভিযান

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৮ নভেম্বর : পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে বৃহস্পতিবার চোপড়ার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অবৈধ বালিখাদানে ফের অভিযান চালানো হল। এদিন নারায়ণপুরে ডোক নদীর অবৈধ ঘাট থেকে বালি তোলার তিনটি মেশিন সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অবৈধভাবে বালি তোলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। যদিও গ্রেপ্তারির কোনও খবর নেই। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা, চোপড়ার জয়েন্ট বিডিও ডমিট লেপচা এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্মীরা। আইসি বললেন, 'অবৈধভাবে বালি তোলা রুখতে অভিযান জারি আছে।' জয়েন্ট বিডিওর বক্তব্য, 'অবৈধঘাটগুলিতে যৌথ অভিযান নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে। পুলিশ বালি তোলার মেশিন সহ বেশ কিছু সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করেছে।' প্রশাসন সূত্রের খবর, বালি পাচার রুখতে ১ ডিসেম্বর থেকে নাকা চেকিংয়ের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

চোপড়া ব্লকের ডোক, বেরং, মহানন্দা সহ বিভিন্ন নদীর অবৈধ ঘাট থেকে অবাধে বালি তোলা হচ্ছে বলে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। স্থানীয়রা বলছেন, মাঝিয়ালি, দাসপাড়া ও চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বালি মাফিয়াদের দাপট সব থেকে বেশি। মাফিয়ারা মেশিনের সাহায্যে বালি তুলে তা ট্রাকে তুলে পাচার করছে। অভিযোগ, এই অবৈধ কারবারে বালি মাফিয়াদের মদত জোগাচ্ছেন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ নেতা। যদিও অভিযোগ মানতে চায়নি তৃণমূল। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা।

> নারায়ণপুরে শাসকদলের একাংশ নেতা দীর্ঘদিন ধরে বালির কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন। পুলিশের আরও অভিযান চালানো উচিত।
>
> **সুবোধ সরকার**
> বিজেপি নেতা

কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিনের বক্তব্য, 'বালি পাচারে তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা জড়িত।' বিজেপি নেতা সুবোধ সরকার বলছেন, 'নারায়ণপুরে শাসকদলের একাংশ নেতা দীর্ঘদিন ধরে বালির কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন। পুলিশের আরও অভিযান চালানো উচিত।' সিপিএম নেতা আনওয়ারুল হকের কথায়, 'এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ১০-১২টি অবৈধ ঘাট চলছে। এর আগেও বহুবার প্রশাসনকে বলা হয়েছে। অবশেষে অভিযান শুরু হয়েছে, এটা ভালো কথা।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের চোপড়া ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ। তিনি বলেন, 'বিরোধীরা মনগড়া কথা বলছে। কোথাও অবৈধ ঘাট থাকলে, সেটা ভূমি দপ্তর ও পুলিশের দেখার বিষয়।'

চুরিতে আটক

চাকুলিয়া, ২৮ নভেম্বর : সাইকেল চুরির অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। এমনকি চোর সন্দেহে তাকে মারধর করলেন চাকুলিয়া থানার হাজিপাড়া এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা। খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই তরুণকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। ওই তরুণের নাম দানিশ আলি, কিশনগঞ্জের বাসিন্দা। দানিশকে আটক করেছে পুলিশ।

বালাগুঞ্জ গ্রামের এক বাসিন্দা রাস্তার পাশে সাইকেল রেখে জমিতে কাজ করছিলেন। স্থানীয়দের দাবি, সেই সুযোগে সাইকেলটি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে দানিশ। এরপর তার পিছুধাওয়া করেন স্থানীয়রা। শেষমেশ কিছুটা দূরে গিয়ে দানিশকে পাকড়াও করে মারধর করা হয় বলে জানা গিয়েছে। পরে পুলিশ গিয়ে দানিশকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। বাসিন্দাদের দাবি, এর আগে এলাকা থেকে কম করে ১০টি সাইকেল চুরি গিয়েছে। তাঁরা সাইকেল চোরের সন্ধান পাচ্ছিলেন না। দানিশকে হাতেনাতে ধরার পর তাঁদের ধারণা, সে-ই সমস্ত সাইকেল চুরি করেছে।

ধানবোঝাই দেখতে জমিতে খুদেরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে ইসলামপুরের চাপাসারে সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

হাসিনার নিশানায়

প্রথম পাতার পর

সেক্ষেত্রে নিজের দেশের সরকারকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন। তিনি কার্যত ইউনূস সরকারকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'ইউনূস এবং তাঁর জঙ্গি বন্ধুরা প্রচণ্ড ভারতবিদ্বেষী। ভারত যদি চাল-ডাল, পেঁয়াজ-রসুন, আলু-পটল, নুন-চিনি, গোরু-খাসি পাঠানো বন্ধ করে দেয়, তবে বাংলাদেশের মানুষ কী খেয়ে বাঁচবে, একবার দেখতে ইচ্ছে করে। যদি জল বন্ধ করে দেয়, যদি বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেয়?'

ইউনূস সরকারের ওপর চাপ বাড়িয়ে শেখ হাসিনা ধৃত হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাসের মুক্তি দাবি করেছেন। সন্ন্যাসীর জামিনের আর্জি খারিজ হয়ে যাওয়ার পর সংঘর্ষের সময় এক আইনজীবীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, 'আইনজীবী তাঁর পেশাগত দায়িত্বপালন করতে গিয়েছিলেন। তাঁকে যাঁরা পিটিয়ে হত্যা করেছে, তারা সন্ত্রাসবাদী। তাদের শাস্তি পেতেই হবে।'

বাংলাদেশে তৈরি পোশাকের বড় বাজার আছে আমেরিকায়। তসলিমা প্রশ্ন তুলেছেন, 'যদি ট্রাম্প এমবারগো দেন? ট্রেড বন্ধ করে দেয়? জঙ্গি পোষার অপরাধে যদি পাশ্চাত্যের দেশগুলো বাংলাদেশে তৈরি পোশাক না কেনে? একবার দেখতে ইচ্ছে করে মানুষ কীভাবে ও দেশে জঙ্গি-পেশা কনটিনিউ করে।'

হাসিনার ঢংয়ে বাংলাদেশি লেখিকার মন্তব্য, 'যত দ্রুত ইউনূস সাহেব তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ সহ ক্ষমতা ছাড়েন, তত বাংলাদেশের জন্য ভালো। দেশের যত ক্ষতি তাঁর জঙ্গি বন্ধুরা গত তিন মাসে করেছে, তা থেকে মুক্তি পেতে দেশটির তিন যুগের বেশি সময় লাগবে।'

সাতজনের ফাঁসির সাজা

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : এক তরুণকে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় ৭ জনকে ফাঁসির সাজা দিল হুগলির চুঁচুড়া আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট। কুখ্যাত দুষ্কৃতী বিশাল দাস ও তাঁর ছয় সঙ্গীকে বৃহস্পতিবার ওই সাজা দেওয়া হয়। অপর দুই অভিযুক্তের মধ্যে একজনকে সাতবছর কারাদণ্ড ও অপরজনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

২০২০ সালের ১১ অক্টোবর চুঁচুড়ার রায়েরবেড় এলাকার যুবক বিষ্ণু মাল (২৩) নামে এক তরুণকে খুন করে বিশাল ও তার শাগরেদরা। খুনের ঘটনায় সেইসময় উত্তাল হয়ে ওঠে চুঁচুড়া শহরাঞ্চল। তদন্তে নেমে বিশাল সহ সমস্ত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। উদ্ধার করা হয় দেহের কাটা অংশবিশেষ। তবে সেইসময় মুণ্ড উদ্ধার করা যাচ্ছিল না। কিছুদিন পর উদ্ধার হয় মুণ্ড।

সারমেয়-সেবার

প্রথম পাতার পর

তাই সময় নির্দিষ্ট হলে তাঁর এই সেবাব্রতে ছেদ পড়তে পারে বলে আশঙ্কা। নির্দিষ্ট জায়গা নিয়েও তাঁর চরম আপত্তি। বিশ্বদীপের যুক্তি, 'এক গলির কুকুর আরেক গলিতে ঢোকে না বা ঢুকলে অন্যরা মেনে নেবে না। সরকার যে জায়গা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার কথা বলছে, সেটা একেবারেই অযৌক্তিক। আবার একই এলাকার কুকুরদের একসঙ্গে খাওয়ানো মুশকিল। ওদের মধ্যে ঝগড়া লেগে যায়। তাই আমাদের অনেক বুঝেশুনে খাওয়াতে হয়।'

রোজ প্রায় ৩৫০টি পথকুকুরকে খাওয়ান দেশবন্ধুপাড়ার জয়ন্তী চক্রবর্তী। চিঁড়ে, মাংস নিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় গিয়ে খাবার দেন। এই কাজ করতে গিয়ে একাধিকবার রোষের মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। তবে কোনও কিছুর তোয়াক্কা করেন না তিনি। নতুন নির্দেশিকা প্রসঙ্গে তাঁর মত, 'আমাদের নিরাপত্তার দিকটা ভাবা হয়েছে দেখে বেশ ভালো লাগল। তবে, সময়সীমা ও খাওয়ার জায়গা নির্দিষ্ট করা হলে একটু সমস্যায় পড়তে হবে। কারণ খাবার পৌঁছে দেওয়ার জন্য ৩ জন লোক রেখেছি। ওঁদের সময়মতোই আমাকে খাবার পৌঁছাতে হয়। বাধ্যবাধকতা চলে এলে এই কাজে ছেদ পড়বে।'

বিবেকানন্দ বলে গিয়েছিলেন, 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' তাঁর এই বাণী হৃদমাঝারে লিখে ফেলেছেন বিশ্বদীপরা। শুধু ওঁরা নন, গোটা শহরে এমন প্রায় দশজন রোজ পথকুকুরদের খাবার পৌঁছে দেন। এর বাইরে আরও অনেকে সীমিত সামর্থ্যে পাড়ার মোড়ের কুকুরদের খাওয়ান। কেউ বিস্কুট, কেউ পাউরুটি, কেউ আবার ভাত। তাঁরা সকলেই চাইছেন, রাজ্য সরকারের প্রোটোকল চালুর আগে স্থানীয় স্তরে পুরনিগমের তরফে একবার অন্তত তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করা হোক। নাহলে নিয়মের জাঁতাকলে পড়ে অনেকক্ষেত্রে অভুক্ত থাকতে হতে পারে লালু-ভুলুদের।

পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার অবশ্য বলছেন, 'নতুন এসওপি হলে তা আমাদের সবাইকে মেনে চলতে হবে। সেই মোতাবেক আমরাও তা মেনে চলব। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই ও তাদের নির্দেশিকা অনুযায়ীই কাজ করা হবে।'

নীলগাই উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ২৮ নভেম্বর : কিশনগঞ্জ পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষীরদহ গ্রামীণ এলাকার এক ধানখেত থেকে বুধবার সন্ধ্যায় চাষিরা একটি নীলগাইয়ের শাবক উদ্ধার করেন। বন দপ্তর থেকে একথা জানানো হয়েছে। যদিও গ্রামবাসীরা প্রথমে একে হরিণ শাবক ভেবেছিলেন। অবশ্য রাতেই তাঁরা সেটিকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেন। বন দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, শাবকটি সম্ভবত নেপালের জঙ্গল থেকে কোনওভাবে ওই ধানের খেতে চলে আসে। বৃহস্পতিবার সেটিকে মৃগদাবে পাঠানো হয়েছে।

কর হাপিস

প্রথম পাতার পর

আরও বেশ কয়েকটি এলাকায় হানা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তদন্তকারীরা। ধূপগুড়িতে এক ব্যবসায়ী প্রায় ৬৫ কোটি টাকার ইনপুট ট্যাক্স তছরুপে জড়িয়ে ইতিমধ্যেই জেল খেটেছেন। সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট দুর্নীতির শিকড় এতটাই গভীর যে সিজিএসটি ডিরেক্টর জেনারেলের তরফে শিলিগুড়িতে সিজিএসটি'র বিশেষ তদন্ত ইউনিট তৈরি করা হয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে সেই বিশেষ দল উত্তরবঙ্গজুড়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। সম্প্রতি বিশেষ দলটি চ্যাংরাবান্ধা, ফুলবাড়ি, হিলি এবং মহদিপুর- চার স্থলবন্দর এলাকায় গিয়ে কয়েকজন ব্যবসায়ী সম্পর্কে খোঁজখবর করেছে। সবমিলিয়ে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট প্রতারণায় উত্তরবঙ্গের কয়েকজন বড় ব্যবসায়ীর ফাঁসার আশঙ্কা ক্রমেই জোরালো হচ্ছে।

কাজের আড়ালে

প্রথম পাতার পর

মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল পুলিশের। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পাহাড়ের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ছেলেটির এখানে থাকার কোনও জায়গা ছিল না। জংশন এলাকার একটি ছোট হোটেলে সে সারাদিন কাজ করত। তারপর রাতে বেরিয়ে পড়ত এসি'র তার চুরি করতে। ভোরের মধ্যে সেগুলি বিক্রি করে আবার ফিরে আসত হোটেলে।

সম্প্রতি কিশনগঞ্জ ও পাহাড় থেকে যে দুই দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতে শহরে এসেছিল, তাদেরও নির্দিষ্ট কোনও থাকার জায়গা ছিল না। জংশন এলাকায় সারাদিন থাকার পর রাতের দিকে শহর সংলগ্ন এক সেতুর কাছে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রির জন্য অপেক্ষা করছিল সে।

জংশন এবং বাসস্ট্যান্ড এলাকায় রোজ হাজার হাজার লোকের আনাগোনা। কে কোথা থেকে আসছে, সেই হিসেব কেউ রাখে না। ওই এলাকায় প্রচুর হোটেল, খাবারের দোকান থাকায় কাজের সুযোগও আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুষ্কৃতীরা কম হাজিরায় কাজে রাজি হয়ে যাচ্ছে। দোকানদারও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাসন ধোয়া, খাবার পরিবেশন করানোর কাজে রেখে দিচ্ছে তাদের। এক্ষেত্রে দেখা হচ্ছে না তাদের পরিচয়পত্র।

শিলিগুড়ি বৃহত্তর খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরি বলেন, 'এধরনের একটা সমস্যা হচ্ছে। এক্ষেত্রে অনেক ব্যবসায়ীকে পরে পুলিশি জেরার মুখে পড়তে হচ্ছে। আমরাও বিষয়টি নিয়ে ব্যবসায়ীদের সচেতন করব, পুলিশও সেই কাজ করলে ভালো হয়।'

এমনও অনেক দুষ্কৃতী রয়েছে, যারা রাতের অন্ধকারেই শহরে এসে পরিত্যক্ত এলাকায় জড়ো হয়ে 'অপারেশন' চালানোর পর ভোরের মধ্যে ফিরে যায়। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রে 'অপারেশন' চালাতে যদি সময় লাগে, সেক্ষেত্রে তারা কাজ জুটিয়ে নেয়। পুলিশ বলছে, স্টেশন এলাকা বেছে নেওয়ার আরেকটি বড় কারণ গ্যাং গড়তে সুবিধা হওয়া। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্টেশন, বাসস্ট্যান্ডে নেশাখোরদের আখড়া থাকে। সামান্য টাকার লোভে নেশাখোররা অপরাধে জড়িয়ে পড়তে পিছপা হয় না। বাইরের দুষ্কৃতীরা সেই সুবিধাটা নেয়। আশপাশের এলাকায় ঘোরাঘুরি করে মুখ চেনানোর পর ভিড়ে যায় নেশাখোরদের দলে। তারপর মগজধোলাই করে তৈরি করে গ্যাং।

রবিবার রাতেই যেরকম ভক্তিনগর থানার পুলিশ মহাদেব অধিকারী নামে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছিল। প্লাম্বিংয়ের কাজের ফাঁকে সে তৈরি করে নিয়েছিল চক্র। চক্রের সদস্য হিসেবে ওই রাতেই গ্রেপ্তার হয় দেব দাস, টিংকু সরকার, শংকর সোনার ও দীপক দাস। দীপক আবার মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা। এখানে গাড়ি ধোয়ার কাজ শুরু করেছিল সে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুষ্কৃতীরা ধরা পড়লেও বাকিরা অপরাধ করে যে পার পেয়ে যাচ্ছে, তা অস্বীকার করছে না পুলিশও। কারণ সব অপরাধ রুখে দেওয়ার মতো ক্ষমতা পুলিশের কাছেও নেই। এই ধরনের দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন সচেতনতা। তাই অপরিচিত কাউকে সন্দেহজনক মনে হলেই তাদের জানানোর পরামর্শ দিচ্ছে পুলিশ।

ইসকন নিষিদ্ধে 'না'

প্রথম পাতার পর

তা অমান্য করায় গত জুলাইয়ে তাঁকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়।' বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন চিন্ময়। সেই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ইসকনকে নিয়ে মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অপপ্রচার ছড়ানোর ধারাবাহিক চেষ্টা চলছে বলে দাবি করেন ইসকনের কর্মকর্তারা।

বাংলাদেশের সুর নরমের নেপথ্যে ভারতের অসন্তোষ অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর লাগাতার আক্রমণ সম্পর্কে অবহিত করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। শুক্রবার তিনি সংসদে বিবৃতি দিতে পারেন। তার আগে বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং বলেছেন, সংখ্যালঘুরা বাংলাদেশে যেভাবে লাগাতার অত্যাচার, নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন, তা অত্যন্ত উদ্বেগের।

বাংলা দখলে পদ্মের শান

প্রথম পাতার পর

চোখে পড়ার মতো ঘটনা, বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মোদি বা তাঁর দু'নম্বর কেউ নিজেরা কোনও বৈপ্লবিক হুংকার দেননি। জানেন, একটু বিতর্কিত বললেই আরও বিপদ, আরও জলঘোলা অনিবার্য।

অক্টোবরের হিসেব বলছিল, মোদি এখনও পর্যন্ত বিদেশে গিয়েছেন ৮৪ বার। এলেম নতুন দেশে- সংখ্যাটা কম নয়। ৭১ দেশে পা দিয়েছেন মোদি। এর মধ্যে আমেরিকা, জাপান, চিন ফ্রান্স ও জার্মানিতে একাধিকবার।

সেই তিনি পর্যন্ত নিজের পাড়ায় জনপ্রিয় নন। প্রতিবেশী কোনও দেশের সঙ্গে নিখুঁত মসৃণ সম্পর্ক নেই ভারতের। বাংলাদেশের সঙ্গেই সম্পর্ক ভালো ছিল সবচেয়ে। এখন হাসিনাহীন বাংলাদেশে মোদিও নিন্দিত। ভারত বিরোধিতা সেখানে তুঙ্গে। যতই টন টন আলু-পেঁয়াজ যাক ভারত থেকে, পদ্মাপারে নতুন প্রজন্মের অধিকাংশের কাছে প্রিয় পাকিস্তান। ভারত বরং শত্রু। অতীত ভুলে যাওয়াটা আমাদের সবারই অভ্যেস।

বাংলাদেশের এমন দুর্দশা দীর্ঘায়িত হতে থাকলে বাংলার বিধানসভা ভোটে অবশ্যই ওপার বাংলা অন্যতম ইস্যু হতে বাধ্য। মিছিল করে, মমতাকে ইউনূসের মতো তালিবান বলে শুভেন্দু তার গৌরচন্দ্রিকা সেরে নিলেন। কলাবৌ স্নান করানোও বলতে পারেন। এবার আরও বেশি করে হিন্দুত্বের উনুনে আঁচ দেবেন। হিন্দু-মুসলমানের ফারাক বোঝানোর চেষ্টা হবে আরও। সেটা আমরা দেখব অসম-ত্রিপুরাতেও। এত বছর ধরে হিন্দুরা যে বাংলাদেশে শান্তিতে ভালোই ছিলেন, এটা ভুলে যাবেন বিজেপি নেতারা।

একটা জিনিস খেয়াল করবেন। হঠাৎই 'হিন্দু' শব্দের বদলে চারদিকে ধুম পড়েছে 'সনাতন' শব্দটি ব্যবহার করার। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিনের ছেলে উদয় একবার সনাতন ধর্মকে গালাগাল দিয়েছিলেন অকারণ। তারপর থেকেই 'সনাতন' শব্দ ব্যবহারের আরও হিড়িক লেগেছে। বাংলাদেশেই দেখছি তৈরি সনাতন একতা মঞ্চ, সম্মিলিত সনাতন পরিষদ, সনাতন জাগরণ মঞ্চের মতো সংস্থা।

সবই খেয়াল রাখছেন বঙ্গজ বিজেপি-আরএসএস নেতারা। শেষতম ম্যাচে ০-৬ লজ্জার হারের পর তাঁরা তো স্ট্র্যাটেজি-ট্যাকটিক্স পালটাবেনই। আরএসএসের ওপর নির্ভরতা বাড়বে। বদলের বাংলাদেশ সেই সুযোগটা তাঁদের দিয়েছে। মহারাষ্ট্রের সাফল্যে আরএসএসের বড় ভূমিকাও মোদি-শা'কে ভাবাবে।

আর একটা ব্যাপারও খেয়াল রাখা উচিত। বাংলাদেশে হিন্দুদের একটি সংগঠন বিবৃতি দিয়ে নিন্দা করেছে মোদি সরকারের। বলেছে, 'জুলাই গণ অভ্যুত্থানে পরাজিত শক্তি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে তাদের আশ্রয় দেওয়া ভারতের হিন্দুত্ববাদী শক্তি ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার। বিজেপি দীর্ঘদিন ধরেই আওয়ামি লিগের সহায়তায় বাংলাদেশের সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে হিন্দুত্ববাদী উচ্চতার জমিন তৈরি করেছে।' এ কথা তো বিএনপি, জামায়াতের!

এই হিন্দু নেতারাই প্রশ্ন তুলেছেন, কেন বিদেশি চিন্ময়ের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জামিনের দাবি তুলেছে ভারত সরকার? এই নেতারা আবার হাসিনা-বিরোধী। পদ্মাপারেও চলছে হিন্দুদের ভাগ করার চেষ্টা, গঙ্গাপারে যেমন চলে মুসলমানদের ভাগ করার চেষ্টা। মমতা বা শুভেন্দু, অভিষেক বা সুকান্ত, আরএসএসের বঙ্গ প্রতিনিধিরা প্রত্যেকেই এমন অ্যালজেব্রা কষার জন্য এখন থেকে তৈরি।

তাহলে কী পর্যবেক্ষণ উঠে এল সব মিলিয়ে? চিন্তা করবেন না। কোনও জটিল তত্ত্ব নেই। বরং খুব সহজ অঙ্ক।

হে জনতা, কলকাতার মুসলিম অধ্যুষিত পার্ক সার্কাসে বাংলাদেশ হাইকমিশন অফিসের সামনে পশ্চিমবঙ্গের ভোটের বাজনা শুরু করে দেওয়া হল! এবার রাজপথের মিছিলে আরও কীর্তন, আরও ছড়া শোনার সময়!

চা শিল্পের ১৫০ বছর উদযাপন

জয়গাথা তুলে ধরতে কনক্লেভ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৮ নভেম্বর : ডুয়ার্সের আইকন হিসেবে পরিচিত চা শিল্প গোড়াপত্তনের সার্ধশতবর্ষে পা রেখেছে। ১৫০ বছরের এই সোনালি অধ্যায়ে পশ্চিমের তিস্তা থেকে শুরু করে পূর্বের সংকোশ নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। তবে আজও ডুয়ার্স চায়ের আলাদা কোনও ব্র্যান্ড তৈরি হয়নি। জিআই ট্যাগও মেলেনি। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মালিক-শ্রমিক সব মহলে আক্ষেপের অন্ত নেই। এমন আবহে ডুয়ার্স চায়ের জয়গাথা বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি ডুয়ার্স টি কনক্লেভের আয়োজন করেছে। শনিবার লাটাগুড়ির একটি বেসরকারি রিসর্টে চা বণিকসভা, টি বোর্ড, চা গবেষণা সংস্থা (টিআরএ) ও শিক্ষাবিদ সহ আরও নানা মহলকে নিয়ে ওই আলোচনা হবে। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, '১৫০ বছরের মাইলস্টোন ছোঁয়ার পর ডুয়ার্সের চা এখনও নানাভাবে প্রচারের আলোর বাইরে। কয়েক লক্ষ মানুষের রুটিরুজির সংস্থান এই শিল্প ভালো থাকলে এখানকার অর্থনীতি চাঙ্গা থাকবে। ক্ষুদ্র চা চাষ সহ ডুয়ার্সের বড় চা বাগানগুলির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, উদ্ভূত সমস্যা এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায়ের ওপর নীলনকশা তৈরির প্রচেষ্টার জন্য এই আয়োজন।'

সংশ্লিষ্ট সূত্রে খবর, ইংরেজদের হাত ধরে প্রথমে পাহাড় ও পরে তরাই এলাকা হয়ে ডুয়ার্সে চা শিল্পের বিস্তার হয়। নথি অনুযায়ী, এখানে ১৮৭৪ সালে প্রথম গজলডোবা চা বাগান গড়ে ওঠে। যদিও তিস্তার আগ্রাসনে ডুয়ার্সের চা শিল্পের গর্ভগৃহ ওই বাগানটির এখন কোনও অস্তিত্ব নেই। এরপর ধীরে ধীরে ফুলবাড়ি (বর্তমানে লিসরিভারের ডিভিশন), ডালিমকোট, বাগ্রাকোট, কুমলাই, ডামডিম, ওয়াশাবাড়ি, এলেনবাড়ি, মানিহোপ, পাতাবাড়ি, রানিচেরা, বাতাবাড়ি, বামনডাঙ্গা ও ডামডিমের মতো আরও অনেক বাগান গড়ে ওঠে। জলপাইগুড়ির মুন্সি রহিম বক্স ১৮৭৭ সালে জলঢাকা গ্র্যান্ট নামে চা চাষের জন্য ৭৩৮ একর জমির লিজ পান। পরের বছর কাঠ ব্যবসায়ী বিহারীলাল গঙ্গোপাধ্যায় আলতাডাঙ্গা গ্র্যান্টের লিজ পান। বর্তমানে যা জলঢাকা-আলতাডাঙ্গা চা বাগান নামে পরিচিত। ১৮৭৮ সালে কলাবাড়ি চা বাগান কেনেন প্রথিতযশা চিকিৎসক নীলরতন সরকার। পরে তা তারিণীপ্রসাদ রায়কে বিক্রি করেন। ১৮৭৯ সালে জলপাইগুড়িতে প্রথম ভারতীয় শিল্পপতিরা জয়েন্ট স্টক কোম্পানি গঠন করেন। সেসময় এখানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর বাবা ভগবানচন্দ্র বসু কর্মরত ছিলেন। তিনি চা শিল্পে জলপাইগুড়ির শিল্পপতিদের এগিয়ে আসতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর আনুকূল্যে প্রথম পুরোপুরিভাবে ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত জলপাইগুড়ির টি কোম্পানি ১৮৭৯ সালে মোগলকাটা চা বাগান স্থাপনের পথে এগিয়ে আসে।

শতাব্দীপ্রাচীন চা বণিকসভা আইটিপিএ-র উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তীর কথায়, 'ডুয়ার্সের চা শিল্পের ইতিহাস আলোকময় হলেও এখনও আলাদা করে কোনও ব্র্যান্ড গড়ে ওঠেনি। ফলে বিপণন মার খাচ্ছে।' গুডরিক গ্রুপের জেনালের ম্যানেজার জীবন পান্ডে জানান, ডুয়ার্স চায়ের লোগো থাকলেও অসম বা দার্জিলিংয়ের মতো আলাদা ব্র্যান্ড নেই। যদিও এখানকার চা স্বাদে গন্ধে আলাদা বৈশিষ্ট্যের। শনিবারের কনক্লেভে আলোচনার পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলার চা শিল্প ও ১৫০ বছর শীর্ষক একটি বই প্রকাশিত হবে। একটি তথ্যচিত্র বড় পর্দায় প্রদর্শিত হবে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যের পাশাপাশি চা শিল্পে আজীবন অবদানের জন্য তিনজন বর্ষীয়ান ব্যক্তিকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

খেলায় আজ

২০১৫ : টেস্ট ইতিহাসের প্রথম গোলাপি বলের ম্যাচে অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়া ৩ উইকেটে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয় পেল। অ্যাডিলেডে দুই ইনিংস মিলিয়ে ১৩৬ রানে ৯ উইকেট নিয়ে টেস্টের সেরা নির্বাচিত হন অজি পেসার জোশ হ্যাজেলউড।

সেরা অফবিট খবর

ভবিষ্যৎদ্রষ্টা সৌরভ

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি শুরুর আগে প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ভন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সিরিজ অস্ট্রেলিয়া ৩-১ ফলে জিতবে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ভারতীয় দলকে এত তাচ্ছিল্য করার বিরুদ্ধে ছিলেন। পারথ টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ভারত প্রথম ইনিংসে ৪৬ রানে এগিয়ে যেতেই সৌরভ টেক্সট ম্যাসেজ করেন ভনকে। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ভন সেটা দেখানও। যেখানে, লেখা রয়েছে, 'হাই মাইকেল, আমার অনুমান ঠিকঠাক যাচ্ছে...।' ভন তারপরও পিছিয়ে আসেননি। বলেন, 'আমি তো বলেছিলাম, ৩-১। সেই একটা জয় পারথে আসছে।'

ভাইরাল

কাঁদলেন অ্যাবট

১০ বছর আগে সিন অ্যাবটের বাউন্সারে মাথায় চোট পেয়ে কোমায় চলে যান ফিল হিউজস। এরপর হাসপাতালে কোমার মধ্যেই তিনি মারা যান। সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে বুধবার হিউজসকে শ্রদ্ধা জানাতে শেফিল্ড শিল্ড ম্যাচের দুই প্রতিপক্ষ নিউ সাউথ ওয়েলস ও তাসমানিয়ার ক্রিকেটাররা এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। তখনই দেখা যায় চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছে অ্যাবটের। নীরবতাপালন করেই কালো সানগ্লাস পরে নেন তিনি।

উত্তরের মুখ

শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রিমিয়ার লিগে দুরন্ত ফুটবলের সঙ্গে একটি গোল করে আলমগীর হোসেন ম্যাচের সেরা হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ম্যাচে তাঁর দল সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ১-১ গোলে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে ড্র করে।

সংখ্যায় চমক

২৮ বলে শতরান

ভারতের দ্বিতীয় দ্রুততম হিসেবে টি২০-তে শতরান করলেন গুজরাটের উরভিল প্যাটেল। বুধবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ২৮ বলে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছান তিনি।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. টেস্ট খেলিয়ে কোন দেশে ক্রিকেট জাতীয় খেলা?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. ডিং লিরেন, ২. দাবা।

সঠিক উত্তরদাতারা

রুদ্র নাগ, নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, সুজন মহন্ত, নিতাই সেন, নীলেশ হালদার, নির্মল হালদার, অসীম হালদার, অমৃত হালদার, সবুজ উপাধ্যায়, সমরেশ বিশ্বাস, নীরাধিপ দাস, সুখেন স্বর্ণকার, বন্দনা অধিকারী, তোয়ন পাল।

অজি পার্লামেন্টে ভাষণ রোহিতের

টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ব্যাট ধরলেন নরেন্দ্র মোদি

ক্যানবেরা, ২৮ নভেম্বর : পারথ টেস্টের সাফল্য এখন অতীত। টিম ইন্ডিয়া গতকালই পারথ ছেড়ে ক্যানবেরায় পৌঁছে গিয়েছে।

ক্যানবেরার মানুকা ওভালের মাঠেই শনিবার থেকে অজি প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে গোলাপি বলে দুইদিনের অনুশীলন ম্যাচ খেলতে নামছেন রোহিত শর্মারা। তার আগে আজ অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিসের দরবারে হাজির হয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। সেখানে অধিনায়ক রোহিত তাঁর সতীর্থদের সঙ্গে অজি প্রধানমন্ত্রীর পরিচয়ও করিয়ে দেন।

আর সেই পরিচয় পর্বকে কেন্দ্র করেই হইচই শুরু হয়েছে। অজি প্রধানমন্ত্রী অ্যালবানিসের 'খোঁচা'-র জবাবে চওড়া হাসি নিয়ে পালটা দিয়েছেন বিরাট কোহলি। ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে পরিচয় পর্বের সময় বিরাটকে অজি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'পারথে তোমরা দারুণ সময় কাটিয়েছ। বিশেষ করে তোমার ব্যাটিং ছিল দেখার মতো। মনে হচ্ছিল, আমাদের কষ্টটা যেন যথেষ্ট ছিল না।' অজি প্রধানমন্ত্রীর থেকে এমন কথা শুনে প্রথমে হেসে ফেলেন কোহলি। পরে চওড়া হাসি নিয়েই তিনি তাঁকে মজার ছলে পালটা দেন। বিরাট বলেন, 'আমি সবসময় সব জায়গাতেই মশলা যোগ করার চেষ্টা করি।' কোহলির মুখে পালটা হিসেবে এমন কথা শুনে হেসে ফেলেন অজি প্রধানমন্ত্রী। পরে অবশ্য প্যাট কামিন্সদের দেশের প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, শনিবার থেকে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে শুরু হতে চলা অনুশীলন ম্যাচের আসরে তিনি তাঁর দলকেই সমর্থন করবেন। যদিও তিনি জানেন, ভারতের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে খেলা সবসময় চ্যালেঞ্জিং।

কোহলি-রোহিতদের সঙ্গে অজি প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাতের ঘটনাকে প্রবলভাবে সমর্থন করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার থেকে অজি প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে শুরু হতে চলা টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন ম্যাচের দিকে তাঁরও নজর থাকবে বলে জানিয়েছেন মোদি। একইসঙ্গে দেশের ১৪০ কোটি মানুষের সমর্থনও কোহলি-রোহিতদের জন্য থাকবে, অজি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে জানিয়েছেন মোদি। তিনি বলেছেন, 'আমার ভালো বন্ধু অ্যান্থনি অ্যালবানিস ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন শুনে ভালো লাগল। অস্ট্রেলিয়া অতীতের দীর্ঘ সম্পর্কের কথা দুনিয়াকে মনে করিয়ে দিয়ে হিটম্যান বলেছেন, 'ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার সম্পর্কের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। খেলা হোক বা বাণিজ্য, বরাবরই এমনটা চলে এসেছে। সিরিজের শুরুটা দারুণ হয়েছে আমাদের। গোটা দেশ মেন ইন ব্লু-র সমর্থনে গলা ফাটাতে তৈরি। বাকি সিরিজের পাশে অজি প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে অনুশীলন ম্যাচের জন্যও ভারতীয় দলকে শুভেচ্ছা।'

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর আজ সেখানকার সংসদে ভাষণও দেন ভারত অধিনায়ক রোহিত। দুই দেশের মাধ্যমে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির অভিযান শুরু করেছে টিম ইন্ডিয়া। সামনে আরও চার টেস্টের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ভারত অধিনায়ক রোহিত বলেছেন, 'শেষ সপ্তাহে পারথে যে সাফল্য আমরা পেয়েছি, সেই ছন্দ ধরে রাখতে চাই। জানি কাজটা সহজ নয়। কিন্তু দল হিসেবে সেই চ্যালেঞ্জ নিচ্ছি আমরা।'

এদিকে, আগামীকাল থেকে গোলাপি বলে মানুকা ওভালের মাঠে অনুশীলন শুরু করছে টিম ইন্ডিয়া। কোচ গৌতম গম্ভীর এখনও রোহিতদের সঙ্গে যোগ না দিলেও শুক্রবার মানুকা ওভালের অনুশীলনে পুরো ভারতীয় দলেরই হাজির থাকার কথা। ৬ ডিসেম্বর থেকে অ্যাডিলেডে শুরু হচ্ছে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্টের আগে শনিবার থেকে অনুশীলন ম্যাচ টিম ইন্ডিয়ার জন্য মহাগুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিসের সঙ্গে আড্ডায় রোহিত শর্মা, আকাশ দীপ, মহম্মদ সিরাজরা। বৃহস্পতিবার। - পিটিআই

ক্যানবেরায় ফিটনেস ট্রেনিংয়ে রবীন্দ্র জাদেজা। বৃহস্পতিবার।

এবার কোহলিকে অস্ট্রেলিয়া দলে চান লায়োনরা!

ক্যানবেরা, ২৮ নভেম্বর : পারথ টেস্টে হারের পর দিশেহারা অস্ট্রেলিয়া। দলের ছন্দ ফিরে পেতে ফিরতে বিরাটকে দলে চাইছেন অজি তারকারা। সদ্যসমাপ্ত পারথ টেস্টে সেঞ্চুরি করে ফর্মে ফিরেছেন বিরাট কোহলি। এমনিতেই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তার ট্র্যাক রেকর্ড দুরন্ত। বিরাটের মতো ব্যাটারকে দলে নিতে মুখিয়ে থাকলে বিশ্বের যে কোনও দল। এক সাক্ষাৎকারে অজি তারকাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, সুযোগ পেলে কোন ভারতীয় তারকাকে তারা দলে নিতে চাইবেন। উত্তরে নাথান লায়োন, মিচেল মার্শ, অ্যালেক্স ক্যারিরা জানিয়েছেন বিরাটের নাম। অজি অফস্পিনার লায়নের মতে, 'ব্যাটিং অর্ডারে কোহলি, স্টিভেন স্মিথ ও মার্নাস লাবুশেন থাকে তাহলে খুব ভালো হবে।' ক্যারি বলেছেন, 'আমি সবসময় বিরাটের সঙ্গে খেলতে পছন্দ করব। ও একজন দুর্দান্ত খেলোয়াড় ও ভালো মনের মানুষ।' একই মত অজি অলরাউন্ডার মার্শেরও।

কোহলির সঙ্গে আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে খেলেছেন অজি তারকা গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। তাঁর মতে, বিরাট অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সবসময় নিজের সেরাটা দেয়। তিনি বলেছেন, 'বিরাট অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে কেমন খেলে সে সম্পর্কে আমার কোনও আগ্রহ নেই। তবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সবসময় নিজের সেরা পারফরমেন্সটা দেয়। এই বছরও খুব পরিশ্রম করেছে বিরাট।' এদিকে, অফ ফর্মে থাকা অজি ব্যাটার লাবুশেন অ্যাডিলেড টেস্টের আগে প্রবল সমালোচনার মুখে। তবে সেইসব নিয়ে না ভেবে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে নিজের ছন্দে ফিরতে চান তিনি। লাবুশেন বলেছেন, 'প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখছি না। নিজের ছন্দ ফিরে পেতে কড়া অনুশীলন করছি। এখনও সপ্তাহ খানেক সময় হাতে আছে।'

অন্যদিকে, অ্যাডিলেডে গোলাপি বলের দিনরাতের টেস্টে অজি স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টার। পিঠের চোটে মার্শের অ্যাডিলেডে খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। ফলে মার্শের জায়গা অভিষেক হতে পারে ৩০ বছরের ওয়েবস্টারের।

নর্থইস্টের আক্রমণ রোখাই চ্যালেঞ্জ ব্রুজোঁর

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : দারুণ খেলে প্রশংসা কুড়োনো নয়, এখন দলের দরকার পয়েন্ট পাওয়া। আর তার জন্য অল্পেতেই সন্তুষ্ট না হয়ে সমর্থকদেরই তাতিয়ে তুলতে হবে দলকে। পরিষ্কার বার্তা ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁর।

হাতে রেস্ত খুবই কম। আর তাই দিয়েই এখন প্রচুর বাজারহাট করতে হবে। ইস্টবেঙ্গলের পরিস্থিতি এখন অনেকটা সেই রকমই। মাত্র এক পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার সবশেষ স্থান থেকে এখনও ওঠার সুযোগ হয়নি। উলটে আগের ম্যাচে নন্দকুমার শেখর ও নাওরেম মহেশ সিং লাল কার্ড দেখায় নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে ব্রুজোঁ পাচ্ছেন না নিয়মিত দুই উইং হাফের একজনকেও। ফলে আস্থা রাখতে হচ্ছে তরুণ পিভি বিষ্ণুর উপর। চোট পাওয়া হেক্টর ইউস্তে এদিন দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেন অবশ্য। কিন্তু তাঁকে পাওয়া যাবে কিনা জানতে চাওয়া হলে ব্রুজোঁর উত্তর, 'ওকে আমরা স্কোয়াডে রাখার কথা ভাবছি। তবে খেলতে পারবে কিনা সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়। চেষ্টা তো থাকবেই ওকে খেলানোর।'

আইএসএলে আজ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

তবে তিনি যে মাঝমাঠে দুই বিদেশিই খেলাবেন সেই ইঙ্গিত দিয়েই রাখলেন, 'ছয় বিদেশিকে আপনার বুদ্ধি করে ব্যবহার করতে হবে কারণ এএফসি-র টুর্নামেন্টের মতো এখানে আমরা ছয়জনকেই একসঙ্গে ব্যবহার করতে পারি না। এই পরিস্থিতিতে একজন ডিফেন্ডার, একজন সেন্ট্রাল মিডফিল্ডারের সঙ্গে আক্রমণে দুইজন বিদেশি ব্যবহার করতেই হবে। প্রতিপক্ষ বুঝে এর মধ্যে রদবদল করতে হয়।' তাঁর মন্তব্যে পরিষ্কার, যদি শুরুতে গোল পেয়ে যান মাদিহ তালালের সঙ্গে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসকে নামিয়ে তাহলে হয়তো ঝাঁপ বন্ধ করার জন্য পরে হেক্টরকে নামিয়েও দিতে পারেন।

দলের খেলায় সামান্য হলেও উন্নতি হয়েছে কিন্তু আত্মতুষ্টি আসার কোনও জায়গাই নেই এখনও। আর সেটা মনে করাতেই যেন ব্রুজোঁ বলেন, 'মহমেডান ম্যাচটা আমরা নিজেরাই শেষ (নিজেদের দুটো লাল কার্ড দেখা) করেছি। ভালো খেলার কথা বলে কী লাভ? শেষপর্যন্ত এক পয়েন্টই পেলাম। আমাদের এখন জয় দরকার। এক পয়েন্টে সমর্থকরা খুশি হয়ে গেলে দলকে চাঙ্গা করবে কে? ওদেরই তো তাতাতে হবে।' তাঁর বক্তব্যেই পরিষ্কার, গত কয়েক বছর ধরে কিছু না পেতে পেতে অল্পেই সন্তুষ্ট হওয়ার রোগটা অপছন্দ করছেন লাল-হলুদ কোচ। তাছাড়া ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন নর্থইস্ট এই মরশুমে যা খেলছে তাতে আত্মতুষ্টি এলে যে সমূহ বিপদ তা না বোঝার মতো বোকা তিনি নন। বিশেষ করে দলে আছেন অ্যালাড্ডিন আজারাইয়ের মতো স্ট্রাইকার, যিনি মাত্র ৯ ম্যাচে ১১ গোল করে সবাধিক স্কোরার তো বটেই, প্রায় সব প্রতিপক্ষকেই কাঁপুনি ধরাচ্ছেন। মোট ২১ গোল করে হুয়ান পেদ্রো বেনালির দলের পয়েন্ট এখন ১৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার তিন নম্বরে। ব্রুজোঁ তাই বলছেন, 'নর্থইস্ট আমাদের আক্রমণকে ভোঁতা করার লক্ষ্যে আসবে না। বরং ওদের অ্যাটাক লাইনকে আমাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে বেশি গোল করতেই আসবে। অন্তত আগের ম্যাচগুলোতে সেটাই করেছে। সেখানে আমাদের চেষ্টা থাকবে, ওদের গোল করতে না দিয়ে নিজেরা তিন পয়েন্ট পাওয়া।' বেনালিও মানছেন তাঁর দলের আসল শক্তি হল আক্রমণভাগ। আর সেটাই তিনি কাজে লাগাতে চান ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধেও।

এসব বাধাবিপত্তি কাটিয়ে প্রিয় দল অন্তত প্রথম তিন পয়েন্ট পেয়ে ১২ নম্বরের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলুক, এটাই এখন একমাত্র প্রার্থনা ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের।

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। - ডি মণ্ডল

মুস্তাকে আজ 'বাংলা বনাম কেকেআর'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : জয়ের হ্যাটট্রিক হয়ে গিয়েছে। এবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে আরও এগিয়ে চলার পালা বাংলার।

সেই এগিয়ে চলার লক্ষ্যে আগামীকাল মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে নামতে চলেছে টিম বাংলা। আর সেই ম্যাচের আগে অদ্ভুত এক পরিস্থিতির সামনে সুদীপ ঘরামিরা। মধ্যপ্রদেশের কোচ কলকাতা নাইট রাইডার্সেরও কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। মধ্যপ্রদেশ দলের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার ভেঙ্কটেশ আইয়ার। সেই ভেঙ্কটেশ, যাঁকে কয়েকদিন আগেই নিলামে ২৩.৭৫ কোটি টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে কেকেআর। ভেঙ্কটেশকে ২৩.৭৫ কোটি টাকা দিলেও বাংলার ক্রিকেটারদের প্রতি বঞ্চনার ধারা বজায় রেখেছে কেকেআর।

এমন অবস্থায় শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচকে বাংলা শিবির দেখছে 'জবাব দেওয়ার মঞ্চ' হিসেবে। সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'কেন কেকেআর আইপিএলের জন্য বাংলার ভূমিপুত্রদের কথা ভাবে না, জানা নেই আমাদের। আমি একটাই কথা বলতে পারি, দল হিসেবে আমরা যাবতীয় চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরি। প্রতিপক্ষ কোন দল, সেই দলে কারা রয়েছে, দলের কোচ কে, এসব নিয়ে ভাবতে চাই না। মাঠে নেমে ছেলেরা সেরাটা দিতে পারলে জিততে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।' কিছুদিন আগেই ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে রনজি ট্রফির ম্যাচে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছে বাংলা। সেই ম্যাচের আত্মবিশ্বাস কি আগামীকাল বাড়তি সুবিধা দেবে? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলে দিলেন, 'রনজি ট্রফি ছিল লাল বলে চারদিনের। মুস্তাক আলি সাদা বলের টি২০। ফরম্যাট আলাদা। ফলে এভাবে ভাবছি না আমরা। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।'

ওজন বেড়ে যাওয়ায় এখনই অস্ট্রেলিয়া যাওয়া হচ্ছে না মহম্মদ সামির।

এদিকে, মহম্মদ সামির টিম ইন্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তন নিয়ে জল্পনা ক্রম তীব্র হচ্ছে। সামি আপাতত রাজকোটে। বাংলার হয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি খেলছেন। যেখানে এখনও পর্যন্ত ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেননি তিনি। উপরি হিসেবে ভারতীয় ক্রিকেটের একটি অংশ থেকে বলা শুরু হয়েছে, সামির ওজন বেড়ে গিয়েছে। ফলে এখনই তাঁকে অস্ট্রেলিয়া পাঠানোর ঝুঁকি নিতে চাইছে না ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। পরিবর্তে সামির ফিটনেসের দিকে নিয়মিত নজর রাখা বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ফিজিও নীতীন প্যাটেলকে বোর্ডের তরফে বলা হয়েছে, সামিকে একশো দশ শতাংশ ফিট মনে হলে তবেই অস্ট্রেলিয়া পাঠানোর ব্যাপারে সবুজ সংকেত দিতে। বিসিসিআইয়ের ফতোয়ায় সামির মিশন অস্ট্রেলিয়া আপাতত থমকে।

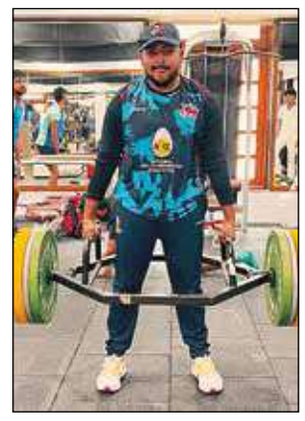

আমারও খারাপ লাগে : পৃথ্বী

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর : সমালোচনায় বিদ্ধ পৃথ্বী শ। এবার আইপিএলেও দল পাননি। বিদ্রুপ করে অনেকেই বলছেন শচীন তেন্ডুলকারের উত্তরসূরি হওয়ার পথ থেকে এখন বিনোদ কাম্বলি হওয়ার পথে পৃথ্বী।

এই নিয়ে বৃহস্পতিবার এক ভিডিওবার্তায় আক্ষেপের সুরে তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'আমাকে নিয়ে যে মিমগুলো হয় তা দেখি। কিছু খুবই নিম্নরুচির। আমারও তো খারাপ লাগে। কেন আমাকে নিয়ে এত মশকরা? কী ভুল করেছি?' একাধিকবার বিশৃঙ্খলার অভিযোগ উঠেছে পৃথ্বীর বিরুদ্ধে। পৃথ্বীর জবাব, 'আমাকে রাস্তায় দেখলে অনেকেই ভাবেন অনুশীলন না করে কী করছি। অনেক কিছু কল্পনা করে নেয়।'

পৃথ্বীর প্রাক্তন কোচ জোয়ালা সিংকে বলতে শোনা গেল, '২০১৫ সালে বাবার সঙ্গে আমার কাছে আসে ও। তখনও মুম্বই অনূর্ধ্ব-১৬ দলে খেলেনি। সেখান থেকে আমার প্রথম ছাত্র হিসাবে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলতে যায় ও।' তাঁর আরেক ছাত্র যশস্বী জয়সওয়াল জাতীয় দলে এখন নিয়মিত। তাঁর সঙ্গে পৃথ্বীর ফারাকটা কোথায়? জোয়ালা বলেন, 'প্রতিভা বিকাশের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন, ধারাবাহিকতা দরকার। পৃথ্বী সেটা রাখতে পারেনি।'

সিরিজ জয় পাকিস্তানের

বুলাওয়াও, ২৮ নভেম্বর : জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ হারের ধাক্কা সামলে সিরিজ জিতে নিল মহম্মদ রিজওয়ানের পাকিস্তান। প্রথমে কামরান গুলামের (১০৩) শতরানে পাকিস্তান ৩০৩/৬ স্কোরে পৌঁছায়। জবাবে জিম্বাবোয়ে ৪০.১ ওভারে ২০৪ রানে অল আউট হয়। দুইটি করে উইকেট নিয়েছেন সাইম আয়ুব, আবরার আহমেদ, হ্যারিস রউফ ও আমির জামাল। সবাধিক ৫১ রান করেন জিম্বাবোয়ের অধিনায়ক ক্রেগ আরভিন।

হাইব্রিড মডেলে পাক প্রতিরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : প্রতিযোগিতা শুরু হতে আর তিন মাসও বাকি নেই। অথচ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি কোথায় হবে, কীভাবে হবে- এখনও জানে না দুনিয়া।

সব ঠিকমতো চললে আগামীকাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভাগ্য নির্ধারণের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র বোর্ড মিটিং রয়েছে আগামীকাল। সেই বৈঠকেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভাগ্য নির্ধারণ হতে চলেছে বলে খবর। মূলত, তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে। এক, প্রতিযোগিতা হবে হাইব্রিড মডেলে। যেখানে প্রতিযোগিতার অধিকাংশ ম্যাচ হবে পাকিস্তানে। শুধু ভারতের ম্যাচ হবে অন্যত্র, সম্ভবত দুবাইয়ে। দুই, পুরো প্রতিযোগিতাই পাকিস্তানের বাইরে নিয়ে চলে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে আয়োজক দেশ হিসেবে প্রতিযোগিতার হোস্টিং রাইটস পাকিস্তানের হাতেই থাকবে। তিন, পুরো প্রতিযোগিতা পাকিস্তানেই হবে। কিন্তু সেখানে খেলবে না ভারত।

আজ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভাগ্য নির্ধারণের সম্ভাবনা

বাস্তবে শেষের সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হলে প্রবল আর্থিক ক্ষতির সামনে পড়বে পাকিস্তান। আইসিসি সূত্রের খবর, ভারতকে ছাড়া প্রতিযোগিতা হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে নিয়মিত বদলে যাওয়া পরিস্থিতির সামনে পড়ে আপাতত সবচেয়ে চাপে আইসিসি কর্তারা। ১ ডিসেম্বর থেকে আইসিসি-র শীর্ষপদে বসতে চলেছেন জয় শা। তার আগেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যাওয়ার কথা। এমন অবস্থায় জানা গিয়েছে, হাইব্রিড মডেলেই প্রতিযোগিতা হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। যদিও হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনে পাকিস্তানের প্রবল প্রতিরোধের সামনে আইসিসি। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, পাকিস্তানের মরিয়া প্রতিরোধ তৈরি করেছে সমস্যা। বাড়িয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে উদ্বেগ। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে আজ সরকারিভাবে আইসিসি-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, হাইব্রিড মডেল তারা কোনওভাবেই মেনে নেবে না। পাকিস্তানের এমন অনড় ও নাছোড় মনোভাবে বেকায়দায় থাকা আইসিসি কীভাবে আগামীকাল বোর্ড মিটিংয়ে পরিস্থিতি সামলায়, সেটাই দেখার।

লজ্জার রেকর্ড শ্রীলঙ্কার

ডারবান, ২৮ নভেম্বর : সনৎ জয়সূর্যর কোচিংয়ে দলটা একটু একটু করে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। কিন্তু বৃহস্পতিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে লজ্জার রেকর্ড গড়ল শ্রীলঙ্কা। প্রথম ইনিংসে ১৩.৫ ওভারে ৪২ রানে অল আউট হয় তারা। যা শ্রীলঙ্কার টেস্ট ইতিহাসে সর্বনিম্ন স্কোর। মার্কো জানসেনের (১৩/৭) পেসে কোনও শ্রীলঙ্কান ব্যাটার সুবিধা করতে পারেননি। কামিন্দু মেন্ডিস (১৩) ও লাহিরু কুমারা (১০) বাদে বাকিরা দুই অঙ্কের গণ্ডি টপকাতে ব্যর্থ হন। ৩২/৫ থেকে ৪২ রানে শ্রীলঙ্কার প্রথম ইনিংস গুটিয়ে যায়। জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে প্রোটিয়াদের স্কোর ১৩২/৩। ক্রিজে টেম্বা বাভুমা (২৪) ও ট্রিস্টান স্টাবস (১৭)।

ডব্লিউটিসি-র ফরম্যাট বিভ্রান্তিকর : স্টোকস

ক্রাইস্টচার্চ, ২৮ নভেম্বর : জাতীয় দলে ফিরে এসেই চেনা মেজাজে পাওয়া গেল নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসনকে। শতরান হাতছাড়া করলেও ১৯৭ বলে ৯৩ রানের ক্লাসিক টেস্ট ইনিংসে তিনি ভরসা দিলেন দলকে। যার সৌজন্যে প্রথম দিনের শেষে কিউয়িদের স্কোর ৩১৯/৮।

শতরান হাতছাড়া কেনের

কয়েকদিনের বৃষ্টিতে ক্রাইস্টচার্চের হেগলে ওভালের বাইশ গজ হয়ে ওঠে আরও ভয়ংকর। তাই টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিতে বেশি দেরি করেননি ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস। যদিও শুরুর দিকে তেমন সুবিধা করতে পারেননি ইংলিশ জোরে বোলাররা। টম ল্যাথাম (৪৭), রাচিন রবীন্দ্র (৩৪) ও ড্যারিল মিচেলকে (১৯) সঙ্গে নিয়ে টানা তিনটি বড় জুটি গড়েন উইলিয়ামসন। তিনি ছয় বছর পর প্রথমবার নার্ভাস নাইন্টিসে আউট হলেন। তারপর শোয়েব বশির ম্যাচে ফেরান ইংল্যান্ডকে। সবুজ উইকেটেও তাঁর বোলিং ফিগার ২০-১-৬৯-৪। কিউয়িরা শেষ ৪ উইকেট হারায় মাত্র ৫৯ রানে।

এদিকে, স্টোকস সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের (ডব্লিউটিসি) ফরম্যাটকে 'বিভ্রান্তিকর' বলে অভিহিত করলেন। তাঁর মন্তব্য, 'সত্যি কথা বলতে ডব্লিউটিসি একটা বিভ্রান্তিকর প্রতিযোগিতা। এত লম্বা সময় ধরে চলাটা আশ্চর্যের।'

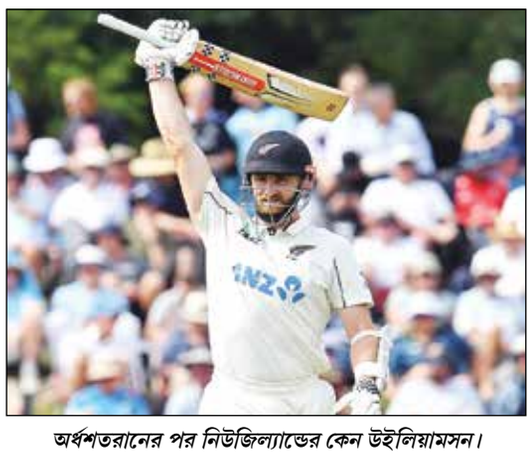

অর্ধশতরানের পর নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন।

শুভেচ্ছা

☺ **সুব্রত ও তানিয়া (মিলনপল্লি) :** শুভ প্রীতিভোজে শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায় **'মাতঙ্গিনী ক্যাটারার ও চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট'** (Veg & N/Veg), রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

রিয়ালকে হারিয়ে শেষ ষোলোয় লিভারপুল

লিভারপুল, ২৮ নভেম্বর : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কিছু অর্জনের স্বাদই আলাদা। আর তার সঙ্গে যদি জুড়ে থাকে আরও একটা প্রাপ্তি। বুধবার রাতে ঠিক সেই স্বাদটাই পেল লিভারপুল। প্রথমত, দেড় দশক পর রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে জিতল রেডস ব্রিগেড। একইসঙ্গে প্রথম দল হিসাবে এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ষোলোয় জায়গা পাকা করে ফেলল তারা।

এই মরশুমে লিভারপুল অপ্রতিরোধ্য। আর্নে স্লট আসার পর স্বপ্নের সময় কাটাচ্ছে তারা। সেই লিভারপুলের বিরুদ্ধে অন্যতম অস্ত্র ভিনিসিয়াস জুনিয়ারকে পাননি কার্লো আন্সেলোত্তি। কিলিয়ান এমবাপের পাশে তিনি খেলালেন ব্রাহিম দিয়াজকে। তবে গোটা ম্যাচে প্রতিপক্ষের রক্ষণে সেভাবে দাগ কাটতে পারল না রিয়ালের আক্রমণ। ৫৯ মিনিটের মাথায় লুকাস ভাস্কুয়েজ যদিও বা একটি পেনাল্টি আদায় করেন, তাও ফসকান এমবাপে।

পেনাল্টি নষ্ট করে হতাশ এমবাপে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফল

লিভারপুল ২-০ রিয়াল মাদ্রিদ
ডায়নামো জাগ্রেব ০-৩ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
অ্যাস্টন ভিলা ০-০ জুভেন্তাস
মোনাকো ২-৩ বেনফিকা
পিএসভি আইন্দহোভেন ৩-২ শাখতার দোনেস্ক
এসকে স্টার্ম গ্রাজ ১-০ জিরোনা
বোলগনা ১-২ লিলে
সেল্টিক ১-১ ক্লাব ব্রাগ
রেড স্টার বেলগ্রেড ৫-১ স্টুটগার্ট

উলটোদিকে লিভারপুলের মহম্মদ সালাহও একটি পেনাল্টি নষ্ট করেন। ৭০ মিনিট নাগাদ পাওয়া স্পটকিক লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তিনি। যদিও তাতে জিততে অসুবিধা হয়নি লিভারপুলের। তার আগে ৫২ মিনিটেই মাটি ঘেঁষা শটে থিবো কুর্তোয়াকে পরাস্ত করে স্লট ব্রিগেডকে এগিয়ে দিয়েছিলেন অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার। ৭৬ মিনিটে হেডে দ্বিতীয় গোলটি করেন কোডি গাকপো। এই নিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে নক আউট পাকা করে ফেলল লিভারপুল।

দীর্ঘ ১৫ বছর পর রিয়ালকে হারিয়ে উচ্ছ্বাসে ভাসছে রেডস শিবির। যদিও মাটিতে পা রাখছেন কোচ স্লট। ম্যাচ শেষে বলেছেন, 'রিয়ালের বিরুদ্ধে এতদিন জয়হীন থাকা যন্ত্রণার ছিল। তাই জয়টাও বিশেষ। তবে সবে পাঁচটা ম্যাচ হয়েছে। এখন মাটিতেই পা রাখা দরকার।' আরেকদিকে, হারলেও এমাবাপেকে কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ আন্সেলোত্তি। বলেছেন, 'আমার মনে হয় এমবাপে আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছে। ওর পাশে থাকা উচিত। ও পরিশ্রমও করছে।'

এদিন চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অন্য ম্যাচে অ্যাস্টন ভিলার সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে জুভেন্তাস। ৩-০ গোলে ডায়নামো ডাগ্রেবকে হারিয়েছে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড।

রক্ষণে বাড়তি নজর মোলিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : পরপর চার ম্যাচে ক্লিনশিট। তারপরেও রক্ষণ নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছেন না মোহনবাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচের আগে রক্ষণে বাড়তি নজর দিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার প্রায় ঘণ্টাদেড়েক দলকে অনুশীলন করালেন বাগান কোচ মোলিনা। আলবার্তো রডরিগেজ, টম অ্যালড্রেডদের পাশাপাশি সৌরভ ভানওয়ালা, আমনদীপ সিংয়ের মতো তরুণ ডিফেন্ডারদেরও তৈরি রাখছেন তিনি। চেন্নাইয়ান ম্যাচের আগে সম্পূর্ণ ফিট হয়ে উঠেছেন আশিস রাই। এদিন পুরোদমে অনুশীলন করেছেন তিনি। শনিবারের ম্যাচে ১৮ জনের দলে থাকবেন আশিস। তবে প্রথম একাদশে তাঁকে খেলানো হবে কি না, সেটা এখনও ঠিক করেননি বাগান কোচ।

এদিন অনুশীলনের পরেও বেশ কিছুক্ষণ শুটিং প্র্যাকটিস করলেন দলের তারকা স্ট্রাইকার জেমি ম্যাকলারেন। পরপর দুইটি ডার্বিতে গোল করার পর কিছুটা ম্লান লাগছে 'এ' লিগের সবাধিক গোলস্কোরারকে। তাই চেন্নাইয়ান ম্যাচে গোল করতে মরিয়া জেমি। অনুশীলন শেষে ভক্তদের অটোগ্রাফ দেওয়ার ফাঁকে তিনি বলেছেন, 'চেন্নাইয়ান কঠিন প্রতিপক্ষ। ম্যাচটা জিততে হবে। এই ম্যাচে গোল করতে চাই।'

ভালো খেলার খিদে থাকবেই : সুনীল

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর : জাতীয় দল থেকে অবসরের পর ক্লাব ফুটবল চুটিয়ে উপভোগ করছেন সুনীল ছেত্রী। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ সবে শেষ হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলন নয়, বরং সাংবাদিকদের অধীর অপেক্ষা তখন শুধু মিক্সড জোনে। কখন দেখা দেবেন তিনি? চিঙ্গলেসানা সিং থেকে গুরপ্রীত সিং সান্ধু, সকলেই একে একে বেরিয়ে গেলেও দেখা নেই তাঁর। অবশেষে এসে নিজেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। বহুদিন বাদে দেখা হওয়া বন্ধু বা আত্মীয়ের মতো প্রশ্ন করলেন, 'কেমন আছেন আপনারা সব?' পুরো সময় কথা বললেন বাংলাতে। জয় তো বটেই, সঙ্গে গোল পেয়েও তিনি যে স্বস্তিতে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না। মাঝের ছুটিতে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে খানিক বেড়িয়ে এসেছেন। তবে বাপের বাড়ির শহরে খেলা হলেও আসা হয়নি ওদের। কারণটা সুনীল নিজেই বলেছেন, 'ছেলের জন্যই সোনমের আসা হল না। আসলে ম্যাচে নিয়ে এলে অনেকক্ষণ থাকতে হয় তো! তখন ধ্রুব কাঁদতে থাকে।' ম্যাচ সম্পর্কে অকপট তিনি, 'জিতে আমরা সকলেই খুশি। ম্যাচ একদম সহজ হয়নি বিশ্বাস করুন। আমরা ক্লাসে বিশ্লেষণ করেছিলাম মহমেডানকে নিয়ে। কিন্তু মাঠে নেমে ম্যাচ কঠিন হয়ে যায় আমাদের ধারণা ছাপিয়ে মহমেডান ভালো খেলতে শুরু করায়। তারপর আমরা ওই ক্রস এবং কর্নার, ক্রস-কর্নার, প্রচুর চাপ দিলাম। করতে করতে ম্যাচ বার করে নিই।'

মহমেডানের বিরুদ্ধে বল জালে পাঠাতেই আইএসএলের সব ক্লাব দলের বিরুদ্ধে গোলস্কোরার হিসাবে নাম তুলে নিলেন তিনি। এই নিয়ে প্রশ্ন করতে হালকা চালে তাঁর মন্তব্য, 'তার মানে আমি আরও বৃদ্ধ হলাম। আসলে এখন এসব নিয়ে ভাবি না। খেলা ছাড়ার পর এগুলো নিয়ে কথা বলব। তবে আমি যেদিন মারা যাব, আমার মধ্যে সেদিনও খিদেটা থাকবে। আসলে এই ভালো খেলার খিদে আমার জন্মগত। তাই এখনও পারছি।'